দ্য সাইকোলজি অফ মানি

THE INTERNATIONAL BESTSELLER

TIMELESS LESSONS ON WEALTH, GREED, AND HAPPINESS

মর্গান হাউসেল

"Everyone should own a copy."
—JAMES CLEAR
New York Times Bestselling Author of *Atomic Habits*

দ্য সাইকোলজি অফ মানি

মরগ্যান হাউসেল

অনুবাদক - রাজশ্রী ব্যানার্জী

Audifeel Edition

সূচিপত্র

ভূমিকা

দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ

আমি আমার কলেজ জীবনে অর্থ উপার্জনের জন্য লস অ্যাঞ্জেলস শহরের একটি সুন্দর হোটেলে ভ্যালেট (ওয়েটার) হিসেবে পার্ট টাইম চাকরি করি।

একজন প্রযুক্তি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসার প্রায় সময় আমাদের হোটেলে আসতেন। তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ২০-এর দশকের আমেরিকান Wi-Fi রাউটারগুলোর মূল উপাদান ডিজাইনার এবং পেটেন্ট অধিকারী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি কোম্পানি গঠন করেন এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে দেন। তিনি অত্যন্ত সফল প্রকৌশলী ছিলেন।

তবে, তিনি অর্থ ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তার এমন আচরণকে আমি শিশুসুলভ বোকামির মিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করবো। তিনি প্রায় সময় ডিনারে এক হাজার ডলার খরচ করতেন।

তিনি তার বন্ধুদের নিকট সম্পদ জাহির করতেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং উচ্চৈঃস্বরে তার সম্পদ নিয়ে বড়াই করতেন। প্রায় সময়ই মাতাল অবস্থায় হোটেল থেকে বের হতেন।

একদিন তিনি আমার এক সহকর্মীর হাতে নগদ কয়েক হাজার ডলার দিয়ে বললেন—'রাস্তার পাশে গহনার দোকানে যাও এবং আমার জন্য কয়েক ডলার মূল্যের ১,০০০টি সোনার কয়েন কিনে আনো।' এক ঘণ্টা পর, হাতে সোনার কয়েন নিয়ে প্রকৌশলী এবং তার বন্ধুরা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে প্রমোদতরীতে জড়ো হয়।

তারপর, তারা কয়েনগুলোকে একটি একটি করে পাথরের মতো সমুদ্রে নিক্ষেপ করে আনন্দ অনুভব করতে লাগলো।

এটা শুধুই মজা-মাস্তি আর উপভোগ করার জন্য। কয়েকদিন পর সে হোটেলের রেস্তোরায় একটি বাতি ভেঙে দেয় উনি। একজন ম্যানেজার তাকে বললেন যে, বাতিটির মূল্য ৫০০ dollar এবং তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

'আপনি পাঁচশো ডলার চান?' প্রকৌশলী তার পকেট থেকে নগদ একটি ইট বের করে ম্যানেজারকে দেওয়ার সময় অবিশ্বাস্যভাবে মন্তব্য করলেন। এই নেন পাঁচ হাজার ডলার। এবার আমার মুখের সামনে থেকে চলে যাও। আর কখনো আমাকে এভাবে অপমান করো না। আপনি ভাবতে পারেন যে, তার এই আচরণটি কতোক্ষণ স্থায়ী হতে পারে এবং কতোটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ হতে পারে!

আমি কয়েক বছর পর জানতে পারি যে, তিনি অর্থ সংকটে রয়েছেন এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

এই বইয়ের মূল লক্ষ্য হলো, অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি কতোটা স্মার্ট, তা নির্ধারণ করা। আপনার আচার-আচরণের সাথে অনেক কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। আচরণ শেখানো অনেক কঠিন, এমনকি সত্যিকার অর্থেই স্মার্ট, মানুষ বানানো আরো অনেক কঠিন। প্রতিভাবান ব্যক্তি তারাই, যারা তাদের আবেগের নিয়ন্ত্রণ হারায় না। আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে পারে। বিপরীতটাও সত্য।

আর্থিক শিক্ষা নেই, এমন সাধারণ মানুষেরাও ধনী হতে পারে, যদি তাদের হাতে মুষ্টিমেয় আচরণগত দক্ষতা থাকে, যার বুদ্ধিমত্তার আনুষ্ঠানিক পরিমাপের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার প্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব 'রোনাল্ড জে অ্যামস রিড'। যিনি ক্যারিয়ারের শুরুতে একটি গ্যাস স্টেশনের পরিচালক, দারোয়ান ছিলেন এবং পরবর্তীতে একজন সফল আমেরিকান সমাজসেবী, ব্যবসায়িক বিনিয়োগকারী হন।

রোনাল্ড রিড আমেরিকার ভার্মন্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই তার পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রতিদিন ক্যাম্পাসে যাতায়াতের বিষয়টিকে উপভোগ করতেন।

যারা রোনাল্ড রিডকে চিনেন, তাদের জন্য উল্লেখ করার মতো আর কিছু নেই। ক্যারিয়ারের শুরুতে তার স্বপ্ন খুব বেশি বড় ছিল না। সে একটি গ্যাস স্টেশনে ২৫ বছর বয়স থেকে ফিক্সড স্যালারিতে চাকরি করে এবং R C Penney-নামক কোম্পানিতে ৭ বছর ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করে।

সে ৩৮ বছর বয়সে ১২,০০০ ডলার মূল্যের একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট ক্রয় করে এবং সারা জীবন সেখানেই থাকার পরিকল্পনা করে। সে ৫০ বছর বয়সে বিধবা হয় এবং আর কখনো বিয়ে করেনি। তার একজন বন্ধু স্মরণ করলেন যে, তার প্রধান শখ ছিল কাঠ কাটা।

রিড ২০১৪ সালে ৯২ বছর বয়সে মারা যান।

২০১৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে সরকারি হিসাব মোতাবেক ২,৮১৩,৫০৩ জন নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মধ্যে মাত্র ৪,০০০ জনেরও কম নাগরিকদের ৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ ছিল যখন তারা মারা গিয়েছিল।

রোনাল্ড রিড ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তার উইলে সে তার বাচ্চাদের জন্য ২ মিলিয়ন এবং তার স্থানীয় হাসপাতাল ও লাইব্রেরির জন্য ৬ মিলিয়নেরও বেশি সম্পদ রেখে যান। যারা পড়তে জানতো, তারা তার উইলটি পাঠ করে বিস্মিত হয়। এতো টাকা তিনি কোথায়। পেলেন? দেখা গেল সেখানে কোনো গোপন রহস্য নেই।

কোনো লটারি জেতা কিংবা কোনো বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না।

তিনি যা করেছেন, তা হলো, তিনি সম্পদ সঞ্চয় করেছেন এবং Blue chips stock তে বিনিয়োগ করেছেন।

তারপর, তিনি কয়েক দশক ধরে অবকাশে চলে যান, কারণ তার। ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলোর মূল্য ইতোমধ্যেই ৮ মিলিয়নেরও বেশি হয়ে গেছে। এটাই তার দারোয়ান থেকে পরোপকারী ও সফল ব্যবসায়ী হওয়ার গল্প । রোনাল্ড রিড মারা যাওয়ার কয়েকমাস আগে রিচার্ড নামক আরেকজন সফল ব্যবসায়ী খবরের কাগজে শিরোনাম হন। রিচার্ড ফুসকোন-এর সবকিছুই ছিল, যদিও রোনাল্ড রিডের ক্যারিয়ারের শুরুতে কিছুই ছিল না ।

রিচার্ড ফুসকোন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেন এবং মেরিল লিঞ্চ নামক একটি কোম্পানির এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। মেরিলের প্রাক্তন সিইও ডেভিড কোমানস্কি ফুসকোনের ব্যবসায়িক সচেতনতা, নেতৃত্বের দক্ষতা, সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত সততার প্রশংসা করেন।'

২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফুসকোন গ্রিনউইচের কানেকটিকাট শহরে একটি ১৮,০০০ বর্গফুট আয়তনের বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেন। বাড়িটিতে ১১টি বাথরুম, দুটি লিফট, দুটি পুল, সাতটি গ্যারেজ ছিল এবং এর । রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ৯০,০০০ ডলারেরও বেশি খরচ হতো। তারপর ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট আঘাত হানে। সঙ্কট কার্যত প্রত্যেকেরই আর্থিক ক্ষতি করেছে। এটি দৃশ্যত ফুসকোনের ক্যারিয়ারকে ধুলোয় পরিণত করেছে।

উচ্চঋণ এবং অতিরিক্ত বিলাসিতা তাকে দেউলিয়া করে দেয়। তিনি ২০০৮ সালে একজন দেউলিয়া ঘোষণাকারী বিচারককে বললেন'আমার বর্তমানে কোনো আয় নেই। প্রথমে তার পাম বিচের বাড়িটি জব্দ করে দেওয়া হয় এবং তারপর ঋণের দায়ে একে একে তার সব বাড়ি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

২০১৪ সালে গ্রিনিচ ম্যানশন ফুসকোনের বাড়িটির স্মৃতিচারণ করে উল্লেখ করেন—"তার বাড়িতে অতিথিরা বাড়ির অন্দর মহলের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতো'— বাড়িটি একটি ফোরক্লোজার নিলামে ৭৫% কম দামে বিক্রি করা হয়। একটি বিমা কোম্পানি সেই বাড়িটি ক্রয় করে। রোনাল্ড রিড অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন; যেখানে রিচার্ড ফুসকোন। লোভী ছিলেন। উভয়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিশাল ব্যবধান ছিল।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয়টি কেবলমাত্র রোনাল্ড রিডের মতো বেশি অর্থ অপচয় করা, কিংবা রিচার্ডের মতো কম অর্থ খরচ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—যদিও বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই গল্পগুলোর চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো, এমন ব্যক্তিরা অর্থ উপার্জনে কতোটা অনন্য? এদের বিষয়ভিত্তিক কলেজের কোনো ডিগ্রি নেই, প্রশিক্ষণ নেই, ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, আনুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা নেই এবং হাই লেভেলের কানেকশন নেই; অথচ এমন ব্যক্তিরা সফলতার দিক থেকে সর্বোত্তম শিক্ষা, সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ এবং সর্বোত্তম কানেকশন রয়েছে, এমন ব্যক্তিদেরকেও ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে যায়। আমি বিষয়টির সঠিক কারণ উঘাটন করতে পারি না। কারণ, হার্ভার্ড প্রশিক্ষিত একজন সার্জন ডাক্তারের চেয়ে রোনাল্ড রিডের হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট ভালোভাবে সম্পাদন করার গল্প চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব।

অথবা একটি আকাশচুম্বি ভবনের নকশা তৈরি করার ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষিত স্থপতিদের তুলনায়, তার নকশা ভালো হওয়ার সম্ভাবনার গল্প আমার কাছে প্রায় অমূলক বলে মনে হয়।

পারমাণবিক প্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পারমাণবিক প্রকৌশলীদের তুলনায় একজন দারোয়ানের অধিক জ্ঞান থাকার গল্প কখনো বাস্তব হবে না। কিন্তু ব্যবসায়িক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই গল্পের বাস্তবিক রূপদান ঘটবে।

রিচার্ড ফুসকোনের সাথে রোনাল্ড রিডের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দুটি সত্য বাক্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এক, আর্থিক সফলতা ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এটি কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। এই বিষয়ে বইটিতে আরো বিশদ আলোচনা করা হবে।

দুই. আমি এবং আমেরিকান সাধারণ জনগণ মনে করেন যে, আর্থিক সফলতা একটি কঠিন বিজ্ঞান পাঠের বিষয় (অর্থনীতি)। কিন্তু বাস্তবে এটি মূলত দক্ষতা, যেখানে আপনি কী জানেন, তার চেয়ে আপনি কীভাবে আচরণ করেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এই সফট স্কিলকে সাইকোলজি অফ মানি' বলি।

এই বইটির মূল উদ্দেশ্য হলো, ছোটগল্প এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যে, অর্থের প্রযুক্তিগত দিকের তুলনায় সফট সাইকোলজিক্যাল স্কিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বিষয়টিকে এমনভাবে বর্ণনা করবো, যা আপনার জন্য আর্থিক সফলতা লাভে সহায়ক হতে পারে-রিড এবং ফুসকোনের ক্ষেত্রে সফলতা এবং ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল, তাদের মধ্যে একজনের সফট স্কিলগুলো ভালো ছিল, যেখানে অন্যজন এমন কিলগুলোকে কম মূল্যায়ন করেছেন।

ফাইন্যান্স বিষয়টিকে পাঠ্যগত দিক থেকে একটি গণিতভিত্তিক ক্ষেত্র হিসেবে শেখানো হয়, যেখানে আপনি একটি সূত্র অনুসরণ করে ডেটা রাখেন এবং সূত্রটি আপনাকে কী করতে হবে, তা বলে দেয়। এখানে সূত্র মোতাবেক ধরে নেওয়া হয় যে, আপনি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এমনটিই করবেন।

এটি ব্যক্তিগত লেভেলে অর্থের ক্ষেত্রে সত্য, যেখানে আপনাকে ছয় মাসের জন্য জরুরি তহবিল জমা রাখতে বলা হবে এবং আপনার বেতনের ১০% সঞ্চয় করতে বলা হবে। এটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সত্য

যেখানে আমরা সুদের হার এবং মূলধনের উপর প্রাপ্য লভ্যাংশের মধ্যে সঠিক সমানুপাতিক হার নির্ধারণ করি।

এটি কর্পোরেট ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রেও সত্য, যেখানে সিএফও মূলধনের উপর সুনির্দিষ্ট খরচ পরিমাপ করা হয়। এটি এমন নয় যে, এমন অর্থনৈতিক সমীক্ষার/সূত্রের একটি সঠিক এবং অন্যটি ভুল। আপনি যখন এমন সূত্র ধরে হিসাব করবেন, তখন আপনার মাথায় যা ঘটছে, তা বিবেচ্য বিষয় নয়। দুটি বিষয় সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে; আপনি এগুলোতে আগ্রহী হোন, কিংবা না হোন: আর তা হলো, স্বাস্থ্য এবং অর্থ।

বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্জিত স্বাস্থ্যসেবা খাত এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান গড় আয়ু আধুনিক বিজ্ঞানের অর্জিত যুগান্তরকারী বিজয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো মানবদেহ কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে ডাক্তারদের পুরানো ধারণাগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত অর্থায়ন, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সবকিছুতে পরিবর্তন এসেছে। নতুন ফাইন্যান্সিয়াল কোর্সগুলো গত দুই দশক ধরে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশান করে আসা, স্মার্ট গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষতাকে স্কিপ করেছে। এক দশক আগেও প্রিন্সটন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় মেজর সাবজেক্ট, যা এখন আর আগের মতো নেই।

এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্র্যাজুয়েশান সার্টিফিকেট আমাদেরকে ভালো বিনিয়োগকারী করেছে, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি? আমি কোনো প্রমাণ দেখিনি। বহু বছর ধরে অর্থনীতিতে কৃষকের সমষ্টিগত ট্রায়াল এবং ত্রুটি নামক অধ্যায়ে আমরা শিখেছি, কীভাবে একজন কৃষক আরো ভালো দক্ষ চাষি হতে পারেন এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে পারেন?

কিন্তু এমন অধ্যয়ন কি আমাদেরকে আমাদের ব্যক্তিগত অর্থের সঠিক ব্যবহার করতে শিখিয়েছে? আমরা কী ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে

মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হবো? আমরা কি অবসরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি? আমাদের সুখ অর্জনে অর্থ আমাদের জন্য কী করতে পারে এবং কী করতে পারে না, আর কী করে, সে সম্পর্কে আমাদের কী বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শিক্ষা রয়েছে? আমি এমন প্রশ্নগুলোর উত্তরে কোনো মজবুত যা প্রমাণ দেখিনি।

আমি বিশ্বাস করি, আমরা অর্থ সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করি এবং আমাদেরকে যেভাবে শেখানো হয়, তা পদার্থ বিজ্ঞানের মতো (পদার্থের নিয়ম এবং আইন) এবং মনোবিজ্ঞানের মতো (আবেগ এবং মস্তিষ্কের নিউরন ক্রিয়া) যথেষ্ট নয়। আমার কাছে, অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সাবজেক্ট। অর্থশাস্ত্রের প্রয়োগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান; এটি আমাদের সকলের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের বেশিরভাগ জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

সবাই অর্থশাস্ত্র বিষয়টিকে কিছুটা ভিন্নভাবে চিন্তা করে। বিষয়টিতে ঝুঁকি, আত্মবিশ্বাস এবং সুখের মতো জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়গুলোর উপর পাঠ করার অফার করা হয়। কিছু অধ্যায়ে আরো কার্যকরী এবং ম্যাগনিফাইং সমীক্ষা অফার করা হয়, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কেন মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সেটে নির্দিষ্ট আচরণ করে থাকে।

এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শোগুলোর মধ্যে অন্যতম শো। সাইকোলজি অফ মানি' বইটি আমার নিজস্ব উপলব্ধি এবং এই বিষয়ে গত এক দশকেরও বেশি সময় ব্যাপী আমার প্রকাশিত লেখনিগুলোর সমন্বয়ে লেখা হয়েছে। আমি ২০০৮ সালের প্রথমদিকে ফিন্যান্স বিষয়ে লেখালেখি শুরু করি। আমেরিকার বিগত ৮০ বছরের সবচেয়ে খারাপ মন্দার কারণ এবং এমন আর্থিক সংকট মোকাবিলায় ব্যবহৃত পন্থাসমূহ উৎঘাটন করার চেষ্টা করেছি। কী ঘটেছিল, তা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি কী ঘটতে যাচ্ছে, তা বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু, আর্থিক সংকটের কারণ গবেষণা করতে গিয়ে আমি প্রথমে যে জিনিসটি শিখেছি, তা হলো, কেউই সঠিকভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আমেরিকার অর্থনীতে কী ঘটেছে বা কেন ঘটেছে;আমাদের

ভবিষ্যতের জন্য কী করা উচিত? যেকোনো কারণের ভালো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটি সমানুপাতিক বিশ্বাসযোগ্য প্রমান থাকা প্রয়োজন।

প্রকৌশলীরা একটি সেতু ধসের কারণ নির্ধারণ করতে পারেন, কারণ পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মে রয়েছে যে, যদি একটি নির্দিষ্ট অবকাঠামোর উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেই অবকাঠামোটি ভেঙে যাবে। পদার্থবিজ্ঞান বিতর্কিত নয়। এটি প্রকৃতির আইন দ্বারা পরিচালিত; এটি প্রমাণিত সত্য। তবে, ফাইন্যান্স তথা অর্থশাস্ত্র আলাদা বিষয়, এটি পদার্থবিজ্ঞানের মতো চিরন্তন সত্য নয়। এটি মানুষের আচরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমি যেভাবে আচরণ করি, তা আমার কাছে বোধগম্য মনে হতে পারে, তবে তা আপনার কাছে পাগলের মতো আচরণ মনে হতে পারে। আমি আর্থিক সংকট এবং মোকাবিলা বিষয় সম্পর্কে যতো বেশি অধ্যয়ন করেছি এবং লিখেছি, ততোই আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনি আর্থিক বিষয়গুলোকে মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের লেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে, আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।

মানুষেরা কেন অতিরিক্ত ঋণের মধ্যে নিজেদেরকে পিষ্ট করে, তা বোঝার জন্য আপনাকে সুদের হার অধ্যয়ন করতে হবে না; আপনাকে লোভ, নিরাপত্তাহীনতা এবং আশাবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে। বিয়ার মার্কেট খাতে বিনিয়োগকারীরা কেন বিনিয়োগ করে, তা জানতে আপনাকে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত রিটার্নের গণিত অধ্যয়ন করতে হবে না; যেকোনো খাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের বিষয়ে ভাবতে হবে এবং ভাবতে হবে যে, আপনার বিনিয়োগ তাদের ভবিষ্যৎকে বাধাগ্রস্ত করছে কিনা। আমি ভলতেয়ারের পর্যবেক্ষণটি পছন্দ করি যে-ইতিহাস কখনো নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেনা ; মানুষই সবসময় ইতিহাস পুনরাবৃত্ত করে। আমরা অর্থের চাহিদা অনুপাতে কীভাবে আচরণ করি, তা বোঝার ক্ষেত্রে এটি খুব ভালোভাবে প্রযোজ্য।

২০১৮ সালে আমি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম—২০টি গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটি, পক্ষপাতিত্ব এবং খারাপ আচরণের কারণ, যা পরস্পর অর্থনৈতিক লেনদেন করার সময় মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। এটিকে অর্থের মনোবিজ্ঞান বলা হয় এবং আমার প্রতিবেদনটি প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ পাঠ করেছেন। এই বইটি প্রতিবেদনটির অন্তর্নিহিত বিস্তৃত বিশেষণ। প্রতিবেদনটি থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত প্যাসেজ এই বইতে উদ্ধৃতি আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

আপনি বইটিতে যা ধারণ করছেন, তা হলো, ২০টি অধ্যায়; প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এমন কিছু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোকে সামষ্টিক অর্থে আমি 'অর্থের মনোবিজ্ঞানমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অবহিত করেছি।

অধ্যায়গুলোর বর্ণনা একটি সাধারণ থিম তথা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে তুলে ধরা হয়েছে। তবে, বর্ণনার প্রতিটি বাক্য স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান এবং এগুলোকে আপনি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে পাঠ করতে পারেন। বইটি খুব বেশি বড় নয়। আপনাকে স্বাগতম।

বেশিরভাগ পাঠকেরা তাদের পাঠ শুরু করা বইগুলো শেষ করেন , কারণ বেশিরভাগ একক বিষয় অনুধাবন করার জন্য বিষয়টির উপর লিখিত ৩০০ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা পাঠ করার প্রয়োজন হয় না। আমি বরং ২০টি অধ্যায়ে ২০টি সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট তৈরি করেছি, যা আপনি খুব দ্রুত পাঠ করে শেষ করতে পারবেন এবং খুব দ্রুত অনুধাবন করতে পারবেন।

আপনার জন্য শুভ কামনা।

-মর্গান হাউজেল

অধ্যায় ১

এই পৃথিবীর বুকে সত্যিকার অর্থে কেউই পাগল নয়; সবাই অর্থের অন্বেষণে বিভ্রান্ত

আমাকে একটি সমস্যা সম্পর্কে বলতে দিন। আপনি আপনার টাকা দিয়ে কী করবেন, সে সম্পর্কে সচেতন হোন; অন্য মানুষেরা তাদের টাকা দিয়ে কী করে, সে বিষয়ে মনোযোগ দিবেন না। টাকা দিয়ে মানুষ কিছু পাগলামি করে। কিন্তু, তাদের কেইউ পাগল নয়।

এখানে বিষয়টি হলো : বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষেরা, যারা বিভিন্ন পিতামাতার মাধ্যমে বেড়ে উঠেছেন, যারা বিভিন্ন আয়-উপার্জন করেছেন এবং বিভিন্ন মূল্যবোধের অধিকারী হয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জন্মগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন প্রণোদনা এবং বিভিন্ন ডিগ্রিসহ বিভিন্ন চাকরির বাজারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন; তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং শিক্ষা অত্যন্ত স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক বিশ্ব কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে প্রত্যেকেরই নিজস্ব অনন্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনি যা শিখছেন, তার চেয়ে আপনি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন, তা আরো বেশি আকর্ষণীয়।

তাই আমরা সবাই—আপনি, আমি, প্রত্যেকেই মানুষ থেকে মানুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থ কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে ভিন্ন। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করি। আপনার কাছে যা পাগলামি বলে মনে হয়, তা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হতে পারে। যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন ঝুঁকি এবং পুরষ্কারের বিষয়টিকে এমনভাবে ভাববে, যেভাবে একজন ধনী ব্যাংকারের সন্তান শত চেষ্টা করেও ভাবতে পারবে । যখন মুদ্রাস্ফীতি বেশি ছিল, তখন এমন পরিবেশে যেই ব্যক্তি বড়

হয়েছেন, তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা স্থিতিশীল মূল্যের পরিবেশে বেড়ে ওঠা ব্যক্তির তুলনায় স্বতন্ত্র হবে। মহা মন্দার সময় যেই স্টক ব্রোকার সবকিছু হারিয়েছেন, তার অনুভব ১৯৯০-এর দশকের প্রযুক্তি কর্মীর অনুভব থেকে ভিন্ন হবে। যেই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ৩০ বছর ধরে কোনো মহা মন্দা দেখেননি, তিনি এমন কিছু অনুভব করবেন, যা কোনো আমেরিকান নাগরিক কখনো অনুভব করতে পারবেন না।

এভাবে চিন্তার পার্থক্য চলমান-অভিজ্ঞতার তালিকা অন্তহীন।

আপনি অর্থনীতি সম্পর্কে এমন কিছু জানেন, যা আমি জানি না এবং এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। আপনি আমার থেকে ভিন্ন লেভের আত্মবিশ্বাস, লক্ষ্য এবং পূর্বাভাস নিয়ে জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হন। এর কারণ এই নয় যে, আমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের তুলনায় বেশি স্মার্ট, একজন অন্যজনের তুলনায় অধিক তথ্য জানেন। এর কারণ আমাদের জীবনযাপনের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা; জীবনধারণের ভিন্নতর প্রেক্ষাপট। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশ্ব অর্থনীতিতে যা ঘটছে, তার তুলনায় ০.০০০০০০০১%। তবে, আপনি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সেটে বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে কাজ করে বলে মনে করেন, তা ৮০% সত্য হতে পারে। তাই, আপনার সমানুপাতিক বুদ্ধিমান যেকোনো ব্যক্তি -

১. কীভাবে এবং কেন অর্থনৈতিক মন্দা ঘটতে পারে?

২. কীভাবে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত?

৩. আপনার কী অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত?

৪. আপনার কতোটা ঝুঁকি বহন করা উচিত? ইত্যাদি প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করতে পারে।

ফ্রেডেরিক লুইস অ্যালেন তার '১৯৩০-এর দশকের আমেরিকা'নামক বইয়ে লিখেছেন যে, মহামন্দা লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদেরকে মানসিকভাবে তাদের বাকি জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে প্রশিক্ষণ

দিয়েছে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা ছিল। জন, এফ কেনেডি যখন পঁচিশ বছর পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন তাকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি পূর্বেকার পরাজয়ের বিষন্নতা থেকে কী মনে রেখেছেন?

তিনি মন্তব্য করেন : বিষন্নতা থেকে আমার কোনো ইতিবাচক জ্ঞান অর্জন হয়নি। আমার পরিবার অত্যন্ত বিত্তশালী ছিল এবং আমার পরাজয়ের পরও আমার পিতা-মাতার সম্পদ আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। আমাদের বাড়ির আয়তন আরো বাড়ানো হয়, আমাদের আরো চাকর নিযুক্ত করা হয়, আমরা আরো বেশি পরিভ্রমণে বের হতাম।

আমি সরাসরি দেখেছি যে, আমার বাবা কয়েকজন অতিরিক্ত উদ্যান পালক নিয়োগ করতেন শুধুমাত্র তাদের একটি কাজ দেওয়ার জন্য; যাতে তারা খেতে পারে এবং সার্ভাইব করতে পারে। আমি হার্ভার্ডে হতাশা সম্পর্কিত একাডেমিক বই পাঠ করার পূর্ব পর্যন্ত, সত্যিকার অর্থে হতাশাজনক অনুভবের বিষয়টি বুঝতাম না।

১৯৬০ সালের নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকার বিষয়টি প্রধান পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত ছিল। মানুষেরা অতীতে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে কীভাবে ভেবেছিল? আগামী প্রজন্মের জন্য করণীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বোঝেন না, এমন কাউকে কি নির্বাচিত করে অর্থনীতির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে? মহা মন্দার সময় সবকিছু হারানোর গল্প কেমন ছিল, তা আমি পড়ার মাধ্যমে জানতে পারি। তবে যারা বাস্তবে এটি অনুভব করেছেন, তাদের মানসিক দাগ আমি অনুভব করতে পারি না। যে ব্যক্তি মহা মন্দার সময় জীবন অতিবাহিত করেছে, সে বুঝতে পারে না কেন আমার মতো ব্যক্তি স্টকের মতো বৃহৎ কোম্পানির মালিকানা লাভ করার পরও আত্মতুষ্টির অভাবে ভোগে।

আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন লেন্সের মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখি। স্প্রেডশিট স্টক মার্কেট পতনের ফ্রিকোয়েন্সি মডেল হতে পারে।কিন্তু

আপনার বাড়িতে আসার অনুভূতি, আপনার বাচ্চাদের দিকে তাকানোর অনুভূতি এবং আপনার ভাবনা যে, আপনি এমন কোনো ভুল করছেন কিনা, যা আপনার বাচ্চাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে; এমন ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোকে আপনি কোনো মডেল আকারে উপস্থাপন করতে পারেন না।

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আপনি অভিজ্ঞতামূলক কিছু বিষয়ে জানতে পারবেন। কিন্তু যতোক্ষণ না আপনি ইতিহাসের কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে এমন ঘটনার পরিণতি অনুভব করছেন; ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার অর্থনৈতিক আচরণ পরিবর্তন করতে পারবেন না। আমরা সবাই মনে করি, বৈশ্বিক অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে, তা আমরা জানি। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই আমরা সকলেই বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি ছোট অংশ, কিংবা ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপট অনুভব করতে পারি; সামষ্টিক অংশ নয়।

যেমন প্রখ্যাত বিনিয়োগকারী মাইকেল ব্যাটনিক বলেছেন—"কিছু পাঠ বোঝার আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আমরা সবাই বিভিন্ন উপায়ে এমন সত্যের শিকার।

২০০৬ সালে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চের অর্থনীতিবিদ উলরিক মালমেন্ডিয়ার এবং স্টেফান নাগেল, আমেরিকার বিগত ৫০ বছর সময়ের উপর সার্ভে অফ কনজিউমার ফাইন্যান্স নামক প্রজেক্টের মাধ্যমে আমেরিকানরা তাদের অর্থ দিয়ে কী করে, তার একটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

সেই সময়ে তাদের কাছে উপলব্ধি বিনিয়োগের বিকল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষ যা করে, তা প্রতীয়মান হয়নি। অর্থনীতিবিদরা দেখেছেন যে, একজন মানুষের জীবনকালের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো তার নিজস্ব প্রজন্মের অভিজ্ঞতার সাথে প্রবলভাবে সম্পৃক্ত বিশেষ করে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতাগুলো। আপনি যদি মুদ্রাস্ফীতি বেশি হওয়ার সময় বড় হয়ে

থাকেন, তাহলে আপনি যখন মুদ্রাস্ফীতি কম ছিল, তখন যারা বড় হয়েছেন, তাদের তুলনায় পরবর্তী জীবনে, বন্ডে আপনার অর্থ কম বিনিয়োগ করিবেন। আপনি যদি বড় হয়ে থাকেন, এমন সময়ে যখন স্টক মার্কেট শক্তিশালী ছিল, তাহলে আপনি আপনার পরবর্তী জীবনে অধিকাংশ অর্থ স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করবেন; যারা স্টক দুর্বল হওয়ার সময় বড় হয়েছেন, তাদের তুলনায় আপনি বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন। অর্থনীতিবিদরা লিখেছেন: "আমাদের অনুসন্ধানগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি বহন করার ইচ্ছা ব্যক্তিগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি কিংবা শিক্ষা কিংবা পরিশীলতা নয়।

আপনি কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তার মূলে রয়েছে। আপনার ভাগ্য। দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকা ২০১৯ সালে একটি বিখ্যাত বন্ড কোম্পানির ম্যানেজার বিল গ্রস—এর সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এস স্বীকার করেন যে, তিনি সম্ভবত আজ যেখানে রয়েছেন, সেখানে থাকতেন না, যদি তিনি এক দশক আগে বা পরে জন্মাতেন। এ ধরনের জিনিস শুধুমাত্র আপনার সামনে আসা সুযোগগুলোকে প্রভাবিত করে না; যখন এগুলো আপনার নিকট উপস্থাপন করা হয়, তখন এই সুযোগগুলো সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন, তাও প্রভাবিত হয়। গ্রসের নিকট বন্ড একটি সম্পদ তৈরির মেশিন ছিল। তার পিতার প্রজন্মের নিকট, যারা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এবং সহ্য করেছেন; বন্ডে বিনিয়োগ করার অর্থ তাদের সম্পদ জ্বালিয়ে দেওয়া। মানুষেরা কীভাবে অর্থের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তার প্রেক্ষাপটগত পার্থক্যগুলো তুচ্ছ নয়; এমনকি যাদের আপনি মনে করতে পারেন, একই রকম প্রেক্ষাপটের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের মধ্যেও প্রেক্ষাপটগত বেশ পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

এ আপনি যদি ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে মুদ্রাস্ফীতির। বিষয়টি সামঞ্জস্যশীল করা হবে, আপনার কিশোর বয়সে এবং ২০-এর দশকে। এটি একটি আশ্চর্যজনক প্রত্যাবর্তন। আপনি যদি ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে আপনার কিশোর বয়সে এবং ২০-এর দশকে বাজার মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।
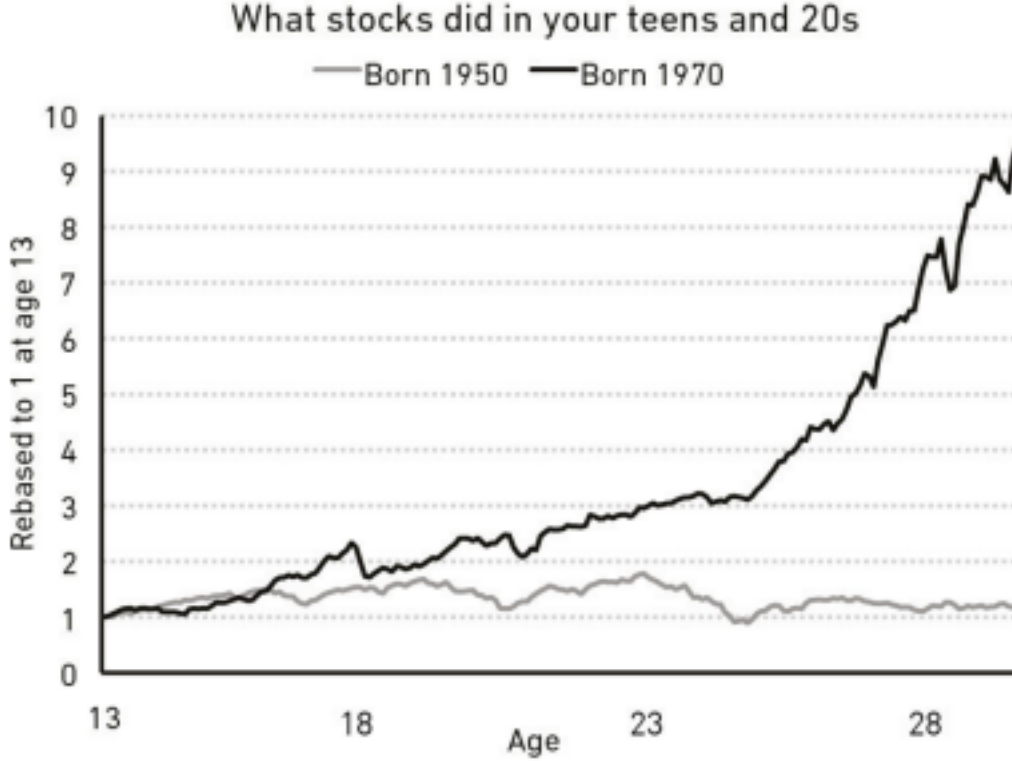
এই দুই গ্রুপের মানুষ তাদের জন্মের বছরের ভিত্তিতে সুযোগের দিক থেকে বিভক্ত; এরা শেয়ার বাজার কিংবা মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনযাপন করেন। আপনি যদি ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন, আপনার কিশোর বয়সে এবং ২০-এর দশকে মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্যশীল হবেআপনি আপনার কৈশোর বয়স থেকেই অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি মজবুত করছেন—এতদিনে বাজারে দ্রব্যের মূল্য তিন গুণেরও থেকেও বেশি বেড়েছে। আপনার মনে থাকবে, গ্যাসের লাইন পাওয়া এবং গ্যাসের বিল পরিশোধ করা কতোটা ব্যয়বহুল ছিল।
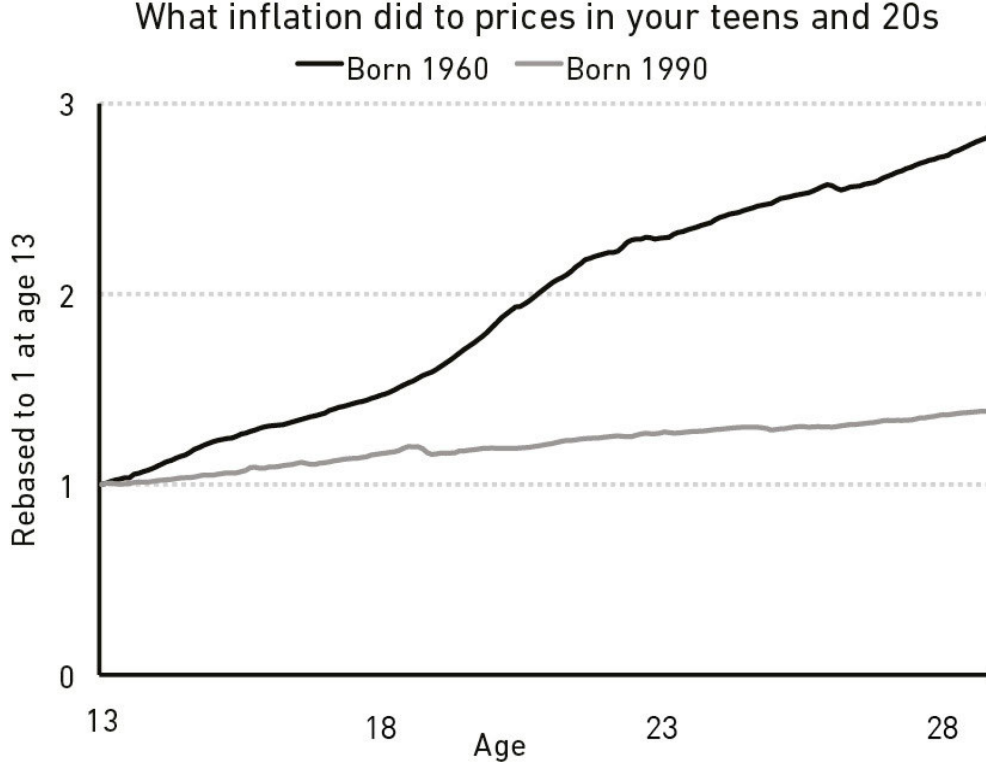
কিন্তু আপনি যদি ১৯৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সারা জীবনব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির হার এতোটাই কম থাকবে যে, সম্ভবত আপনি অনুভবই করতে পারবেন না। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসের হিসাব মোতাবেক আমেরিকা দেশব্যাপী বেকারত্ব হার ছিল প্রায় ১০%। কিন্তু ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সি আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের বেকারত্বের হার ছিল ৪৯%।

কলেজ ডিগ্রিসহ ৪৫ বছরেরও বেশি বয়সি ককেশীয় মহিলাদের বেকারত্বের হার ছিল ৪%। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি এবং জাপানের স্থানীয় স্টক মার্কেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পুরো অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যুদ্ধ শেষে, জার্মান খামারগুলোতে শুধুমাত্র দেশের নাগরিকদের জন্য দৈনিক ১,০০০ ক্যালোরিসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন করা হয়। এটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুলনা করুন, যেখানে স্টক মার্কেট ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের শেষ পর্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতি প্রায় দুই দশকের মধ্যে

সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। কারও আশা করা উচিত নয় যে, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বাকি জীবনে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। অথবা শেয়ার বাজার কিংবা বেকারত্ব কিংবা সাধারণভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। কারও আশা করা উচিত নয় যে, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সেটে একই রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। কারও অনুমান করা উচিত নয় যে, এরা একই লেভেলের প্রণোদনা পেয়েছে ।

কোনটি গুরুত্বপূর্ণ? কোনটির মূল্য বেশি? পরবর্তীতে কী ঘটতে চলেছে? ভবিষ্যতের জন্য সেরা পথটি কী হতে পারে, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাদের একমত পোষণ করার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। অর্থ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন জগতের প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছে। অর্থনীতিসংক্রান্ত বিষয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি একদল লোকের নিকট আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে; কিন্তু তা অন্যদের নিকট নিখুঁত অর্থবোধ মতামত হিসেবে গণ্য হতে পারে। কয়েক বছর আগে, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা তাইওয়ানের বিশাল ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি ফক্সকনের কারখানার কাজের পরিবেশ নিয়ে একটি স্টোরি প্রকাশ করে। কারাখানাটির কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিক ব্যবস্থাপনার অবস্থা প্রায়ই নৃশংসতম লেভেলের ছিল। পাঠকরা স্টোরিটি পাঠ করে মর্মাহত হন। তবে গল্পটির একটি আকর্ষণীয় প্রতিক্রিয়া এসেছে একজন চীনা শ্রমিকের ভাগ্নের কাছ থেকে, যিনি মন্তব্য বিভাগে লিখেছেন: আমার uncle আমেরিকাতে একটি কারখানাতে অত্যন্ত গরম পরিবেশে কয়েক বছর যাবৎ কাজ করেন। এমন পরিবেশে তার জন্য কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। যেখানে কর্মঘণ্টা দীর্ঘ, মজুরির পরিমাণ কম; কাজের পরিবেশের অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। আপনি কী জানেন যে, আমার খালা এই কারখানাগুলোতে কাজ করার পূর্বে কী করতেন? তিনি একজন পতিতা ছিলেন। তার আগের জীবনধারার তুলনায় বর্তমানে কারখানাতে অত্যন্ত গরম পরিবেশে কাজ করার সুযোগ আমার মতে তার দিক থেকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আমি জানি যে, বরং

আমার uncle কয়েক ডলার মজুরির বিনিময়ে একজন পুঁজিবাদী কারখানার মালিক দ্বারা শোষিত হবেন। শ্রমিকদের প্রতি এমন শোষণ নিপীড়নের তুলনায়তার জন্য অনেক পুরুষের পেনিসের আঘাত অধিক শ্রেয়। এজন্য আমি অনেক আমেরিকানদের চিন্তাধারা এবং মতাদর্শে বিরক্ত। পশ্চিমাদের মতো একই ধরনের সুযোগ আমাদের জন্য নেই। আমাদের সরকারি অবকাঠামোগত ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। আমাদের দেশটি আমেরিকার তুলনায় আলাদা। তবে, হ্যাঁ , আমাদের দেশেও কারখানাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু শুধুমাত্র আপনি যখন আমেরিকান কারখানার চাকরির সাথে, আমাদের দেশের কারখানাগুলোর চাকরির তুলনা করবেন, তখন পার্থক্যটা আপনার নিকট দৃশ্যমান হবে।

আমি জানি না এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কী করতে হবে? আমার মনের একাংশ তর্ক করতে চায়, আবার একাংশ যেকোনো বিষয় বুঝতে চায়। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভিন্ন অভিজ্ঞতা, একজন ব্যক্তিকে বিষয়গুলোর প্রতি ব্যাপকভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যায়; যেখানে এক পক্ষ স্বজ্ঞাতে একটি বিষয়কে কালো মনে করেন, অথচ অন্য পক্ষ বিষয়টিকে সাদা মনে করেন। এই মুহূর্তে একজন অর্থনীতিবীদের নিকট মজুত থাকা তথ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে কাজ করে, তার অনন্য মানসিক মডেলে এটি প্লাগ করার মাধ্যমে; অর্থনীতি বিষয়ে এমন ব্যক্তিদের নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তই ন্যায়সংগত হবে। যারা ভুল সিদ্ধান্ত নিবে তাদের প্রাপ্ত তথ্য মিথ্যে হতে পারে। তাদের কাছে অসম্পূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। তারা গণিতে খারাপ হতে পারে। সস্তা মার্কেটিং করেই তাদেরকে যেকোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে রাজি করানো যায়। তারা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সে বিষয়ে তাদের কোনো বাস্তবিক ধারণা নাও থাকতে পারে। তারা তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারেন। এমন ব্যক্তিরা কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কিন্তু

একজন সঠিক ব্যক্তি প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত নেয়, সেই মুহর্তে যখন আর্থিক সমীক্ষা তার নিকট বোধগম্য হয় এবং তার অর্থনৈতিক সমীক্ষা বাক্সগুলো চেক করার পর, তার নিকট এমন সিদ্ধান্ত যৌক্তিক মনে হয়, তারা কী করছে এবং কেন তারা এমনটি করছে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের যৌক্তিকতার জন্য একটি কারণ খুঁজে বের করে এবং এ কারণটি তাদের নিজস্ব অনন্য অভিজ্ঞতার দ্বারা রূপায়িত করা হয়। একটি সাধারণ উদাহরণের কথা বিবেচনা করুন: যেমন লটারির টিকিট। আমেরিকানরা অন্যান্য দেশের মানুষদের তুলনায় মুভি দেখা, ভিডিও গেম খেলা, মিউজিক বাজানো, খেলাধুলার ইভেন্টে অংশ নেওয়া এবং বই ক্রয় করার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ অর্থ খরচ করে। তারা কেন। এমনটি করে? যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বেশিরভাগ জনগণই দরিদ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বনিম্ন আয়ের পরিবারগুলো বছরে গড়ে ৪১২ ডলার লটারি টিকেট ক্রয়ে ব্যয় করে; যা সর্বোচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠীদের তুলনায় চারগুণ বেশি খরচ। চল্লিশ শতাংশ আমেরিকানরা জরুরি অবস্থায় ৪০০ ডলারের আনজাম দিতে পারে না। এটি আমার কাছে। পাগলামি বলে মনে হয়। এটি সম্ভবত আপনার কাছেও পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি নিম্ন আয়ের দলে নই। সম্ভবত আপনিও নিম। আয়ের দলভুক্ত নন। তাই কম আয়ের লটারি টিকিট ক্রেতাদের অবচেতন যুক্তি স্বজ্ঞাতভাবে উপলব্ধি করা আমাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন।

একটু কিছুক্ষণ নীরবে ভাবুন এবং আপনি কল্পনা করুন যে, এমনটি কেন হচ্ছে : কেন আমরা পে-চেক টু পে-চেক জীবনযাপন করি এবং সঞ্চয় করা আমাদের নাগালের বাইরে বলে মনে হয়? অনেক বেশি মজুরি লাভের সম্ভাবনা আমাদের নাগালের বাইরে বলে মনে হচ্ছে। আমরা অবকাশকালীন সময় কাটানো, নতুন গাড়ি ক্রয় করা, স্বাস্থ্য বিমা করা; ইত্যাদি সুবিধাগুলো কেন বহন করতে পারি না? ব্যংক ঋণ ছাড়া আমরা আমাদের বাচ্চাদের কলেজে ভর্তি করাতে পারি না।

আপনারা যারা ফিনান্স বই পড়েন, তাদের বেশিরভাগেরই হয় এখনই অনেক সম্পদ আছে, কিংবা ভবিষ্যতে অধিক সম্পদ পাওয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু আমাদের তা নেই। একটি লটারির টিকিট ক্রয় করা এবং জেতা আমাদের অনেকের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, যেই স্বপ্ন আপনাদের অনেকের জীবনে ইতোমধ্যেই হয়তো অর্জিত হয়েছে। আমরা এমন ভালো জিনিস পাওয়ার জন্য কিংবা অর্জন করার জন্য হয়তোবা একটি বাস্তবসম্মত স্বপ্ন ধরে রাখতে পারি। আমরা একটি স্বপ্ন অর্জনের জন্য অর্থ জমা করি এবং আপনি এটি হয়তো বুঝতে পারবেন না , কারণ আপনি ইতোমধ্যেই একটি স্বপ্নে বাস করছেন। তাই আমরা আপনার চেয়ে বেশি লটারির টিকিট কিনি। আপনাকে আমাদের যুক্তির সাথে একমত হতে হবে না। আপনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন না, হয়তো বা লটারির টিকিট কেনা এখনো একটি খারাপ ধারণী। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, কেন লটারির টিকিট বিক্রি অব্যাহত থাকে। আপনি যা করছেন, হয়তো তা অন্যদের নিকট পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, কেন আপনি এমনটি করছেন? আমাদের অনেক আর্থিক সিদ্ধান্তের মূল কারণ উন্মোচন করা যায় না। খুব কম লোকই স্প্রেডশিট দিয়ে বিশুদ্ধভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেয়, কিংবা নিতে পারে। তারা রাতের খাবার টেবিলে কিংবা একটি কোম্পানির বোর্ড মিটিং-এ তাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এমন একটি জায়গায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে পণ্যের ইতিহাস, প্রত্যেকের নিজস্ব অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি, বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং অদ্ভুত অর্থনৈতিক উদ্দীপনাগুলোকে একত্রিত করে এমন একটি আখ্যান তৈরি করা হয়, যা আপনার জন্য উপকারী নাও হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে যে, কেন অর্থের সিদ্ধান্তগুলো এতো কঠিন হয় এবং কেন এতো অসদাচরণ হয়? আর তা হলো, এ বিষয়টি কতোটা নতুন তা শনাক্ত করা।

মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় অতি প্রাচীনকাল থেকেই। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে লিডিয়ার রাজা আলিয়াটস, বর্তমান তুরস্কের অংশ, প্রথম সরকারি মুদ্রার প্রচলন করেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু অর্থের সিদ্ধান্তের আধুনিক ভিত্তি সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ এমন ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা কার্যত শিশুসুলভ আচরণ করার মতো বলে মনে হয়। অবসর গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করুন। ২০১৮ সালের শেষের দিকে মার্কিন সরকারি অবসর গ্রহণ অ্যাকাউন্টে ২৭ ট্রিলিয়ন ডলার ছিল; যা সাধারণ বিনিয়োগকারীর সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বেশিরভাগ আমেরিকানরা তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চাকরি করেছিল। এটাই ছিল প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ৬৫ বছর বা তারও বেশি বয়সি পুরুষদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৫০%-এর উপরে ছিল।
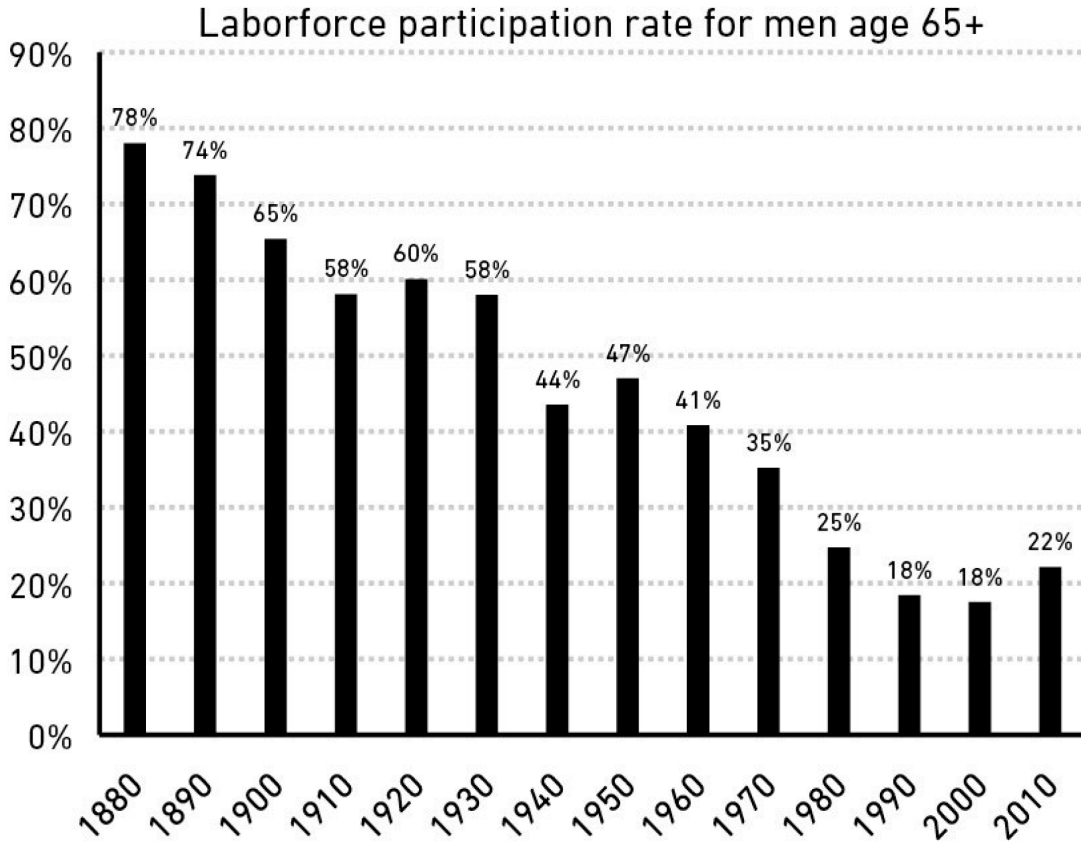
সঠিক পেনশন গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করুন। ১৯৪০ সালে আইডা মে ফুলার যখন প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা চেক ক্যাশ আউট করেন, তখন ডলারের পরিমাণ ছিল ২২:৫৪ বা ৪১৬ ডলার, যা মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য করা হয়।

১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্তদের জন্য গড় সামাজিক নিরাপত্তা চেক মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে প্রতি মাসে ১,০০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ৬৫ বছরের বেশি বয়সি আমেরিকানদের একচতুর্থাংশেরও বেশি ১৯৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী হিসেবে, সেন্সস ব্যুরো দ্বারা তালিকাভুক্ত করা হয়। 'প্রত্যেকের নাগরিকের জন্য ব্যক্তিগত পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়'—এমন সুযোগের যৌক্তিক কারণ ছিল। কিন্তু এটি অতিরঞ্জিত হয়েছে। এমপ্লয়ি বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ব্যাখ্যা করে যে, ১৯৭৫ সালে ৬৫ বছর বা তারও বেশি বয়সিদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশের পেনশন আয় ছিল।'

১৯৫৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লেখা হয় যে, সবাই সরকারের পেনশন স্কীম নিয়ে আলোচনাসমালোচনা করে, কিন্তু দৃশ্যত খুব কম লোকই এমন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত এমন ধারণা ছিল না যে, পেনশন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রাপ্য এবং সবার জন্য এমন সুযোগ থাকা উচিত; একটি মানসম্পন্ন পেনশন সুবিধা গ্রহণ করা সবার অধিকার। এমন মানসম্পন্ন পেনশন সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি প্রত্যাশা ছিল যে, প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব অর্থ সঞ্চয় করবে এবং বিনিয়োগ করবে। আমাকে এই ধারণাটি কতোটা প্রাচীন, তা পুনব্যক্ত করতে দিন: আমেরিকান নাগরিকদের পেনশন সঞ্চয় বাহন-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। রথ আই. আর. এ. ১৯৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেননি।

এমনটি জেনে অবাক হওয়া উচিত হবে না যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই অবসর গ্রহণের জন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের লেভেল খুবই খারাপ। আমরা পাগল নই। আমরা সবাই শুধু অভিজ্ঞতার দিক থেকে নতুন। কলেজের ক্ষেত্রেও তাই। স্নাতক ডিগ্রিসহ ২৫ বছরের বেশি বয়সি আমেরিকানদের মধ্যে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গড়ে ২০% চাকরি করার সুযোগ পেয়েছেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে ৪ জনের মধ্যে ১ জন চাকরি করার সুযোগ পেয়েছেন। সে সময়ের গড় কলেজ টিউশন ফি-এর তুলনায় বর্তমান টিউশন ফির পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় চারগুণ বেশি বেড়েছে। অর্থনীতেতে এতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, সিভিল সোসাইটি-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ২০ বছরে অনেক ছাত্র ঋণ নিয়ে খারাপ বিপাকে পড়েছে। এমনকি শেখার চেষ্টা করার জন্য তারা তাদের কয়েক দশকের সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা পরিস্থিতিকে আরো ত্বরান্বিত করছি। ৫০ বছরের কম বয়সিদের সূচক তহবিলের পরিণতি ঘটেছে। হেজ তহবিল, যা গত ২৫ বছর পর্যন্ত চালুই হয়নি। এমনকি ভোক্তা ঋণের ব্যাপক ব্যবহার-বন্ধক, ক্রেডিট কার্ড এবং গাড়ি ঋণদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি; যেখানে ব্যংকগুলো লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের ঋণ নেওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছে।

অধ্যায় ॥ ২

সৌভাগ্য এবং ঝুঁকি

সৌভাগ্য এবং ঝুঁকি পরস্পর ভাইবোনের মতো। তারা উভয়ই এমন বাস্তবতা অনুকরণ করে যে, জীবনের প্রতিটি ফলাফল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও অন্য অতিপ্রাকৃত শক্তি (ঈশ্বরের আশীর্বাদ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্কট গ্যালোওয়ের বিষয়টির উপর একটি ধারণা রয়েছে, যা সফলতার বিচার করার সময় মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—"আপনার নিজের এবং অন্যদের জন্য কোনো কিছুই অনেক ভালো কিংবা খারাপ নয়। একমাত্র বিল গেটস বিশ্বের এমন একটি হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন, যেখানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি করে কম্পিউটার ছিল। সিয়াটেল শহরের বাইরে লেকসাইড স্কুলে কীভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি করে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হয়, তার গল্পটি অসাধারণ।

বিল ডগাল ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার নৌবাহিনীর পাইলট; পরবর্তীতে একটি হাইস্কুলের গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া বই অধ্যয়ন করা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমরা যখন কলেজে উঠি, তখন কম্পিউটার সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার , তিনি প্রয়াত মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেনের স্মৃতিচারণ করেন।

১৯৬৮ সালে লেকসাইড স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক রমেজ সেল থেকে প্রাপ্ত আয়-প্রায় ৩,০০০ ডলার দিয়ে কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য জেনারেল ইলেকট্রিক মেইনফ্রেম টার্মিনালের সাথে ইজারা চুক্তির

আবেদন করে। সময় ভাগ করে নেওয়ার পুরো ধারণাটি শুধুমাত্র ১৯৬৫ সালে উদ্ভাবিত হয়-' গেটস মন্তব্য করেন।

বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক লেভেলেও অষ্টম শ্রেণিতে বিল গেটসের অ্যাক্সেসের মতো উন্নতমানের কম্পিউটার কোথাও ছিল না। ১৯৬৮ সালে গেটস ১৩ বছর বয়সে তার সহপাঠী পল অ্যালেনের সাথে । পরিচিত হন। অ্যালেনও স্কুলের কম্পিউটারের প্রতি আচ্ছন্ন ছিলেন এবং দুজনেই একসাথে কম্পিউটার নিয়ে গবেষণা করেন।লেকসাইড স্কুলে কম্পিউটার সাধারণ পাঠ্যক্রমের অংশ ছিল না। এটি একটি স্বতন্ত্র কোর্সের প্রোগ্রাম ছিল। বিল এবং পল তাদের অবসর সময়ে কম্পিউটার নিয়ে খেলতে পারতেন কিন্তু তা না করে, তারা তাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পান-স্কুল টাইমের পর, গভীর রাতে, সপ্তাহান্তে। তারা দ্রুত কম্পিউটিং বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। তাদের গভীর রাতের সেশন চলাকালে অ্যালেন গেটসকে ফরচুন ম্যাগাজিনের একটি রিপোর্ট দেখান—ফরচুন এ তালিকাভুক্ত বিশ্বের সেরা ৫০০টি কোম্পানি বলতে তুমি কী মনে করো? ‘গেসট বললেন, তার কোনো ধারণা নেই। হয়তো একদিন আমাদের নিজস্ব কম্পিউটার কোম্পানি থাকবে, গেটস বললেন। মাইক্রোসফটের এখন মূল্য এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

জাতিসংঘের মতে, ১৯৬৮ সালে বিশ্বে প্রায় ৩০৩ মিলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ১৮ মিলিয়ন গ্র্যাজুয়েটই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতো। তাদের মধ্যে প্রায় ২৭০,০০০ জন গ্র্যাজুয়েটই ওয়াশিংটন রাজ্যে বসবাস করতো। তাদের মধ্যে ১০০,০০০-এর একটু বেশি জন গ্র্যাজুয়েট সিয়াটল এলাকায় বসবাস করতো। তাদের মধ্যে মাত্র ৩০০ জন গ্র্যাজুয়েট লেকসাইড স্কুলে পড়ালেখা করেছে। ৩০৩ মিলিয়ন দিয়ে শুরু করুন, ৩০০ দিয়ে শেষ করুন। এক মিলিয়ন হাইস্কুল শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েশনে যোগদান করেছিল, যেখানে একটি কম্পিউটার কেনার জন্য নগদ টাকার অভাব ছিল। বিল গেটস তাদের মধ্যে একজন। এর অর্থ

কী, তা নিয়ে গেটস লজ্জিত নন। যদি লেকসাইড স্কুল না থাকতো, তাহলে মাইক্রোসফ্টও থাকতো না, তিনি ২০০৫ সালে স্কুলের স্নাতক ক্লাসে বললেন। গেটস আশ্চর্যজনকভাবে স্মার্ট, এমনকি আরো বেশি পরিশ্রমী এবং কিশোর বয়সে কম্পিউটারের প্রতি তার এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা এমনকি সবচেয়ে অভিজ্ঞ কম্পিউটার এক্সিকিউটিভদেরও ছিল না। তিনি লেকসাইডে স্কুলে গিয়ে এক মিলিয়ন মাথার মধ্যে একটি মাথা কম্পিউটারে মনোনিবেশ করেন। এখন আমি আপনাকে গেটসের বন্ধু কেন্ট ইভান্স সম্পর্কে বলি।

তিনি দুর্ভাগ্যের ঘনিষ্ঠ সহচর, তিনি ঝুঁকির সমানুপাতিক শক্তিশালী নেতিবাচক ডোজ অনুভব করেছেন। মাইক্রোসফটের সফলতার জন্য বিল গেটস এবং পল অ্যালেন পরিবারের সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লেকসাইড হাইস্কুল কম্পিউটার প্রডিজিদের এই গ্যাংয়ের তৃতীয় সদস্য ছিলেন কেন্ট ইভান্স। কেন্ট ইভান্স এবং বিল গেটস অষ্টম শ্রেণিতে সেরা বন্ধু হয়ে উঠেন।

গেটসের নিজের হিসাব মোতাবেক ইভান্স ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন। তারা দুজন ফোনে হাসিখুশির গল্প শেয়ার করতেন—গেটস ইনসাইড বইয়ে-বিলস ব্রেইন ডকুমেন্টারিতে উল্লেখ করেন। আমি এখনো কেন্টের ফোন নম্বর জানি, তিনি মন্তব্য করেন। ৫২৫-৭৮৫১ ইভান্স গেটস এবং অ্যালেনের মতো কম্পিউটারে দক্ষ ছিলেন। লেকসাইড স্কুল একবার ক্লাসের সময়সূচি ম্যানুয়ালি সমন্বিত করার জন্য শত শত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় ক্লাসগুলো পেতে, অন্যান্য কোর্সের সাথে সাংঘর্ষিক যাতে না হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিল এবং কেন্টকে বাচ্চাদের জন্য যে কোনো উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করার দায়িত্ব দেয়। তারা সফল হয়েছে। পল অ্যালেনের বিপরীতে কেন্ট তার ব্যবসায়িক মন এবং অন্তহীন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি শেয়ার করেন। গেটস স্মরণ করে বলেন—“কেন্টের কাছে সবসময় একজন আইনজীবীর ব্রিফকেসের মতো বড় একটি

ব্রিফকেস থাকতো। আমরা সবসময় ভবিষ্যতে পাঁচ বা ছয় বছর পর কী করবো, তা নিয়ে চক্রান্ত করতাম। আমাদেরকে কি কোম্পানির সিইও হতে হবে? আমাদের কী ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকতে পারে? আমাদেরকে কী জেনারেল হতে হবে? আমাদেরকে কী রাষ্ট্রদূত হতে হবে? যাই হোক না কেন, বিল এবং কেন্ট জানতো যে, তারা সফল হবে। কেন্টের সাথে তার বন্ধুত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পরে গেটস চলে যান।

'আমরা একসাথে কাজ করতাম, একসাথে পড়াশোনা করতাম। আমি নিশ্চিত আমরা একসাথে কলেজে যেতাম। কেন্ট, গেটস এবং অ্যালেনের সাথে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অংশীদার হতে পারতেন। কিন্তু এটি কখনই হবে না। কারণ, উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করার আগে কেন্ট একটি পর্বতারোহণ দুর্ঘটনায় মারা যান। প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন ডজন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়। হাইস্কুলে পড়ালেখা করা অবস্থায় পাহাড়ে নিহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় এক মিলিয়নে একজন। বিল গেটস লেকসাইড স্কুলে এসে এক মিলিয়ন ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন ভাগ্যবান হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কেন্ট ইভানস এবং গেটস যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তা শেষ করতে না পেরে এক মিলিয়নের মধ্যে একজন ঝুঁকির সম্মুখীন হন। একই শক্তি, একই মাত্রা, বিপরীত দিকে কাজ করে। ভাগ্য এবং ঝুঁকি উভয়ই এমন বাস্তবতা মেনে চলে যে, জীবনের প্রতিটি ফলাফল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াই অন্যান্য স্রষ্টার নির্দেশে পরিচালিত হয়। তারা এতোটাই একই রকম যে, আপনি অন্যটিকে সমানভাবে সম্মান না করে, একটিতে বিশ্বাস করতে পারবেন না। দুটি ঘটনা সমন্বিতভাবে ঘটে থাকে, কারণ বিশ্বে আপনার জন্য ১০০% কর্মের জন্য ১০০% ফলাফল অর্জন করা খুবই কঠিন হবে। ভাগ্য এবং ঝুঁকি প্রকৃতির একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় : আপনি সাত বিলিয়ন অন্যান্য লোকের অংশগ্রহণমূলক একটি খেলার একজন একক খেলোয়াড়।

আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরের ক্রিয়া কর্মগুলোর দুর্ঘটনাজনিত সম্ভাব্য প্রভাব আপনার সচেতন মনের হিসাব অনুপাতের থেকেও বেশি পরিণতিজনক হতে পারে। কিন্তু উভয় ঘটনার সম্ভাবনা পরিমাপ করা অনেক কঠিন; সম্ভাব্য ফলাফল গ্রহণ করা অনেক কঠিন। বিল গেটসের মতো অনেকের বন্ধুই কেন্ট ইভান্সের মতো প্রতিভাবান ছিলেন, যিনি বিল গেটসের মতোই দক্ষ ছিলেন, কিন্তু অল্পতেই জীবন হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

আপনি যদি ভাগ্য এবং ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে, মানুষের আর্থিক সফলতা বিচার করার সময় আপনার নিজের এবং অন্যদের উভয়ই কখনই চূড়ান্ত ভালো কিংবা খারাপ নয়। কয়েক বছর আগে আমি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট শিলারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি বিনিয়োগ সম্পর্কে এমন কি জানতে চান, যা আমরা জানতে পারি না? সফল ফলাফল লাভে সৌভাগ্যের সঠিক ভূমিকা', তিনি উত্তর বলেন। আমি তার এমন মন্তব্যটি পছন্দ করি, কারণ কেউই আসলে মনে করে যে, আর্থিক সফলতা লাভে ভাগ্যের ভূমিকা নেই। কিন্তু যেহেতু ভাগ্যের লেভেল পরিমাপ করা অনেক কঠিন, তাই ডিফল্ট অবস্থানকে প্রায়শই ব্যর্থতার একটি কারণ হিসাবে ভাগ্যকে উপেক্ষা করা হয়। আমি যদি বলি, 'বিশ্বে এক বিলিয়ন বিনিয়োগকারী আছে। নিছক দৈবক্রমে, আপনি কি আশা করবেন যে, তাদের মধ্যে ১০ জন প্রধাণত ভাগ্যের কারণে বিলিয়নিয়ার হয়েছেন? আপনি উত্তর দেবেন, অবশ্যই না'। তারপর, যদি আমি আপনাকে সেই বিনিয়োগকারীদের নাম বলতে বলি—আপনি সম্ভবত বলতে পারবেন না। অন্যদের বিচার বিশ্লেষণ করার সময়, ভাগ্যকে সফলতার জন্য দায়ী করার অর্থ আপনি অন্যদের সফলতায় ঈর্ষান্বিত; আমরা জানি যে, অন্যদের সফলতার পিছনে তাদের কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। আপনি নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করার সময়, ভাগ্যের জন্য সফলতাকে দায়ী করার অর্থ

আপনি আপনার সফলতা নিয়ে খুব হতাশ। অর্থনীতিবিদ ভয় মজুমদার তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, একই পরিবারের ভাইদের মধ্যে আয়, উচ্চতা কিংবা ওজনের বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আপনি যদি ধনী এবং লম্বা হন, তাহলে আপনার ভাইয়ের লম্বা হওয়ার চেয়ে ধনী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই স্বজ্ঞাতে জানেন যে, একজন ব্যক্তির শিক্ষার গুণমান এবং ক্যারিয়ারের দরজাগুলো তার পিতামাতার আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত। ব্যর্থতা দেউলিয়া হওয়া থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণে অক্ষমতা হতে পারে সমানুপাতিকভাবে সময় এবং মেধার অপব্যবহারের ফলে হতে পারে। ব্যবসায়িক ব্যর্থতার মানে যথেষ্ট মজবুতভাবে চেষ্টা করা হয়নি? খারাপ বিনিয়োগের অর্থ যথেষ্ট ভালো, বিকল্প আইডিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা করা হয়নি? পথভ্রষ্ট ক্যারিয়ার কী অলসতার কারণে হতে পারে? কখনো কখনো হা। অবশ্যই। কিন্তু কতোজনের ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে? এটি জানা খুব কঠিন।

অনুকরণ করা মূল্যবান সবকিছুরই সফল হওয়ার ১০০% এরও কম সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি যখন এমন সমীকরণের দুর্ভাগ্যজনক ফলাফলের পরিণত হন, তখন আপনার জীবনে ঝুঁকিটিই ঘটে। ভাগ্যের মতোই, স্টোরিটা খুব কঠিন, খুব অগোছালো, খুব জটিল হয়ে যায়; যদি আমরা আলাদা করার চেষ্টা করি; যে কতোটা ঝুঁকির বিপরীতে একটি সঠিক সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।।

ধরুন যে, আমি একটি স্টক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলাম এবং পাঁচ বছর পরও কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়নি। এটি সম্ভব হতে পারে যে, আমার প্রথমেই বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। এটাও সম্ভব যে, আমি একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেখানে অর্থ উপার্জনের ৮০% সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু আমি হতভাগা ২০% এর তালিকাভুক্ত ছিলাম। আমি কীভাবে জানি যে, কোনটি সঠিক? আমি ভুল করছি নাকি আমি

ঝুঁকির বাস্তবতা অনুভব করেছি? কিছু সিদ্ধান্ত যৌক্তিক এবং বুদ্ধিমান ছিল কিনা, তা পরিসংখ্যানগতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব জগতে প্রতিদিন আমরা যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তা পরিমাপ করা যায় না।

এটি অনেক কঠিন কাজ। আমরা সহজ গল্প পছন্দ করি, যা সহজ কিন্তু প্রায়শই শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত। বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়িক নেতাদের আশেপাশে কয়েক বছর কাটানোর পর আমি বুঝতে পেরেছি যে—একজন ব্যক্তি অন্য কারো ব্যর্থতার জন্য সাধারণত খারাপ সিদ্ধান্তকে দায়ী করেন, যেখানে এমন ব্যক্তি তার নিজের ব্যর্থতাগুলোর জন্য সাধারণত ঝুঁকি এবং দুর্ভাগ্যকে দায়ী করেন। আপনার ব্যর্থতা বিচার করার সময় আমি সম্ভবত কারণ এবং ফলাফলের একটি পরিষ্কার ও সাধারণ ভিত্তিনির্বাচন করবো। আপনাকে এমন একজন ব্যক্তির আরেকটি গল্প বলি, যিনি বিল গেটসের মতোই অত্যন্ত সফল, কিন্তু তার সফলতা তার ভাগ্য কিংবা দক্ষতার কারণে হয়েছে বলে কোনো চিহ্ন পাওয়া অনেক কঠিন; আজো এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার নাম কর্নেলিয়াস ভ্যান্ডারবিল্ট।

কর্নেলিয়াস ভ্যান্ডারবিল্ট তার রেলপথ নির্মাণ ব্যবসার সাম্রাজ্য প্রসারিত করার জন্য ব্যবসায়িক চুক্তির একটি সিরিজ শেষ করেন। একজন ব্যবসায়িক উপদেষ্টা ভ্যান্ডারবিল্টকে অবহিত করেন যে, প্রতিটি লেনদেনে তিনি আইন ভঙ্গ করতে রাজি হয়েছেন। মাই গড! ভ্যান্ডারবিল্ট বললেন, আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি নিউইয়র্ক স্টেটের আইন অনুসারে রেলপথ চালাতে পারেন না ? এটি পড়ার সময় আমার প্রাথমিক চিন্তা ছিল: এমন মনোভাবের কারণেই তিনি এতো সফল ছিলেন। ভ্যান্ডারবিল্টের দিনে আইনে বৈধভাবে রেলপথের ব্যবসা ছিল না। ভ্যান্ডারবিল্ট অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ব্যবসায়িক সফলতার মাত্রা লোভনীয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উদ্যোক্তা হিসেবে স্পষ্ট অপরাধমূলক কোনো ব্যবসায়িক কাজের সুপারিশ করবেন না।

আপনি খুব সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, ভ্যান্ডারকি সফলতার গল্পটি অনেকটাই ভিন্ন ছিল, যেখানে একজন অপরাধীর নবগঠিত কোম্পানি আদালতের আদেশে ভেঙে পড়েছে, সেখানে বেআইনি কাজ করা সত্ত্বেও ভ্যান্ডারবিল্টের কোম্পানি অত্যন্ত সফল ছিল।

আপনি ভ্যান্ডারবিল্টের প্রশংসা করতে পারেন, আইন উপেক্ষা করা সত্ত্বেও সফল হওয়ার জন্য ঠিক একইভাবে আপনি এধরনের সমালোচনা করতে পারেন। সম্ভবত একজন আইনের হাত এড়িয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছেন, যেখানে অন্যজন নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী রকফেলারের গল্পও একই রকম ছিল। তার ঘন ঘন আইন লঙ্ঘন করার ঘটনায় একজন বিচারক একবার তার কোম্পানিকে 'একজন সাধারণ চোরের চেয়েও খারাপ বলে অভিহিত করেন প্রায়শই ইতিহাসবিদরা তাকে ধূর্ত ব্যবসায়িক স্মার্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করেছেন। হয়তো তিনি সত্যিকার অর্থে এমনটিই ছিলেন।।

আপনি-রকফেলার একজন মেধাবী ছিলেন, তার সাফল্য থেকে বিষয়টি শেখার চেষ্টা করুন। আবার, রকফেলার একজন অপরাধী ছিলেন, তার ব্যবসায়িক ব্যর্থতা থেকে বিষয়টি শেখার চেষ্টা করুন। বেঞ্জামিন গ্রাহাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজন; যিনি মূল্যভিত্তিক বিনিয়োগের জনক এবং ওয়ারেন বাফেটের প্রাথমিক পরামর্শদাতা হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু বেঞ্জামিন গ্রাহামের বিনিয়োগ সফলতা লাভের পিছনে সিংহভাগ কারণ ছিল তার গেইকো স্টকের একটি বিশাল অংশের মালিকানা লাভের বিষয়। গ্রাহাম নিজেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

এখানে একজন সাহসী এবং বেপরোয়া উদ্যোক্তার মধ্যকার পার্থক্য কী?

আমি জানি না, গ্রাহাম তার 'গেইকো কোম্পানি সম্পর্কে কী লিখেছেন:

'এটি তার জন্য সৌভাগ্যজনক কিংবা একটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সির্দ্ধান্ত

কিনা—আমরা কি এমন দুই ক্যাটারির লোকদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি? বাস্তবে, কাজটি এতো সহজ নয়। আমরা একইভাবে মনে করি, মার্ক জাকারবার্গ কর্তৃক ইয়াহু কোম্পানি বড় অফার প্রত্যাখ্যান করার ঘটনাটি তার জন্য প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ছিল। ২০০৬ সালে তার কোম্পানি কেনার জন্য ইয়াহু ৬১ বিলিয়ন ডলার অফার করে। মার্ক জাকারবাগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এবং তার এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভবান হন।

কিন্তু মানুষ Yahoo মাইক্রোসফ্ট-এর মতো বড় বড় কোম্পানি থেকে নিজের কোম্পানির মূল্যের তুলনায় বড় কোনো অফার পেলে,

উচিত হবে কোম্পানি গঠন না করে, নগদ ক্যাশ আউটসংক্রান্ত কোনো ব্যবসা করা!

এখানে উদ্যোক্তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কী? আমার এ বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, কারণ ঝুঁকি এবং ভাগ্যের বিষয়টি চিহ্নিত করা অনেক কঠিন কাজ। এমন বিষয়ের অনেক উদাহরণ তথা দৃষ্টান্ত রয়েছে। অগণিত ভাগ্য (কিংবা ঝুঁকি) ফলাফল লাভের জন্য ঋণী। ‘গ্রাহক সর্বদা সঠিক’ তবে গ্রাহকরা জানে না, তারা সত্যিকার অর্থে কী চান উভয় বিষয়ই ব্যবসায়িক জ্ঞানের গৃহীত নীতিমালার ও সূত্রের অংশ।

‘অনুপ্রেরণামূলকভাবে সাহসী’ এবং নির্বোধভাবে বেপরোয়া'-এর মধ্যে পার্থক্য রেখাটি এক মিলিমিটার সমপরিমাণ পুরু হতে পারে, কিংবা শুধুমাত্র সামান্য দৃশ্যমান হতে পারে। এটি সমাধান করার মতো কোনো সহজ সমস্যা নয়। ভাগ্য কী? দক্ষতা কী? এবং ঝুঁকি কী? তা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো, এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করার সীমিত পরিসর। অতএব, নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং কেস স্টাডিতে কম ফোকাস করুন এবং বিস্তৃত নিদর্শনগুলোতে আরো বেশি মনোযোগ দিন। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা

করা বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ আমরা এমন উদাহরণগুলোতে বিলিয়নিয়ার, সিইও কিংবা কোনো কোম্পানির চরম ব্যর্থতার দৃশ্যপট দেখি, যেগুলো অন্যান্য পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কম প্রযোজ্য হয়।।

ফলাফল যতো বেশি চরম হবে, ততোই এমন ফলালের শিক্ষামূলক পাঠগুলো আপনার নিজের জীবনে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা এবং প্রযোজ্যতা কম হবে। কারণ, ফলাফলটি ভাগ্য বা ঝুঁকির চরম প্রান্ত দ্বারা যতো বেশি প্রভাবিত হবে, ততোই অপ্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সফলতা এবং ব্যর্থতার বিস্তৃত নিদর্শন খোজার মাধ্যমে আপনি কার্যকর পদক্ষেপের নিকটবর্তী হবেন।।

প্যাটার্নটি যতো বেশি সাধারণ হবে, এটি আপনার জীবনে ততো বেশি প্রযোজ্য হবে। ওয়ারেন বাফেটের বিনিয়োগ সফলতার সমীকরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করা অনেক কঠিন, কারণ তার ফলাফলগুলো এতোটাই চরম যে, তার জীবদ্দশায় পারফরম্যান্সে ভাগ্যের ভূমিকা খুব বেশি ছিল। ভাগ্য এমন কিছু নয়, যার উপর আপনি নির্ভরযোগ্যভাবে অনুকরণ করতে পারেন। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করার মাধ্যমে, যেমনটি আমরা অধ্যায় ৭-এ দেখবো যে, মানুষেরা তাদের সময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তারা জীবনে সফল হতে পারে।

আমার প্রিয় ইতিহাসবিদ, ফ্রেডরিক লুইস অ্যালেন, মধ্যমপন্থি আমেরিকানদের জীবন চিত্রিত করে তার কর্মজীবন কাটিয়েছেন—তারা কীভাবে জীবনযাপন করে, কীভাবে তারা পরিবর্তিত হয়, তারা কাজ পাওয়ার জন্য কী করে? তারা রাতের খাবারে কী খায়? ইত্যাদি বিষয়াবলি।

বিল গেটস একবার মন্তব্য করেন—সফলতা হলো একজন খারাপ শিক্ষক। এটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এমন চিন্তায় প্ররোচিত করে যে, তাদেরকে জীবন সংগ্রামে পরাজিত হওয়া যাবে না।'

যখন জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে চলছে, তখন বুঝতে হবে যে, আপনি যতোটা ভাবছেন, ততোটা ভালো নয়। আপনি অজেয় নন এবং

যদি আপনি স্বীকার করেন যে, ভাগ্য আপনাকে সাফল্য এনে দিয়েছে, তাহলে আপনার নিজেকে সৌভাগ্যের চাচাত ভাই বিশ্বাস করতে হবে; যা আপনার জীবনের গল্পটিকে খুব দ্রুত ঘুরিয়ে দিবে।

কিন্তু অন্যদিকেও একই কথা সত্য—অর্থাৎ নেতিবাচক দিকেও একই কথা সত্য। ব্যর্থতা একজন খারাপ শিক্ষক হতে পারে, কারণ এটি বুদ্ধিমান লোকদের তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে ভয়ানকভাবে প্ররোচিত করে, যখন কখনো কখনো এগুলো কেবল ঝুঁকির ক্ষমাহীন বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। ব্যর্থতা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কৌশলটি হলো, আপনার আর্থিক জীবনকে এমনভাবে সাজানো, যাতে আপনার মাধ্যমে কোনো ভুল খাতে বিনিয়োগ করা না হয়। | তবে, আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এই যে, আমরা সফলতার ক্ষেত্রে ভাগ্যের ভূমিকাকে যতোটা চিনতে পারি, ঝুঁকির ভূমিকা ততোটা চিনতে পারি না। কোনো কিছুই ভালো কিংবা খারাপ হিসাবের মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য নয়। এখন দেখা যাক, দুই পুরুষের গল্প, যারা তাদের সৌভাগ্যকে ঠেলে দিয়েছেন।

অধ্যায় ॥ ৩

মানবজাতির প্রাপ্ত সম্পদ কখনো যথেষ্ট নয়

ভ্যান গার্ডের প্রতিষ্ঠাতা জে ওন বোগল, যিনি ২০১৯ সালে মারা যান। তিনি একবার অর্থ সম্পর্কে একটি গল্প শেয়ার করেন, যা এমন কিছু বিষয়কে হাইলাইট করে, যে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট চিন্তা করি না: শেল্টার আইল্যান্ডে একজন বিলিয়নিয়ারের দেওয়া একটি পার্টিতে, ভ্যানগার্ড তার বন্ধু, জে ওসেফ হেলারকে জানান যে, তাদের হোস্ট, একজন হেজফান্ড ম্যানেজার। হেলার তার জনপ্রিয় উপন্যাস ক্যাচ—২২ থেকে তার পুরো লেখনীগুলোর মধ্যে একদিনে সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেন। | আমি তার শব্দের সরল বাগ্মিতা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম দুটি কারণে:

প্রথমত :

কারণ আমাকে আমার নিজের জীবনে সফল হওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে এবং

দ্বিতীয়ত :

কারণ জে ওসেফ হেলার অনেক নিচ থেকে তার প্রতিভাগুণে আজকের জায়গায় উঠে এসেছেন। আমাদের সমাজের মধ্যে যারা আজকে অনেক ধনী এবং ক্ষমতাশালী, তাদের প্রয়োজনীয়তার নির্দিষ্ট কোনো সীমা-পরিসীমা নেই বলে মনে হয়।

আমি পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সন্তুষ্ট না থাকার নেতিবাচক ফলাফলের দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি এবং এমন ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে আলোচনা করবো। রজত গুপ্তা কলকাতায়

জন্মগ্রহণ করেন এবং কিশোর বয়সে অনাথ হন। গুপ্তা বেসবল স্টেডিয়ামও কখনো দেখতে পাননি। শুরু থেকে তিনি যা অর্জন করেছেন, তা ছিল তার প্রেক্ষাপটে অসাধারণ। ৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গুপ্তা বিশ্বের সবচেয়ে স্বনামধন্য কনসালটেন্সি ফার্ম ম্যাককিন্সির একজন সিইও ছিলেন। জাতিসংঘ এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে কাজ করার জন্য তিনি ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিল গেটসের সাথে জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পাঁচটি সরকারি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে বসেন। কলকাতার বস্তি থেকে জীবন শুরু হলেও গুপ্তা আক্ষরিক অর্থেই জীবিত থাকা অবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেন।

তার সফলতার পাশাপাশি প্রচুর সম্পদ অর্জিত হয়। ২০০৮ সাল নাগাদ গুপ্তার কোম্পানির মূল্য ৮ ১০০ মিলিয়ন ডলার ছিল। এতো টাকার উপর পাঁচ শতাংশ বার্ষিক রিটার্ন হিসাব করলে, তার প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ ডলার পরিমাণ অর্থ উপার্জন আসতো। সে জীবনে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতো। সে কখনো অ্যাকাউন্টে সমস্ত ডলার জমা রেখে, নিছক সেন্টা মিলিয়নিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। রজত গুপ্তা কোটিপতি হতে চেয়েছিলেন। গুপ্তা গোল্ডম্যান শ্যাক্সের পরিচালনা পর্ষদে বসেন, যেই কোম্পানিকে ঘিরে ছিল বিশ্বের কিছু ধনী বিনিয়োগকারীরা। একজন বিনিয়োগকারী, একজন প্রাইভেট ইকুইটি টাইকুনের বেতনের লেভেল উদ্ধৃত করে, গুপ্তাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: আমি মনে করি, তিনি সেই বৃত্তে থাকতে চান যা বিলিয়নিয়ারদের বৃত্ত, তাই না? গোল্ডম্যান কোম্পানি শত কোটি বিনিয়োগকারীদের বৃত্ত , তাই না? ঠিক।।

এভাবেই গুপ্তা সফলতা লাভের রাস্তা খুঁজে পান। ২০০৮ সালে, গোল্ডম্যান শ্যাক্স কোম্পানির আর্থিক সঙ্কটের সময় ওয়ারেন বাফেট কোম্পানিটিকে টিকে রাখার জন্য ৮ ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন।

গোল্ডম্যান কোম্পানি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নয়, বরং গুপ্তা এই লেনদেনের বিষয়ে জানতে পারেন জনসাধারণদের মুখ থেকে। এটি

তার জন্য মূল্যবান তথ্য ছিল। গোল্ডম্যান কোম্পানিরটিকে থাকা সন্দিহান ছিল এবং বাফেটের সমর্থন ঘোষণার ফলে কোম্পানির স্টকের মূল্য বৃদ্ধি পায়। চুক্তির কথা জানার ১৬ সেকেন্ড পর গুপ্তা গোল্ডম্যান কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে ডায়াল করলে, তার ফোন কেটে দেওয়া হয়। তারপর, গুপ্তা রাজ রাজারত্নম নামে একজন কোম্পানি শেয়ার অংশীদারকে ফোন করেন। তিনি কলটি রিসিভ করেননি, তবে রাজারত্নম ইতোমধ্যই Goldman Sachs-কোম্পানির ১৭৫,০০০টি শেয়ার ক্রয় করে ফেলেন। বাফেট গোল্ডম্যান চুক্তিটি সম্পাদনের কয়েক ঘণ্টা পর জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করা হয়। ফলে গোল্ডম্যান। কোম্পানির স্টকের মূল্য বৃদ্ধি পায়। রাজারহুম খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই $ ১ মিলিয়ন ডলার আয় করেন। এটি একটি কথিত প্রবণতার উদাহরণ মাত্র।

এস.ইসি, দাবি করে যে, গুপ্তার কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেওয়া পরামর্শগুলো ১৭ মিলিয়ন ডলার লভ্যাংশ অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কোম্পানিটি দেউলিয়া হয়, ফলে গ্রাহক/বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেন।

প্রসিকিউটরদের জন্য অপরাধ প্রমাণিত করে অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় এটি একটি সহজ মামলা ছিল। গুপ্তা এবং রাজারত্নম উভয়েই কোম্পানিতে বিনিয়োগের দায়ে কারাগারে অন্তরিণ হন। তাদের ক্যারিয়ার এবং খ্যাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

এবার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বার্নি ম্যাডফের একটি স্টোরি শেয়ার করা যাক। তার অপরাধ সবারই জানা। চার্লস পঞ্জির পর ম্যাডফ ছিলেন সবচেয়ে কুখ্যাত ‘পঞ্জি স্কিমার’-পঞ্জিস্কিম নামক কোম্পানির আর্থিক কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত। ম্যাডফ তার অপরাধ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দুই দশক আগে থেকেই বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করতেন— হাস্যকরভাবে গুপ্তার প্রতারণামূলক কার্যক্রম শুরু করার কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই, ম্যাডফ ও বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রতারণা করেন। তবে, যা লক্ষণীয় বিষয় তা হলো, গুপ্তার মতো ম্যাডফক্যরিয়ারের শুরুতে

প্রতারক ছিলেন না। পঞ্জি স্কিম কোম্পানি যা ম্যাডফকে বিখ্যাত করে তুলেছিল, তার আগে তিনি একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী ছিলেন।

কোম্পানিটি তাদের যে সমস্ত প্রোডাক্ট ছিল না এবং যে সমস্ত প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা ছিল, না সেগুলো অর্জন করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রোডাক্ট ছিল এবং যে সমস্ত প্রোডাক্টের চাহিদা ছিল, সেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এটি কোম্পানির পক্ষ থেকে বোকামি ছিল। এটি একটি সিম্পল বোকামি। আপনি যদি অপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন কিছু অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর উপর ঝুঁকি বহন করেন, তাহলে আপনার এমন বোকামির কোনো মানে হয় না। আপনার যা আছে, সেগুলোকে আপনার যা নেই এবং যা প্রয়োজন নেই, তার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি এমন অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো উপেক্ষা করতে পারেন। গুপ্তা কিংবা ম্যাডফের মতো আমাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক পাঠকেরই ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সামর্থ্য রয়েছে। তবে, যারা এই বইটি পড়ছেন, তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ, তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত যুক্তিসংগত জিনিস এবং চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি তাদের মধ্যকার একজন হন, তাহলে আপনাকে কয়েকটি জিনিস মনে রাখতে হবে।

১. সূক্ষ্মতর অর্থনৈতিক দক্ষতা হলো গোলপোস্টের নড়াচড়া বন্ধ করা।

যদি ফলাফল প্রাপ্তির সাথে সাথে আপনার প্রত্যাশাগুলোও বৃদ্ধি পায়, তাহলে আরো বেশি চেষ্টা করার কোনো যুক্তি নেই, কারণ অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করার পরও আপনি একই ধরনের অনুভব করবেন। এমন অভ্যাস বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, যখন আরো বেশি পাওয়ার স্বাদআরো অর্থ, আরো ক্ষমতা, আরো প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা—মনের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি করে।

এক্ষেত্রে আপনি এক ধাপ অগ্রবর্তী হলে আপনার গোলপোস্ট দুই ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। ফলে আপনি মনে করেন, যেন

আপনি আরো পিছিয়ে পড়ছেন এবং এতে আপনি আরো বেশি পরিমাণে ঝুঁকি গ্রহণ করতে উদ্যত হবেন।

আধুনিক পুঁজিবাদ দুটি জিনিসের জনক: ১. সম্পদ সৃষ্টি করা এবং ২. হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

সম্ভবত, বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আপনার সমবয়সিদের মধ্যে আরো বেশি কঠোর পরিশ্রমকরার অনুপ্রেরণার জন্ম দেয়। কিন্তু পর্যাপ্ততা এবং আত্মসন্তুষ্টিবোধ ছাড়া জীবন উপভোগযোগ্য নয়। সুখ, যেমনটি বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ফলাফল বিয়োগ প্রত্যাশা এবং আত্মসন্তুষ্টির বিষয়। ২. সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধনী ব্যক্তির তুলনা এবং নির্ধারণ এখানে অনেক জটিল। একজন রকি নামক বেসবল খেলোয়াড়ের কথা বিবেচনা করুন, যিনি বছরে ৫০০,০০০ ডলার উপার্জন করেন। যেকোনো সংজ্ঞায় এবং মানদণ্ডে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। কিন্তু মনে করুন যে, তিনি মাইক ট্রাউটের মতো বড় কোনো দলে খেলেন, যারা ৪৩০ মিলিয়ন ডলার বিনিময় মূল্যে ১২ বছরের জন্য চুক্তি করেন। এমন দলের সাথে তুলনা করলে, রকি মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন। তারপর, আপনি মাইক ট্রাউট-এর কথা চিন্তা করুন। প্রতি বছর ছত্রিশ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করা সত্যিকার অর্থেই বিপুল পরিমাণ অর্থ। কিন্তু ২০১৮ সালের ফোবর্স রিপোর্ট মোতাবেক বিশ্বের সেরা দশটি কোম্পানির ব্যবস্থাপকদের আয়ের তালিকায় জায়গা করে নিতে হলে, আপনাকে। এক বছরে কমপক্ষে ৩৪০ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করতে হবে। ট্রাউটের মতো খেলোয়াড়েরা তাদের প্রতিযোগী অন্যান্য খেলোয়াড়দের আয়ের সাথে নিজেদের তুলনা করতে পারেন। কোম্পানির ব্যবস্থাপকেরা। যারা প্রতিবছর ৩৪০ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেন, তারা নিজেদেরকে শীর্ষ পাঁচটি কোম্পানির ব্যবস্থাপকের আয়ের সাথে তুলনা করতে পারেন। সেই শীর্ষ ব্যবস্থাপকরা আয়ের দিক থেকে ওয়ারেন। বাফেটের মতো লোকের দিকে তাকাতে পারেন, যার ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ২০১৮ সালের রিপোর্ট মোতাবেক ৩.৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাফেটের মতো ব্যবসায়ী জেফ বেজোসের দিকে তাকাতে পারেন, যার মোট সম্পদ ২০১৮ সালের রিপোর্ট মোতাবেক

২৪ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে—এমন পরিমাণ অর্থ, যার গড় এক ঘণ্টার উপার্জন একজন বেসবল খেলোয়াড়ের পুরো এক বছরের পারিশ্রমিকের থেকেও বেশি। মোদ্দাকথা হলো, সামাজিক তুলনার প্রেক্ষাপট এবং সিলিং লেভেলের পার্থক্য এতো বেশি যে, কার্যত কেউই সঠিক তুলনা করে স্বস্তি পাবে না।

যার অর্থ এটি এমন একটি যুদ্ধ, যা কখনো জেতা যায় না, কিংবা এখানে জয়ের একমাত্র উপায় হলো, লড়াই না করা মেনে নেওয়া যে, আপনার যথেষ্ট পরিমাণে সম্পত্তি রয়েছে। এমনকি এমন সম্পদের পরিমাণ আপনার চারপাশের লোকদের থেকে কম হলেও। আমার এক বন্ধু লাস ভেগাসে বার্ষিক তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এক বছর তিনি একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি কোনো গেমস খেলেন এবং আপনি কোনো ক্যাসিনোতে খেলেন? বিক্রেতা, নিস্তব্ধ-গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন: লাস ভেগাস ক্যাসিনোতে জেতার একমাত্র উপায় হলো, আপনি প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রস্থান করা। অন্য মানুষের সম্পদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করার খেলাটিও ঠিক এভাবেই কাজ করে।

৩. যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকার অর্থ খুব কম পরিমান সম্পদ থাকা নয়। যথেষ্ট পরিমান সম্পদ থাকার ধারণাটি রক্ষণশীলতার মতো হতে পারে; সুযোগ এবং সম্ভাবনার দিক থেকে। আমি এমন ধারণাকে সঠিক মনে করি না। যথেষ্ট অনুভব করার বিপরীত হচ্ছে—আরো কিছু পাওয়ার জন্য অতৃপ্ত, ক্ষুধা--যা আপনাকে অনুশোচনার দিকে ঠেলে দেবে।।

আপনি কী পরিমাণ খাবার খেতে পারেন, তা জানার একমাত্র উপায় হলো, আপনি অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করা। খুব কম লোকই এমনটি করেন, কারণ যেকোনো খাবার বেশি গ্রহণ করা হলে, আপনার বমি কিংবা পেটে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে, কিছু কারণে এমন যুক্তি ব্যবসায়িক এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ একটি ব্যবসার লেভেলে চাহিদা স্তর হ্রাস পায়, সেই লেভেল থেকেই কোম্পানিটি নতুন পণ্যেও যোগান বন্ধ করে দেয়।

অধ্যায় ॥ ৪

বিভ্রান্তিকর

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে লব্ধ শিক্ষণীয় বিষয়গুলো প্রায়শই আমাদেরকে সম্পর্কহীন ক্ষেত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শেখাতে সহযোগিতা করে। বরফ যুগের বিলিয়ন বছরের ইতিহাস বিবেচনা করুন; আপনার অর্থ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এমন ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয়? পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তুলনামূলভাবে অনেক কম। পৃথিবী গ্রহ কীভাবে ঘূর্ণয়মান হয় তা বোঝার জন্য প্রায়শই-এর ভূপৃষ্ঠের নিচের গভীর স্তর এবং মহাকর্ষণ শক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। আইজ্যাক নিউটন আমাদের গ্রহের কিছু মৌলিক বিষয়ে বোঝার কয়েকশ বছর আগে তারার গতিবিধি গণনা করেন।

১৯ শতকের আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা একমত হন যে, পৃথিবী গ্রহটি একাধিকবার বরফে আবৃত ছিল। এমন মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের কাছে অনেক তথ্যপ্রমাণ ছিল। হিমায়িত বিশ্বের পূর্বেকার ছাপ রয়েছে: এলোমেলো অবস্থানে বিস্তৃত বিশাল বিশাল পাথর; শিলাখন্ড বরফের পাতলা স্তরের নিচে বিস্তৃত। প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আমরা পাঁচটি স্বতন্ত্র যুগ অতিক্রম করেছি।

গ্রহটিকে হিমায়িত করার জন্য, হিমায়িত বরফকে নতুন করে গলানোর জন্য এবং আবারও হিমায়িত করার জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তা বিস্ময়কর। পৃথিবীতে (আক্ষরিক অর্থে) কী এই চক্রের কারণ হতে পারে? অর্থাৎ কোনো শক্তি পৃথিবী গ্রহকে এমন চক্রাকারে ঘুরাচ্ছে? এটিকে আমাদের গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি হতে হবে। এটি ছিল। তবে, এর শক্তির পরিমাণ কারও প্রত্যাশিত কিংবা অনুমেয়

নয়। বরফ যুগ কেন ঘটেছিল, তার সমর্থনে প্রচুর তত্ত্ব রয়েছে। বিশাল ভূতাত্ত্বিক প্রভাবের ফলে এমন তত্ত্বগুলো সমানভাবে দুর্দান্ত ছিল।

পর্বতশ্রেণির উত্থান, ধারণা করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন করার জন্য পৃথিবীর বাতাসকে যথেষ্ট স্থানান্তরিত করেছে। অন্যরা এই ধারণাটিকে সমর্থন করেছিল যে, বরফ হলো প্রাকৃতিক অবস্থা, বিশাল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত যা আমাদের উষ্ণ করেছিল।

কিন্তু এই তত্ত্বগুলোর কোনোটিই বরফ যুগের চক্রাকার বৃত্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। পর্বতশ্রেণির বৃদ্ধি কিংবা কিছু বিশাল আগ্নেয়গিরির ঘটনা একটি বরফ যুগের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে, বিশাল আগ্নেয়গিরির ঘটনাগুলো পাঁচটির চক্রাকার যুগের পুনরাবৃত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ১৯০০-এর দশকের গোড়ার দিকে মিলুতিন মিলানকোভিচ নামক একজন সার্বিয়ান বিজ্ঞানী, অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবী গ্রহের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করেন এবং বরফ যুগের বিষয়টিকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা আমরা এখন সঠিক বলে বিশ্বাস করি : সূর্য ও চাঁদের মহাকর্ষীয় টান পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে প্রভাবিত করে এবং পৃথিবী সূর্য গ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই চক্রের কিছু অংশে—যা কয়েক হাজার বছর ধরে চলমান থাকতে পারে পৃথিবীর প্রতিটি গোলার্ধে আগের তুলনায় একটু বেশি, বা একটু কম, সৌর বিকিরণ হয়। আর এখান থেকেই বিস্ময়কর জিনিসের শুরু। মিলানকোভিচের তত্ত্বে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, পৃথিবী গোলার্ধের একটি কাত গ্রহটিকে বরফে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ঠান্ডার সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্লদিমির কোপেন নামে একজন রাশিয়ান আবহাওয়াবিদ মিলানকোভিচের এমন তত্ত্বকে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং একটি আকর্ষণীয় সূক্ষ্মাতর বিষয় আবিষ্কার করেন। এমন শীতলতা গ্রীষ্ম ঠান্ডা-কিংবা শীতকালের জন্য হয় না। এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যখন একটি গ্রীষ্মকাল শীতের তুষার গলানোর জন্য যথেষ্ট উষ্ণ হয় না। অবশিষ্ট বরফের স্তরের ফলে পরবর্তী শীতকালে তুষার জমা

হওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে যায়, ফলে পরবর্তী গ্রীষ্মকালে চারপাশে তুষার আটকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী শীতকালে আরো বেশি স্তূপীকৃত হয়।

চিরস্থায়ী তুষার সূর্যের রশ্মিকে আরো বেশি প্রতিফলিত করে, যা শীতলতাকে বাড়িয়ে দেয়, যা আরো তুষারপাত নিয়ে আসে এবং এমন প্রক্রিয়া যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকে। কয়েকশ বছরের মধ্যে তুষার-আবরণ একটি মহাদেশীয় বরফের চাদরে পরিণত হয়।

বরফ গলার ক্ষেত্রে, বিপরীতক্রমে একই ঘটনা ঘটে। একটি অরবিটাল টিল্ট শীতকালীন তুষার প্যাককে আরো বেশি সূর্যালোকে গলে দেয়, যা পরবর্তী বছরগুলোতে কম আলো প্রতিফলিত করে, যা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, যা পরের বছর আরো তুষারপাত প্রতিরোধ করতে ভূমিকা পালন করে। এভাবেই চক্রটি চলতে থাকে। এখানে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পরিস্থিতির তুলনামূলকভাবে ছোট পরিবর্তন থেকে কতোটা বড় পরিবর্তন হতে পারে।

অধ্যায় ॥ ৫

ধনী হওয়া বনাম ধনী থাকা

ধনী হওয়ার জন্য এক মিলিয়ন উপায় রয়েছে এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কে প্রচুর বই রয়েছে। কিন্তু ধনী থাকার একটিমাত্র উপায় রয়েছে: মিতব্যয়িতা। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমরা যথেষ্ট আলোচনা করি না কিংবা বোঝার চেষ্টা করি না। চলুন দু'জন বিনিয়োগকারী সম্পর্কে একটি গল্প দিয়ে দ্রুত শুরু করা যাক, যাদের কেউই একজন অপরজনকে চিনতেন না। জে এস লিভারমোর ছিলেন, তার সময়কালের সেরা স্টক মার্কেট ব্যবসায়ী। তিনি ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন পেশাদার ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার আগে বেশিরভাগ মানুষেরা জানতো না যে, এমন কাজটি করা সম্ভব ছিল। ৩০ বছর বয়সে তিনি ৮ ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সামর্থ্য অর্জন করেন।

১৯২৯ সাল নাগাদ জে এস লিভারমোর ইতোমধ্যেই বিশ্বের সবচেয়ে সুপরিচিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজনে পরিণত হন। সেই বছর স্টক মার্কেটে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, যা মহামন্দার জন্ম দেয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই স্টক মার্কেটের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি হ্রাস পায়। | লিভারমোরের স্ত্রী আতঙ্কিত ছিলেন, যখন তার স্বামী ২৯ অক্টোবর বাড়ি ফিরেন। ওয়াল স্ট্রিটের স্টক মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের আত্মহত্যার খবর নিউইয়র্ক শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। লিভারমোরের স্ত্রী এবং সন্তানেরা তাকে দরজায় এসে অশ্রুসিক্ত হয়ে অভ্যর্থনা জানান,

অন্যদিকে তার মা এতোটাই বিরক্ত ছিলেন যে, তিনি চিল্কার করে অন্য ঘরে লুকিয়েছিলেন। চাচ্ছেন জীবনীকার টম রুবিথনের মতে, জে এস, লিভারমোর কি ঘটতে চলেছে, তা বোঝার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তিনি তার পরিবারের কাছে খবরটি জানান প্রতিভা এবং ভাগ্যের স্ট্রোকে তিনি হতাশ। আপনি বলতে চাচ্ছেন আমরা ধ্বংস হইনি? ডরোথি জিজ্ঞেস করলেন। না প্রিয়তম, আমি সবেমাত্র আমার সর্বকালের সেরা ব্যবসায়িক সংকটের দিনটি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি আমরা এখনো অত্যন্ত ধনী এবং আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, জে এস বললেন।

ডরোথি তার মায়ের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরবর্তীতে একদিনেই লিভারমোর ৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ আয় করেন। স্টক মার্কেটের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ মাসগুলোর মধ্যকার একটিতে তিনি বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেন। লিভারমোরের পরিবার যখন তাদের অদম্য সফলতা উদ্যাপন করছিল, তখন অনুরূপ অন্য একজন শেয়ার মার্কেট বিনিয়োগকারী হতাশার মধ্যে নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আব্রাহাম জার্মানস্কি একজন মিলিয়নেয়ার রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ছিলেন, যিনি ১৯২০-এর দশকে তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য তৈরি করেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ফলে তিনি ১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে কার্যত অন্যান্য প্রত্যেক সফল নিউইয়র্ক ব্যবসায়ীরা যা করেন, তাই করতেন: ক্রমবর্ধমান/হাসমান স্টক মার্কেটে খুব বেশি বাজি ধরতেন। | ২৬ অক্টোবর, ১৯২৯-এ, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়: মাউন্ট ভার্ননের মিসেস আব্রাহাম জার্মানস্কি তার স্বামী বার্নার্ড এইচ স্যান্ডলারকে খুঁজে পেতে সাহায্য চাইলেন, যিনি বৃহস্পতিবার সকালবেলা থেকে নিখোঁজ। জার্মানস্কি এজন ৫০ বছর বয়সি নারী এবং একজন রিয়েল এস্টেট বিজনেস অপারেটর। স্যান্ডলার একজন স্টক মার্কেট বিনিয়োগকারী। মিসেস জার্মানস্কি সাংবাদিকদের

জানান যে, তার একজন বন্ধু তার স্বামীকে স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের সামনে ওয়াল স্ট্রিট রোডে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দেখেছেন। তথ্য দাতার মতে, তার স্বামী সামনের দিকে হাঁটার সময় একটি কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলছিলেন এবং ফুটপাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর, আমরা যতোদূর জানি, আব্রাহাম জার্মানস্কিও ক্যারিয়ারের পতন ঘটে। এখানে ঘটনার একটি বৈসাদৃশ্যতা রয়েছে। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসের শেয়ার মার্কেট দুর্ঘটনা জেএস লিভারমোরকে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করে। ঠিক একই ঘটনা আব্রাহাম জার্মানস্কিকে ধ্বংস করে দেয়, সম্ভবত তার জীবন কেড়ে নেয়।

১১০০ পার্ক এভিনিউয়ের স্টক মার্কেট বিনিয়োগকারী জে এস এল লিভারমোর নিখোঁজ এবং গতকাল বিকাল ৩টার পর থেকে তাকে দেখা যায়নি, ১৯৩৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এভাবেই লেখা প্রকাশ করা হয়। লিভারমোর শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সময় এবং প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও জার্মানস্কি এবং লিভারমোর-এর চরিত্রের একটি কমন বৈশিষ্ট্য ছিল: আর তা হলো, তারা দুজনই শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে চিন্তাভাবনা করতেন না।।

১. আমি বেশি পরিমাণ রিটার্ন অর্জন না করে বরং আর্থিকভাবে অটুট হতে চাই। যদি আমি অটুট থাকি, তাহলে মনে করি আমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রিটার্ন পাবো, কারণ আমি তখন বিনিয়োগ করার জন্য যথেষ্ট মূলধন পাবো।

আমি এমন সম্পদের মালিক হতে চাই, যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। মনে করুন যে, আপনার নগদ আয় ১% এবং শেয়ার মার্কেট থেকে আপনি ১০% রিটার্ন অর্জন করতে পারেন। এই ৯% ব্যবধান আপনাকে প্রতিদিন প্রলুব্ধ করবে; শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার জন্য। কিন্তু যদি আপনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে আপনার ১০% রির্টাণের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হবে।।

২. পরিকল্পনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তবে পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আপনি সঠিক পরিকল্পনা করলে, ঈশ্বর আপনার উপর খুশি হন। আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এর মাধ্যমেই আপনি জানতে পারবেন যে, আপনার বর্তমান কর্মগুলো যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে রয়েছে কিনা। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে মিল রেখে পরিকল্পনা করলে এগুলো টিকে থাকে। আপনি যদি আগামী ২০ বছরে আপনার সম্ভাব্য আয়, সঞ্চয়ের হার এবং বাজারের রিটার্ন সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রজেক্ট তৈরি করতে চান, তাহলে গত ২০ বছরে ঘটে যাওয়া সমস্ত বড় বড় অর্থনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে চিন্তা করুন, যা অতীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি: ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ফলে প্রায় ১০ মিলিয়ন আমেরিকান তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে, একটি আর্থিক সংকট, যার ফলে প্রায় নয় মিলিয়ন আমেরিকান তাদের চাকরি হারিয়েছেন। একটি রেকর্ড-ব্রেকিং স্টক-মার্কেট পতন, যা করোনাভাইরাস মহামারিতে সংগঠিত হয়; যে সময়ে আমি বইটি লিখছি। একটি পরিকল্পনা তখনই কার্যকর হয়, যখন এটি বাস্তবে টিকে থাকতে পারে। একটি অজানা ভরা ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এখানে বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়। এটি একটি ভালো পরিকল্পনা হবে, যখন এটি বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি পরিকল্পনা সত্য হওয়ার জন্য আপনার যত বেশি নির্দিষ্ট উপাদানের প্রয়োজন হবে, আপনার আর্থিক জীবন ততোই ভঙ্গুর হবে।।

যদি আপনার সঞ্চয়ের হারের মধ্যে ত্রুটির যথেষ্ট সুযোগ থাকে— যেমন আপনি বলতে পারেন, আগামী ৩০ বছরে যদি বাজার থেকে বাৎসরিক ৮% রিটার্ন তৈরি হয়, তাহলে রিটার্নের এমন পরিমাণ আমার জন্য অনেক ভালো হবে। কিন্তু যদি বাজার থেকে বাৎসরিক ৪% রিটার্ন তৈরি হয়, তাহলেও আমি ঠিক থাকব। কারণ, আমার তখনো যথেষ্ট লভ্যাংশ থাকবে—এমন পরিস্থিতির সুযোগ থাকলে আপনার পরিকল্পনা আরো মূল্যবান হয়ে উঠবে।

ত্রুটির সুযোগ রাখা—অর্থনীতিতে একে নিরাপত্তার মার্জিন বলা হয়অর্থের সবচেয়ে কম মূল্যায়ন করা কার্যকরী তত্ত্ব। এটি বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে: একটি মিতব্যয়ী বাজেট, নমনীয় চিন্তাভাবনা এবং একটি ঢিলেঢালা টাইমলাইন—যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে।

এটি রক্ষণশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে তুলনামূলকভাবে আলাদা। রক্ষণশীল সিদ্ধান্তে একটি নির্দিষ্ট স্তরের ঝুঁকি পরিহার করা হয়। নিরাপত্তার মার্জিন আপনার মূলধন টিকে রাখার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে ঝুঁকির একটি নির্দিষ্ট স্তরে সফলতার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। এর জাদুকরি বিষয়টি হলো—আপনার নিরাপত্তার মার্জিন যতো বেশি হবে, অনুকূল ফলাফল পেতে আপনার প্রান্তটি ততো ছোট হবে।

৩, আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী, কিন্তু কোনো বিষয় কিংবা সিদ্ধান্ত আপনাকে ভবিষ্যৎ সফলাতে লাভে প্রতিবন্ধকার সম্মুখীন করতে সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত দূর করা—অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আশাবাদকে সাধারণত একটি বিশ্বাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যখন কেউ বিশ্বাস করেন যে, জিনিসগুলো ভালো হবে। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আশাবাদ একটি বিশ্বাস যে প্রতিকূলতাগুলো আপনার পক্ষে এবং সময়ের সাথে সাথে জিনিসগুলো একটি ভালো ফলাফলের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখবে, যদিও এর মধ্যবর্তী সময়ে যা ঘটে, তা দুঃখে ভরা। প্রকৃতপক্ষে আপনি জানেন না যে, মধ্যবর্তী সময়ে এটি দুঃখে ভরা হবে।

আপনি আশাবাদী হতে পারেন যে, দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির গতিপথ উপরে এবং ডানদিকে রয়েছে; তবে আপনি সমানুপাতিকভাবে নিশ্চিত হন যে, মধ্যবর্তী রাস্তাটি ল্যান্ডমাইন দিয়ে ভরা। এই দুটি জিনিস পারস্পরিক একচেটিয়া নয়।

ফ্লু মহামারিতে এক বছরে ৬,৭৫,০০০ জন আমেরিকান নাগরিক মারা যান। ৩০টি পৃথক প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমপক্ষে ৪০,০০০ জন আমেরিকান মারা গেছেন। ৩৩টি মহা মন্দা ক্রমবর্ধমান হারে ৪৮ বছরব্যপী স্থায়ী হয়।

স্টক মার্কেট কমপক্ষে ১০২ বার দরপতনের সম্মুখীন হয়ে এর গড় মূল্য ১০% এর বেশি কমেছে। শেয়ারের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের দরপতন কমপক্ষে ১২ বার হয়েছে। বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ২০ বছরে ৭% ছাড়িয়ে গেছে। গুগল সংস্থার মতে, অর্থনৈতিক হতাশাবাদ' শব্দটি সংবাদপত্রে কমপক্ষে ২৯,০০০ বার প্রকাশিত হয়েছে। এই ১৭০ বছরে আমাদের জীবনযাত্রার মান (খরচ) ২০ গুণ বেড়েছে।

এমন একটি মানসিকতা, যা একই সাথে প্যারানয়েড এবং আশাবাদী হতে পারে, তা বজায় রাখা অনেক কঠিন; কারণ যেকোনো জিনিসকে কালো কিংবা সাদা বলার জন্য সূক্ষ্ম জ্ঞান লাগে না। তবে দীর্ঘমেয়াদি আশাবাদকে কাজে লাগানোর জন্য, আপনাকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পমেয়াদি প্যারানয়া দৃষ্টিভঙ্গি অতীব প্রয়োজন। লিভারমোর সফলতা লাভের এটি কঠিন উপায় খুঁজে বের করেন। তিনি খারাপ সময়ের সমাপ্তির সাথে ভালো সময় সংযুক্ত করেন। তিনি মনে করেন যে, ধনী হওয়ার তুলনায় ধনী থাকা অনিবার্য; এমনটি যিনি করতে পারেন, তিনিই অজেয়। প্রায় সবকিছু হারানোর পর তার উপলব্ধি: শেয়ার মার্কেট বিনিয়োগে লোভ-লালসা পরিহার করতে হবে, সূক্ষ্মভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় ॥ ৬

হে বৎস, আপনিই জিতবেন

'আমি ৩০ বছর ধরে এই জিনিসটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমি মনে করি, সহজ গণিত ফর্মূলা কিছু প্রকল্পে কাজ করে এবং কিছু প্রকল্পে কাজ করে না। কোনো একটিকে কম গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।'

ব্র্যাড পিট

হেইঞ্জ বার্গগ্রুয়েন স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ড পদক লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে জার্মানির নাৎসি বাহিনী থেকে পালিয়ে যান।

তিনি আমেরিকায় স্থায়ী হন, যেখানে তিনি ইউ. সি. বার্কলিতে সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৯৯০-এর দশকে তিনি যেকোনো পরিমাপে, সর্বকালের সেরা সফল শিল্প ব্যবসায়ী ছিলেন।

২০০০ সালে বার্গগ্রুয়েন তার পিকাসোস, ব্র্যাকস, ক্লিস এবং ম্যাটিসের বিশাল সংগ্রহের কিছু অংশ জার্মান সরকারের কাছে ১০০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি দামে বিক্রি করেন। তিনি বিক্রয় করার সময় এমনভাবে দর কষাকষি করেন যে, জার্মানরা কার্যকরভাবে এটিকে একটি অনুদান হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

তার এমন সংগ্রহের বাজারমূল্য ৮১ বিলিয়নেরও বেশি ছিল। তার মতো একজন ব্যক্তি যে এমন বিপুল পরিমাণ মাস্টারপিস সাহিত্য সংগ্রহ করতে পারেন, তা বিস্ময়কর ছিল। এগুলো ছিল বিষয়ভিত্তিক শিল্প। জীবনের প্রথমদিকে, শতাব্দীর সবচেয়ে চাওয়া-পাওয়া কাজগুলো কী হতে পারে? তা কীভাবে কেউ ভাবতে পারেন? আপনি তার এমন গুণকে

দক্ষতা’ বলতে পারেন, কিংবা ভাগ্য’ বলতে পারেন। বিনিয়োগ সংস্থা হরাইজন রিসার্চের ব্যাখ্যা মতে—তার শিল্পকর্মগুলো বিনিয়োগকারীদের জন্য খুবই মূল্যবান ছিল। বড় বড় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তার ফার্ম থেকে প্রচুর পরিমাণে শিল্পকর্ম ক্রয় করে।

‘তার সংগ্রহের একটি উপসেট দুর্দান্ত বিনিয়োগে পরিণত হয় এবং সেগুলোকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখা হয়, যাতে পোর্টফোলিও রিটার্নের সাথে একত্রিত হতে পারে। পোর্টফোলিওর সেরা উপাদানগুলোর মধ্যে তার শিল্পকর্ম স্থান পায়।

মহৎ শিল্পের বিক্রেতারা সূচক তহবিলের মতো কাজ করেন। সম্ভবত বার্গগ্রুয়েনের মতো এমন কোনো শিল্পি নেই, যার জীবনে অর্জিত কাজের ৯৯% ই মহা মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, কারও বাকি ১% শিল্পকর্ম পিকাসোর মতো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বার্গগ্রুয়েন বেশিরভাগ সময় অবিশ্বাস্যভাবে সঠিক হতে পারেন, আবার ভুলও হতে পারেন। ব্যবসা এবং বিনিয়োগের অনেক কিছুই এভাবে কাজ করে। দীর্ঘ লেজ-ফলাফলের বণ্টনের সুদূরতম প্রান্ত অর্থের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রভাব ফেলে, যেখানে অল্পসংখ্যক ইভেন্টগুলো বেশিরভাগ ফলাফলের জন্য দায়ী হতে পারে। আপনি গণিত বুঝতে পারলেও এটি মোকাবিলা করা কঠিন হতে পারে। এটা স্বজ্ঞাত নয় যে, একজন বিনিয়োগকারী অর্ধেক সময় ভুল হতে পারেন; তারপরও তিনি সৌভাগ্য তৈরি করতে পারেন। এর মানে, আমরা অনেক কিছুর ব্যর্থতা সংগঠিত হওয়া কতোটা স্বাভাবিক তা অবমূল্যায়ন করি।

ডিজনির প্রথম স্টুডিও দেউলিয়া হয়ে গেছে। তার চলচ্চিত্রগুলো তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ডিজনি ৪০০টিরও বেশি কার্টুন, তথা এনিমেশন মুভি তৈরি করেন। এগুলোর বেশিরভাগেরই সময় কম ছিল, এগুলোর বেশিরভাগই দর্শকদের প্রিয় ছিল।

তার বিখ্যাত মুভি স্নো হোয়াইট এবং সেভেন ডোয়ার্ফ সবকিছুর হিসাব নিকাশ বদলে দিয়েছে। ১৯৩৮ সালের প্রথম ছয় মাসে এটি

সুস্পষ্ট। যেমন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। এখানে মজার বিষয় হলো এই যে, আপনাকে একটি সফল কোম্পানি অর্জন করতে হলে এবং বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন সফল উদ্যোক্তার তালিকাভুক্ত হতে হলে, সফলতার একটি নির্দিষ্ট স্তর অর্জন করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন, ফ্লাইবাই-নাইট স্টার্ট আপ নয়। এমন কোম্পানিগুলোর একটির উদাহরণ: ক্যারোলকো কোম্পানি। এটি ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে কয়েকটি বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, যার মধ্যে প্রথম লেভেলের তিনটি হলো— র্যাম্বো চলচ্চিত্র, টার্মিনেটর ২, বেসিক ইনস্টিন এবং টোটাল রিকল। ক্যারোলকো কোম্পানি ১৯৮৭ সালের পর থেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এটি ১৯৯১ সালে অর্ধ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করে। তারপর, দীর্ঘ সময়ব্যাপী এটি ব্যর্থ হয়েছে। ব্লকবাস্টার সিনেমা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, কয়েকটি বড় বাজেটের প্রকল্প ফ্লপ হয় এবং ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্যারোলকো কোম্পানি ইতিহাসের মতো অতীত হয়ে যায়। এটি ১৯৯৬ সালে দেউলিয়া হয়ে যায়। স্টক শূন্যে চলে যায়। ক্যারোলকো কোম্পানির উত্থান-পতনের ইতিহাস গল্প বলার মতো নয়; কারণ কর্পোরেট জগতে এটি অনন্য তবে একটি সাধারণ ঘটনা।

এমাজন-এর প্রবৃদ্ধি লাভের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এসেছে এর প্রাইম এবং এমাজন ওয়েভ সার্ভিস সেক্টর থেকে, কোম্পানিটি টেল ইভেন্টে ফায়ার সার্ভিস কল থেকে শুরু করে ট্রাভেল এজেন্সি পর্যন্ত শত শত পণ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। ২০১৮ সালে সূচকের প্রায় ৭% রিটার্ন অর্জনে ‘এ্যাপল ভূমিকা পালন করে। এটি আইফোন আবিষ্কার করে প্রযুক্তি বাজারে অপ্রতিরোধ্যভাবে একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করে। আইফোন ছিল এপল কোম্পানির টেল প্রডাক্ট। এই কোম্পানিগুলোতে কারা কাজ করছে? ‘গুগল’-এ নিয়োগের হার মোট দরখাস্তের ০.২%। ফেসবুক’-এ নিয়োগের হার মোট দরখাস্তের ০.১%। এ্যাপেল’-এ নিয়োগের হার মোট দরখাস্তের ২%। তাই, দেখা

যায় যে, টেল প্রজেক্টগুলোতে কাজ করা লোকদের টেল রিটার্নের কারিগর রয়েছে।

যে কয়েকটি জিনিস বা পণ্য বেশিরভাগ ফলাফল বা লভ্যাংশ অর্জনে ভূমিকা পালন করে, এমন ধারণা বিনিয়োগ পোর্টফোলি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সত্য নয়। এটি একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে আপনার নিজের আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামরিক প্রতিভা সম্পর্কে নেপোলিয়নের সংজ্ঞা ছিল—সফল সামরিক নেতা তিনি, যিনি এমন সময়ে যুদ্ধের মাঠে স্থির থাকতে পারেন, যে সময়ে তার চারপাশের সবাই পাগল হয়ে যায়।।

এটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সত্য। বেশিরভাগ আর্থিক পরামর্শ বর্তমান আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত। এই মুহূর্তে আপনার কি করা উচিত এবং আজকে কোনো স্টকটি ক্রয় করা দরকার? ইত্যাদি বিষয়গুলো। কিন্তু আজকের বেশিরভাগ সময়ই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে আপনার জীবদ্দশায় আপনি আজ বা আগামীকাল বা পরের সপ্তাহে যে সিদ্ধান্তগুলো নেবেন, তা প্রায় ততোটা সিদ্ধান্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ হবে না, যতোটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনি অল্পসংখ্যক দিনের মধ্যে গ্রহণ করেন—সম্ভবত সময়ের ১% বা তারও কম যেখান আপনার আশেপাশের সবাই অর্থ সংকটে পাগল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আপনি ১৯০০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে ৮১ ডলার সঞ্চয় করলে কী হবে তা বিবেচনা করুন।

আপনি প্রতি মাসে সেই ৮ ১ মার্কিন ডলার স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থনীতিবিদরা চলমান শেয়ার মার্কেটকে মহামন্দা বলছেন কিনা, তা বিবেচনা করবেন না। আপনি শুধু বিনিয়োগ করতে থাকুন। | তবে মহা মন্দার সময় বিনিয়োগ করা খুব ভীতিজনক। তাই সম্ভবত আপনি যখন দেশের অর্থনীতিতে মহামন্দা থাকে না, তখন স্টক মার্কেটে আপনার ৮ ১ ডলার বিনিয়োগ করতে পারেন; যখন মহামন্দা থাকে, তখন সবকিছু বিক্রয় করতে পারেন। আপনার মাসিক নগদ

আয়কৃত ডলার সঞ্চয় করুন এবং মহামন্দা শেষ হলে, সব ডলার আবার স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করুন।

২০১৩ সালে বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে শেয়ারহোল্ডার মিটিংয়ে ওয়ারেন বাফেট মন্তব্য করেন যে, তিনি তার জীবনে ৪০০ থেকে ৫০০টি শেয়ারের ক্রয় করেন এবং এগুলোর মধ্যে মাত্র ১০টিতে তিনি বেশিরভাগ রিটার্ন উপার্জন করতে সক্ষম হন।

যখন আমরা সফলতার একটি রোল মডেলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই, তখন আমরা এই বিষয়টি খেয়াল করি না যে, এখানে লভ্যাংশ কর্মের একটি ছোট শতাংশ থেকে এসেছে।

জর্জ সোরোস একদা মন্তব্য করেন যে, আপনি সঠিক কিংবা ভুল করছেন কিনা, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, তখন আপনি কতো টাকা উপার্জন করতে পারেন। এবং আপনি যখন ভুল সিদ্ধান্ত নেন, তখন আপনি কতো টাকা হারান। আপনি অর্ধেক সময়ই ভুল সিদ্ধান্ত নেন, এটি মূলতো ভাগ্যের বিষয়। আমি যতোদূর জানি, আমাদের গ্যালাক্সিতে ১০০ বিলিয়ন গ্রহ রয়েছে এবং গ্রহগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে।

এর পর, আসুন আমরা পাঠ করি, কীভাবে অর্থ আমাদেরকে আরো সুখী করতে পারে?

অধ্যায় ॥ ৭

স্বাধীনতা

আমাদের সত্যিকার সম্পদের সর্বোচ্চস্বরূপ হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বলার সক্ষমতা-“আজ আমি যা চাইবো, তাই করতে পারবো।' মানুষ সুখী হওয়ার জন্য ধনী হতে চায়। সুখ একটি জটিল বিষয় কারণ প্রত্যেক মানুষের জীবনবোধ আলাদা। কিন্তু যদি সুখের একটি সাধারণ সূচক থাকে—আনন্দের একটি সর্বজনীন জ্বালানি থাকে। তাহলে মানুষের সুখের সূচক হবে সেই মাত্রা, যেই মাত্রায় মানুষেরা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

আপনি যা চান, যখন চান, যার সাথে চান, যতক্ষণ চান তা পূরণ করার সক্ষমতা অমূল্য সম্পদ। এটি আপনার জন্য সর্বোচ্চ মূল্যবান লভ্যাংশ। অ্যাঙ্গাস ক্যাম্পবেল মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার গবেষণা কাজ এমন সময়ে শুরু করেন, যখন মনোবিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়, মানুষের বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি যেমন বিষন্নতা, উদ্বেগ, সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগের উপর। ক্যাম্পবেল জানতে চেয়েছিলেন, কোনো বিষয় কিংবা অনুভবগুলো মানুষকে আনন্দিত করে? তার ১৯৮১ সালে প্রকাশিত বই, ‘দ্য সেন্স অফ ওয়েলবিং ইন’ আমেরিকার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষেরা সাধারণত অনেক মনোবিজ্ঞানীর ধারণার থেকেও বেশি সুখী হয়। সুখের সবচেয়ে কার্যকর সাধারণ বর্ণনাটি ছিল অত্যন্ত সহজ।

ক্যাম্পবেল এটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, একজন ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় অনুভূতি যেকোনো পরিস্থিতিতে তার সুস্থতার ইতিবাচক অনুভূতির একটি নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী। এটি আপনার বেতনের থেকেও বেশি মূল্যবান। আপনার বাড়ির আকারের চেয়েও বেশি মূল্যবান। আপনার চাকরির প্রতিপত্তি থেকেও বেশি মূল্যবান। আপনি যা চান, তা অর্জন করার সক্ষমতা, আপনি যখন চান যাদের চান তাদেরকে তখন পাওয়ার সক্ষমতা আমাদের বিস্তৃত জীবনধারা পরিবর্তনশীল যা আমাদেরকে মানসিকভাবে খুশি করে। অর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্নিহিত মূল্য—আপনার সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা।

অল্প পরিমাণ সম্পদ থাকার অর্থ হলো, ব্যাংকে কিছু জমানো টাকা নয়, বরং আপনি অসুস্থ হলে কয়েক দিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার সক্ষমতা। আপনার যদি এমন সুযোগ না থাকে, তাহলে এমন সক্ষমতা অর্জন করা আপনার জন্য বিশাল ব্যাপার। একটু বেশি অর্থ উপার্জন করার অর্থ, আপনি ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার পর একটি ভালো। চাকরির জন্য অপেক্ষা করা নয়, বরং আপনার তুলনামূলকভাবে প্রথম চাকরির তুলনায় অধিক বেতন সম্পন্ন চাকরি পাওয়া। | যে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ছয় মাসের জরুরি খরচ জমা থাকা মানে, আপনি আপনার বর্তমান চাকরি এবং আপনার বর্তমান বসকে নিয়ে আতঙ্কিত নন কারণ আপনি জানেন যে, আপনাকে যদি নতুন। চাকরি খোঁজার জন্য কিছু সময় ছুটি নিতে হয়, তাহলেও আপনি আর্থিকভাবে সংকটে পড়বেন না।

আরো ভালো চাকরি করার অর্থ হলো, কম বেতনে কিন্তু নমনীয় সময় রুটিনে চাকরি নেওয়ার সক্ষমতা। হতে পারে চাকরির স্থানে পিছানের আপনার যাতায়াত সুবিধা রয়েছে। অথবা আপনি কীভাবে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবেন, তা নিয়ে চিন্তিত না হয়ে, মেডিকেলে আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে

সক্ষম হওয়া। তারপর, আপনার কোম্পানি যখন চায়, তখন অবসর নেওয়ার পরিবর্তে আপনার যখন প্রয়োজন হয় তখন অবসর নেওয়া। সময় এবং বিকল্প চাহিদাগুলো ক্রয় করার ক্ষেত্রে আপনার অর্থের সঠিক ব্যবহারে কিছু সুবিধা রয়েছে; যা আপনার জন্য কিছু বিলাসবহুল পণ্য থেকেও অধিক মূল্যবান হতে পারে। আমার কলেজ লাইফ জুড়ে আমি ব্যাংকার হতে চেয়েছিলাম। এমন প্রত্যাশার শুধুমাত্র একটি কারণ ছিল : ব্যাংকাররা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। আমি ১০০% ইতিবাচক ছিলাম যে, একবার আমার জীবনের এমন লক্ষ্য হাসিল হলে আমি জীবনে সুখী হতে পারবো।

আমি আমার স্নাতক ফাইনাল ইয়ারেলস এঞ্জেলেসের একটি ব্যাংকে গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ করি এবং ভেবেছিলাম, আমি ক্যারিয়ারের লটারিতে জিতেছি। আমার প্রথম দিনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকাররা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তারা আমার ধারণার চেয়ে বেশি সময়ব্যাপী এবং নিয়ন্ত্রিত কর্ম-ঘণ্টায় কাজ করেন। আসলে, বেশিরভাগ লোকই রুটিনমাফিক তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারেন না। মধ্যরাতের পর বাড়ি যাওয়া এক ধরনের বিলাসিতা হিসেবে বিবেচিত হতো। অফিসে একটি কথার প্রচলন ছিল: আপনি যদি শনিবার কাজে না আসেন, তাহলে রবিবার কাজে ফিরে আসতে বিরক্তিবোধ করবেন না। তাদের কাজ বৌদ্ধিকভাবে উদ্দীপক ছিল, তাদের ভালো বেতন দেওয়া হতো।

কিন্তু আমার সময়ের প্রতিটি সেকেন্ড বসের দাবির প্রতি দাস হয়ে উঠে, আমি দাসত্ব অনুভব করি, যা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এটি ছিল চার মাসের ইন্টার্নশিপ। কিন্তু আমার ইন্টার্নশিপ এক মাস স্থায়ী হয়। এখানে আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন জিনিস হলো, আমি যে কাজগুলো পছন্দ করতাম এবং আমি যে কাজগুলোতে কঠোর পরিশ্রম করতে চেয়েছিলাম, আমার বস আমাকে সে কাজগুলো করতে দেয়নি। রকফেলার নামক একজন শোধনাগার

কর্মী একবার মন্তব্য করেন: "তিনি অন্য সবাইকে কথা বলতে দেন, যখন। তাকে কিছু বলতে বলা হতো, তখনো তিনি চুপ করে বসে থাকতেন। সভা চলাকালীন তার নীরবতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, রকফেলার প্রায়শই একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

একটি জ্ঞানী বুড়ো পেঁচা একটি বাগানের মধ্যে বসবাস করতো;

সে যত বেশি দেখতো, ততই কম কথা বলতো;

সে যত কম কথা বলতো, ততই বেশি সে শুনতো;

আমরা সবাই কেন এমন নই? জ্ঞানী বুড়ো পাখির মতো কেন নই?

রকফেলার একজন অদ্ভুত টাইপের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু বের করেছেন, যা এখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য। রকফেলারের কাজ কূপ খনন করা, ট্রেন লোড করা বা ব্যারেল সরানো ছিল না। তার কাজ ছিল চিন্তা করা এবং ভালো সিদ্ধান্ত দেওয়া। তার বুদ্ধিমত্তা তার মাথার ভেতর বিমূর্ত ছিল। তাই তিনি তার বেশিরভাগ সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছেন সৃজনশীল চিন্তাভাবনায়। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকা সত্ত্বেও (বেশিরভাগ মানুষ ধারণা করে যে, সে অবসর সময় কাটাচ্ছে) তিনি ক্রমাগত তার মনের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবছেন। তার সময়কালে এমন চিন্তাভাবনা অনন্য ছিল। রকফেলারের সময় প্রায় সব চাকরিতে হাত ব্যবহার করে কাজ করতে হতো। অর্থনীতিবিদ রবার্ট গর্ডনের মতে, ১৮৭০ সালে ৪৬% চাকরি ছিল কৃষিখাতে এবং ৩৫% চাকরি ছিল কারুশিল্প বা উৎপাদন খাতে। অল্প কিছু পেশায় একজন শ্রমিকের মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে হতো। আজ চাকরির বাজারের পরিস্থিতি উল্টে গেছে। ৩৮% শতাংশ চাকরি এখন ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা এবং পেশাদার' হিসেবে মনোনীত। | এমন চাকরিগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ। অন্য ৪১% চাকরি হলো, পরিষেবামূলক কাজ, যা প্রায়শই আপনার চিন্তাকর্মের উপর নির্ভর করে।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই এমন চাকরি আছে, যা ১৯৫০-এর দশকের একজন সাধারণ ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিকের চেয়ে অনেক জটিল এবং সময়সাপেক্ষ; যার মানে আমরা যখন ঘড়ি বন্ধ করে কারখানা ছেড়ে চলে যাই, তখনো আমাদের কর্মঘণ্টা শেষ হয় না; আমাদেরকে অফিসের কাজ বাসায় বসেও করতে হয়।।

আমরা ক্রমাগত আমাদের মাথাকে সৃজনশীল চিন্তায় ব্যবহার করছি। যার মানে আমাদের কাজ কখনই শেষ হয় না। আপনার কাজ যদি হয় গাড়ি তৈরি করা, তাহলে আপনি যখন কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং আপনার সরঞ্জামগুলো কারখানায় রেখে যান; তখনই আপনার চাকরির সময় অনুযায়ী কাজ শেষ। | কিন্তু যদি আপনার কাজ হয় একটি বিপণন প্রচারাভিযান তৈরি করা—একটি চিন্তাভিত্তিক এবং সিদ্ধান্তমূলক কাজ-আপনার হাতিয়ার হলো আপনার মাথার সৃজনশীল শক্তি, যা আপনাকে সবসময় ব্যবহার করতে হবে।

আপনি হয়তো আপনার যাতায়াতের সময় আপনার প্রকল্পের কথা ভাবছেন, আপনি যখন রাতের খাবার খাচ্ছেন, আপনি যখন আপনার বাচ্চাদের ঘুমাতে নিচ্ছেন এবং আপনি যখন সকাল তিনটায় ঘুম থেকে উঠছেন। আপনি ১৯৫০ সালের তুলনায় বর্তমানে অধিক সময়ব্যাপী কাজ করছেন। কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনি ২৪/৭ ঘণ্টা কাজ করছেন।

ডেরেক থম্পসন নামক অর্থনীতিবীদ বিষয়টিকে একবার এভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন: যদি ২১ শতকে যেকোনো কাজের অপারেটিং সরঞ্জাম একটি বহনযোগ্য ডিভাইস হয়; তাহলে এর অর্থ হবে, আধুনিক কারখানাগুলো মোটেও কাজ করার জায়গা নয়। সবাই যেকোনো স্থানে বসেই কাজ করতে পারেন। কম্পিউটার যুগ অফিস পরিবেশকে উৎপাদন সরঞ্জাম থেকে মুক্ত করেছে। বেশিরভাগ ডান ভিত্তিক কর্মী, যাদের ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনগুলো বহনযোগ্য জানা যেকোনো জায়গায় বসে কাজ করতে পারেন।

টোকিও কিংবা নিউইয়র্ক শহরের একজন চাকরিজীবীর বেলা ২টায় অফিস হবে প্রধান অফিস ভবনে এবং মধ্যরাতের অফিস হবে সোফায়। আগের প্রজন্মের তুলনায় বর্তমান প্রজন্মের লোকদের নিকট সময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে।

যেহেতু আপনার সময় নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা আপনার সুখের প্রভাবক; তাই আমাদের অবাক হওয়া উচিত হবে না, এমনটি জেনে যে, আমরা আগের চেয়ে অনেক ধনী হওয়া সত্ত্বেও আগের তুলনায় মানসিকভাবে অনেক বেশি হতাশ।

আমরা এমন সমস্যা সমাধানে কী করবো? এটি সমাধান করা সহজ নয়, কারণ প্রত্যেক সমস্যা আলাদা আলাদা। আমাদের প্রথম পদক্ষেপটি কোন কাজগুলো আমাদের আনন্দিত করে এবং কোন কাজগুলো আমাদের আনন্দিত করে না, তা নির্ধারণ করা।

জেরন্টোলজিস্ট কার্ল পিলেমার তার বিখ্যাত বই 'থার্লিন লেসন ফর লিভিং'-এর মধ্যে প্রায় এক হাজার বয়স্ক আমেরিকানদের সাক্ষাৎকার নেন; যেখানে তিনি এমন বয়স্ক আমেরিকানরা গত কয়েক দশকের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছেন, তার অনুসন্ধান করেন।

তিনি লিখেছেন : কেউই এক হাজারের মধ্যে একজনও নয়-বলেনি যে সুখী হওয়ার জন্য আপনাকে আপনার পছন্দসই জিনিস ক্রয় করতে অর্থোপার্জনে যতোটা সম্ভব কঠোর পরিশ্রম করা।

কেউই একজন ব্যক্তিও নয়—বলেনি যে আপনার চারপাশের লোকদের মতো অন্তত ধনী হওয়া আপনার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি আপনার নিকট তাদের তুলনায় বেশি পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে এটিই হবে আপনার জীবনের সফলতা।

অধ্যায় ॥ ৮

গাড়ি প্যারাডক্সের (ম্যাজিকের) মধ্যে মানুষ

একজন ভ্যালেট (ওয়েটার) হওয়ার সেরা সুবিধা হলো ফুটপাত দিয়ে অতিক্রম করা কিছু দুর্দান্ত গাড়ি দেখার সুযোগ পাওয়া। হোটেলের অতিথিরা ফেরারিস, ল্যাম্বর গিনিস, রোলস রয়েস-ইত্যাদি অভিজাত মডেলের গাড়ি নিয়ে আসেন। এমন ব্রান্ডের গাড়ি ক্রয় করা আমার স্বপ্ন ছিল। আমাকে আমার বন্ধুরা বলতো, আমি স্মার্ট। আমি ধনী। আমার মধ্যে ভালো মানের রুচিবোধ আছে।

হাস্যকর বিষয় হলো, একটি সুন্দর গাড়ি অতিক্রম করার সময় আমি খুব কমই চালকদের দিকে তাকাই; আমি বেশিরভাগ সময় গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। আপনি যখন কাউকে একটি সুন্দর গাড়ি চালাতে দেখেন, তখন আপনি খুব কমই ভাবেন, বাহ, যে লোকটি গাড়ি চালাচ্ছে, সে দেখতে খুব হ্যান্ডসাম। বরং, আপনি মনে মনে ভাবেন যে-'বাহ, যদি আমার কাছে এমন দামি গাড়িটি থাকতো, তাহলে মানুষেরা আমাকে খুব হ্যান্ডসাম ভাবতো। আমাদের অবচেতন মন কিংবা সাধারণ মানুষেরা এভাবেই ভাবে।

এখানে একটি প্যারাডক্স রয়েছে: মানুষেরা অন্যদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সম্পদ অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবে সেই অন্যান্য মানুষেরা প্রায়শই আপনার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকে, কারণ তারা আপনার অর্জিত সম্পদকে প্রশংসার দাবিদার বলে মনে করে না। তারা আপনার অর্জিত সম্পদ অনুপাতে আপনার প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিরুচির মানদণ্ড ব্যবহার করে।

আমার ছেলের জন্মের পর আমি আমার এক আত্মীয়ের নিকট থেকে একটি চিঠিটি পেয়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল—"আপনি হয়তো ভাবছেন যে, আপনার একটি দামি গাড়ি, একটি অভিনব ঘড়ি এবং

একটি বিশাল বাড়ি প্রয়োজন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, আপনার সত্যিকারের প্রয়োজন এগুলো নয়। আপনার যা প্রয়োজন তা হলো, অন্যদের নিকট থেকে সম্মান এবং প্রশংসা; আপনি মনে করেন যে, আপনার অর্জিত সম্পদ তা নিয়ে আসবে, কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়। এমনটি কখনই হয় না বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে আপনি সম্মান প্রশংসা অর্জন করতে চান, তারা আপনার সম্পদের মূল্য অনুপাতে আপনার প্রশংসা করবে না।

আমার হোটেলে যারা নামি-দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি নিয়ে আসতো, তারা মনে করে যে, তাদের নামি-দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি-দেখে অন্যরা তাদের প্রশংসা করবে। কিন্তু তারা কি জানতো যে, আমি সত্যিকার অর্থে তাদের নামি-দামি ব্র্যান্ডের গাড়ির পাত্তাই দিইনি, এমনকি আমি তাদের খেয়ালও করিনি? তারা কি জানতো যে, আমি কেবল গাড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম এবং নিজেকে ড্রাইভারের আসনে কল্পনা করছিলাম? তারা কি ফেরারি ব্র্যান্ডের গাড়ি ক্রয় করেছে এই ভেবে যে, এমন মূল্যবান গাড়িটি তাদের জন্য প্রশংসা বয়ে আনবে? তারা বুঝতে পারেনি যে, আমি এবং সম্ভবত অন্যরা সবাই যারা গাড়িতে মুগ্ধ হতো তারা মূলত নিজেদের জন্য এমন একটি গাড়ি ক্রয় করার স্বপ্ন দেখতো? একই ধারণা কি বিরাট বিলাসবহুল বাড়িতে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? মূল্যবান গয়না এবং জামাকাপড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? উত্তর হবে হা। তবে, এখানে আমার বক্তব্য সম্পদ অর্জনের সাধনা ত্যাগ করা নয়। এমনকি অভিনব গাড়ি ক্রয় করার স্বপ্ন ত্যাগ করাও নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পদ এবং সুনাম অর্জন দুটোই পছন্দ। এটি সত্য যে, মানুষেরা সাধারণত অন্যদের দ্বারা সম্মানিত এবং প্রশংসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। যদি সম্মান এবং প্রশংসা অর্জন করাই আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে আপনি কীভাবে এমন লক্ষ্য। অর্জন করতে চান, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

নম্রতা, দয়া এবং সহানুভূতি আপনাকে সম্পদের থেকেও চেয়ে বেশি সম্মান এনে দেবে। আমরা ফেরারি ব্র্যান্ডের গাড়ি সম্পর্কে কথা শেষ করিনি। পরের অধ্যায়ে ফেরারি ব্রান্ডের গাড়ির প্যারাডক্স সম্পর্কে আরেকটি গল্প আছে।

অধ্যায় ॥ ৯

সম্পদ হলো যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না

টাকা তথা সম্পদের অনেক বিড়ম্বনা আছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: সম্পদ হলো তা, যা আপনি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না। ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের একটি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু; যখন রেস্টুরেন্টের প্রাথমিক সিলেকশনে আমার বাহ্যিক চেহারা এবং স্মার্টনেস অন্য সবকিছুর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল।

আপনি যদি আপনার আশেপাশে একটি ফেরারি ব্র্যান্ডের গাড়ি চলতে দেখেন, আপনি অনুমান করতে পারেন যে, গাড়ির মালিক অত্যন্ত ধনী—এমনকি যদিও আপনি গাড়ির ভিতরে বসে থাকার লোকটির দিকে খেয়ালও করেননি। তবে, আমি হোটেলে আমন্ত্রিত এমন অতিথিদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, এরা খুব বেশি ধনী নন। এদের অনেকেই মাঝারি লেভেলের সফল ব্যবসায়ী, যারা তাদের আয়ের একটি বিশাল অংশ গাড়ি ক্রয়ে ব্যবহার করেছে। আমার এক সহকর্মীর কথা মনে পড়ে, যাকে আমরা রজার বলে ডাকতাম। সে আমাদের বয়সি ছিল। রজার চাকরির পাশাপাশি কী করে তা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু সে সবসময় নামি-দামি ব্র্যান্ডের হোন্ডা নিয়ে রেস্টুরেন্টে আসতো। হঠাৎ একদিন দেখলাম, রজার একটি পুরানো হোন্ডায় করে রেস্টুরেন্টে আসলেন। পরের সপ্তাহে একই দৃশ্য দেখলাম।

'তোমার নামি-দামি ব্র্যান্ডের হোন্ডার কী হয়েছে? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, তার গাড়ির ঋণ খেলাপির দায়ে ব্যাংক তার হোন্ডা ক্রোক করেছে। আমরা একথা শুনে লজ্জা পেলাম। সে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানালো, যেন সে গেমের পরবর্তী নাটকটির সম্পর্কে বলছে। তার সম্পর্কে আমাদের সমস্ত অনুমান ভুল ছিল। লস এঞ্জেলস শহরের আনাচে-কানাচে রজারের মতো এমন ভুয়া ভাব দেখানো অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছে।

কোনো ব্যক্তি যদি ১০০,০০০ ডলার মূল্যের গাড়ি চালান, তাহলে সম্ভবত তিনি ধনী। কিন্তু তাদের সম্পদ সম্পর্কিত ডেটা যদি এমন হয় যে, তাদের গাড়ি কেনার সময় ব্যাংকে ঋণের পরিমাণ ১০০,০০০ ডলারছিল (অথবা ১০০,০০০ ডলারেরও বেশি পরিমাণ ঋণ রয়েছে); তাহলে তারা ধনী ব্যক্তি নন। আমরা সাধারণত যা দেখি, তার দ্বারা একজন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ বিচার করি; কারণ এমন ব্যক্তির অন্যান্য তথ্য আমাদের নিকট নেই।

আমরা এমন ব্যক্তিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা ব্রোকারেজ স্টেটমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা এমন লোকদের আর্থিক সাফলতা পরিমাপ করার জন্য তাদের বাহ্যিক আপাত দৃশ্যমান সম্পদগুলোর হিসাব করি। যেমন—গাড়ি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। আধুনিক পুঁজিবাদ মানুষকে সম্পদ অর্জনে শিল্পকর্মে সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু সত্য হলো, সম্পদ হলো তা, যা আপনি এখনো দেখতে পাচ্ছেন না। সম্পদ সুন্দর গাড়ি কেনা নয়, হীরা কেনা নয়, নামি-দামি ঘড়ি পরা নয়, এলিট জামাকাপড় পরিধান করা নয়। সম্পদ, হলো এমন আর্থিক সম্পদ যা এখনো আপনার দেখা জিনিসে রূপান্তরিত হয়নি।

আমরা সম্পদ বিষয়টিকে এভাবে ভাবি না, কারণ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না, তা আমাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে পারি না। বিখ্যাত গায়িকা রিহানা অতিরিক্ত খরচ করার ফলে প্রায় দেউলিয়া হয়ে যান এবং তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তার আর্থিক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মামলা

করেন। তার উপদেষ্টা তাকে উত্তর দেন: ‘এটা কি সত্যিই আপনাকে বলার দরকার ছিল যে, আপনি যদি যেকোনো জিনিস ক্রয় করে অর্থ ব্যয় করেন, তাহলে আপনি কী জিনিসগুলো শেষ করছেন, নাকি আপনার টাকা শেষ করছেন?

এমন প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর হবে হ্যাঁ । যখন বেশিরভাগ মানুষেরা বলে যে, তারা কোটিপতি হতে চায়, তখন তারা আসলে যা বোঝাতে চায় তা হলো, তারা এক মিলিয়ন ডলার খরচ করতে চায়। এটি আক্ষরিক অর্থে কোটিপতি হওয়ার বিপরীত। বিখ্যাত বিনিয়োগকারী ‘বিল মান' একবার লিখেছিলেন: সত্যিকারের সুন্দর জিনিসগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে ধনী অনুভব করার আর কোনো মাধ্যম নেই।

কিন্তু ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, আপনার কাছে থাকা অর্থগুলো ব্যয় করা এবং আপনার কাছে নেই, এমন অর্থ ব্যয় না করা। এটা সত্যিই খুব সহজ। এটি চমৎকার পরামর্শ, কিন্তু এমন পরামর্শ পালন করা অনেক কঠিন। ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, আপনার কাছে জমাকৃত অর্থ ব্যয় না করা।

এটি সম্পদ সঞ্চয় করার একমাত্র উপায় নয়; বরং এটি সম্পদের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। ধনী হওয়া এবং ধনী থাকার মধ্যে পার্থক্যগত বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করণে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এটি শব্দার্থ বিদ্যার চেয়েও বেশি কিছু। এমন বিষয়ে পার্থক্য না জানা লোক সঠিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। ধনী বলতে আপনার বর্তমান আয়কে সম্পৃক্ত করে। যে কেউ ১০০,০০০ ডলার মূল্যের গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনি অবশ্যই ধনী, কারণ তিনি গাড়িটি ঋণ নিয়ে ক্রয় করেননি। যারা বড় বাড়িতে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। ধনী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা কঠিন নয়। তারা প্রায়শই নিজেদের পরিচিত করতে বিলাসবহুল আসবাবপত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু আপনার যে সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন, তা আপনার আয়, খরচ নয়। সম্পদ এমন একটি বিকল্প, যা পরে কিছু ক্রয় করার জন্য এখনো ব্যবহার করা হয়নি।

অধ্যায় ॥ ১০

অর্থ সঞ্চয় করুন

আপনি নিজেকে অর্থ সঞ্চয় করতে রাজি করান। এটি বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এটি একটি অদ্ভুত কাজ, তাই না? টাকা সঞ্চয় করার জন্য লোকদের কী বোঝাতে হবে? আমার পর্যবেক্ষণ হলো, হঁ্যা, অনেকেই অর্থ সঞ্চয় করে। আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরের ভিত্তিতে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত :

১. যারা সঞ্চয় করেন,

২. যারা মনে করেন না তারা সঞ্চয় করতে পারবেন এবং

৩. যারা মনে করেন, না তাদের সঞ্চয় করা দরকার।

সঞ্চয় করা পরের দুই শ্রেণির জন্য অনেক কঠিন। প্রথম ধারণা সহজ, কিন্তু উপেক্ষা করা সহজ হলো এই যে, সম্পদ তৈরি করার সাথে আপনার আয় বা বিনিয়োগের রিটার্নের খুব একটা সম্পর্ক নেই এবং আপনার সঞ্চয়ের হারের সাথে অনেক কিছু করার আছে। দক্ষতার শক্তি সম্পর্কে দ্রুত একটি গল্প বলি।

১৯৭০-এর দশকে পৃথিবীকে দেখে মনে হচ্ছিল, প্রাকৃতিক খনিজ তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রচুর তেল ব্যবহার করা হতো, বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান ছিল এবং আমরা যে, পরিমাণ তেল ড্রিল করতে পারি, তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। আমাদের তেল ফুরিয়ে যায়নি, আল্লাহকে ধন্যবাদ। কিন্তু তা শুধু এ কারণেই নয় যে, আমরা আরো তেল পেয়েছি বা মাটি থেকে তেল উত্তোলন করার ক্ষেত্রে

আমরা আরো দক্ষ হয়েছি। তেলের সংকট কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আমরা এমন গাড়ি, কারখানা এবং বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছি, যেগুলো আগের চেয়ে বেশি শক্তি সাশ্রয়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ ১৯৫০ সালের তুলনায় জিডিপির ডলার প্রতি ৬০% কম জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করা হয়।

একটি ১৯৮৯ সালের ফোর্ড টরাস (সেডান) গাড়িতে গড় ১৮.০ MPG তেল খরচ করা হয়। বিশ্ব তার শক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, তার শক্তি বৃদ্ধি করে নয়, বরং প্রয়োজনীয় শক্তি হ্রাস করে। ১৯৭৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে তেল এবং গ্যাস উৎপাদন ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে এমন সম্পদের ব্যবহার সংরক্ষণ এবং দক্ষতা আমরা এই শক্তি দিয়ে যা করতে পারি, তার দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

সুতরাং কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা নির্ণয় করা সহজ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আরো শক্তি খুঁজে বের করা, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। সঠিক ভূতত্ত্ব, ভূগোল, আবহাওয়া এবং ভূরাজনীতি সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি, তার সাথে এমন শক্তির ব্যবহারে আরো দক্ষ হলে, এমন প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একটি গাড়ি কেনা কিংবা বাইক চালানোর সিদ্ধান্ত আপনার নিজের উপর নির্ভর করে; আপনার মধ্যে এগুলো পরিচালনা করার দক্ষতাগত দিক থেকে ১০০% উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিনিয়োগের রিটার্ন আপনাকে ধনী করতে পারে। কিন্তু একটি বিনিয়োগ কৌশল কাজ করবে কিনা, এটি কতোক্ষণ কাজ করবে এবং বাজার স্থিতিস্থাপকতা আপনার অনুকূলে কিনা, তা সর্বদা সন্দেহের মধ্যে থাকে। এমন প্রশ্নগুলোর ফলাফল সর্বদা অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন থাকে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং মিতব্যয়িতা-অর্থের সংরক্ষণ এবং দক্ষতা এগুলো অর্থ সমীকরণের অংশ, যা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকলে আপনার জন্য কার্যকরভাবে সফল হওয়ার ১০০% সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনি যদি সম্পদ বিনির্মাণের বিষয়টিকে এমন কিছু' হিসেবে দেখেন, যার জন্য আরো বেশি অর্থ বা আরো বিনিয়োগ রিটার্নের প্রয়োজন, তাহলে আপনি ১৯৭০ এর দশকের ব্যর্থ বিনিয়োগকারীদের মতো হতাশাবাদী হয়ে উঠতে পারেন। আপনার সামনের পথটি কঠিন হয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আপনি যদি সম্পদ বিনির্মাণের বিষয়টিকে আপনার নিজের মিতব্যয়িতা এবং দক্ষতা দ্বারা পরিচালিত করেন, তাহলে দেখবেন যে, আপনার ভাগ্য আরো পরিষ্কার।

সম্পদ হলো আপনি যা গ্রহণ করেন, তা ব্যয় করার পরে সঞ্চিত অবশিষ্টাংশ। যদিও আপনি উচ্চ আয় ছাড়াই সম্পদ তৈরি করতে পারেন, তথাপি উচ্চ সঞ্চয় হার ছাড়া সম্পদ গড়ার কোনো সুযোগ নেই; এটি পরিষ্কার যে, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সম্পদের মূল্য আপনার যা প্রয়োজন, তার সাথে আপেক্ষিক।

মনে করুন যে, আপনার এবং আমার একই নেট মূল্য আছে। আপনি আমার চেয়ে ভালো বিনিয়োগকারী। আমি ৮% বার্ষিক আয় করতে পারি এবং আপনি ১২% বার্ষিক রিটার্ন উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু আমি আমার টাকা ব্যবহারে বেশি দক্ষ। ধরা যাক, সুখী হওয়ার জন্য আমার অর্ধেক অর্থের প্রয়োজন, যেখানে আপনার জীবনধারা আপনার সম্পদের মতো দ্রুত পরিবর্তিত হয়। খারাপ বিনিয়োগকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার থেকে ভালো আছি। কম রিটার্ন সত্ত্বেও আমি আমার বিনিয়োগ থেকে বেশি সুবিধা পাচ্ছি। আয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কম টাকায় সুখী হতে হলে, আপনাকে শিখতে হবে আপনার কাছে যা আছে এবং আপনি যা চান, তার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করা—আপনার বেতন বৃদ্ধি পেলেও খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন না। একটি উচ্চলেভেলের সঞ্চয় হারের মানে আপনার আয়ের তুলনায় কম খরচ করা।

অধ্যায় ॥ ১১

যুক্তিসংগত বনাম যুক্তিযুক্ত

আপনি একটি স্প্রেডশিট নিন। আপনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি বিকৃত, আবেগপ্রবণ। বিষয়টি অনুধাবন করতে আপনার কিছু সময় লেগেছে, কিন্তু আপনি বুঝতে পেরেছেন, এটি অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর মধ্যে একটি।

এর সাথে এমন কিছু বিষয় সম্পৃক্ত, যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়: আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ধীরস্থিরভাবে যুক্তিবাদী হওয়ার লক্ষ রাখবেন না। শুধু সুন্দর যুক্তিসংগত হওয়ার লক্ষ রাখুন। যুক্তিসংগত হওয়ার অর্থ আরো বাস্তবসম্মত হওয়া এবং আপনার দীর্ঘমেয়াদে এমন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লেগে থাকার আরো ভালো সুযোগ রয়েছে, যা অর্থ পরিচালনা করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি কী বলতে চাইছি, তা দেখানোর জন্য, আমি আপনাকে একজন মানুষের গল্প বলি যে, ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ দিয়ে সিফিলিস রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেছিল। জে উলিয়াস ওয়াগনার জে অরেগ ১৯ শতকের একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যার দুটি অনন্য দক্ষতা ছিল: তিনি মনোরোগের নিদর্শনগুলো চিনতে পারদর্শী ছিলেন এবং অন্যরা যাকে 'পাগল' হিসেবে দেখতো, তিনি তাকে কেবল 'সাহসী হিসেবে দেখতেন।

তার বিশেষত্ব ছিল গুরুতর নিউরোসিফিলিস রোগীদের চিকিত্সা করা—তখন তিনি কোনো পরিচিত চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াই এমন একটি মারাত্মক রোগ নির্ণয় করেন। তিনি একটি প্যাটার্ন লক্ষ করতে শুরু করেন: সিফিলিস রোগী যদি দীর্ঘ সময় ধরে জ্বরে আক্রান্ত হন, তাহলে তার সেরে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াগনার—জে অরেগ ধরে নিয়েছিলেন যে, রোগটি একটি কুঁচকির কারণে হয়ে থাকে যা প্রায় শতাব্দী ধরে রোগীর শরীরে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ডাক্তাররা ভালোভাবে বুঝতে পারেননি: জ্বর শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। তাই তিনি এমন যৌক্তিক সিদ্ধান্তে ঝুঁপিয়ে পড়েন।

১৯০০-এর দশকের গোড়ার দিকে ওয়াগনার-জে অরেগ টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং গুটিবসন্তের লো-এন্ড স্ট্রেনের রোগীদের ইনজেকশন দিতে শুরু করেন, যাতে তাদের শরীরে সিফিলিস রোগের জীবাণু মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট জ্বর হয়। এটি যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। তার কিছু রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। তিনি অবশেষে ম্যালেরিয়ার একটি দুর্বল সংস্করণে স্থির হন, যেহেতু কয়েক দিনের হাড়-ঝকড়া জ্বরের পর এটি কুইনাইন দিয়ে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা হতো। কিছু ট্র্যাজিক ট্রায়াল এবং ত্রুটির পর তার পরীক্ষা কাজ করে। ওয়াগনার-জে অরেগ রিপোর্ট করেছেন যে ১০ জনের মধ্যে ৬ জন সিফিলিস রোগীকে ‘ম্যালেরিও থেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে, যেখানে ১০ জনের মধ্যে ৩ জন একক রোগীর তুলনায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি ১৯২৭ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। সংস্থাটি আজ উল্লেখ করেছে: ‘ওয়াগনার-জে অরেগের কর্মজীবনের প্রধান কাজটি ছিল জ্বর প্ররোচিত করে, মানসিক রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা করা।' যা তখনকার সময়ে অপ্রচলিত ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।।

কিন্তু Wagner-J Auregg ইতিহাসের একমাত্র ডাক্তার, যিনি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জ্বরের ভূমিকাকে শুধুমাত্র স্বীকৃতিই দেননি, বরং এটিকে একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। জ্বর সবসময় রহস্যজনক।

প্রাচীন রোমানরা ফেব্রিসদেবীর পূজা করতো যিনি মানুষকে জ্বর থেকে রক্ষা করেন। পরের রাউন্ডের কাঁপুনি বন্ধ করার আশায় দেবীকে শান্ত করার জন্য মন্দিরে তাবিজ রেখে দেওয়া হতো। কিন্তু WagnerJ Auregg বিপরীত মতাদর্শী ছিলেন। তার মতে জ্বর দুর্ঘটনাজনিত উপদ্রব নয়। এটি শরীরের পুনরুদ্ধারে ভূমিকা পালন করে। আমাদের কাছে এখন সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জ্বরের উপযোগিতার আরো ভালো, আরো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। শরীরের তাপমাত্রায় এক ডিগ্রি। বৃদ্ধিতে ২০০ ফ্যাক্টর দ্বারা কিছু ভাইরাসের প্রতি লিপির হারকে ধীর করে দেখানো হয়েছে।'

'অসংখ্য গবেষকরা জ্বর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে একটি ভালো ফলাফল চিহ্নিত করেছেন, একটি এনআইএইচ পেপার লিখেছেন। সিয়াটল শিশু হাসপাতাল সন্তানের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হতে পারে, এমন অভিভাবকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এর ওয়েবসাইটে একটি বিভাগ খুলেছে: জ্বর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে' শিরোনামে। এটি শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। ১০০° এবং ১০৪° f-এর মধ্যে স্বাভাবিক জ্বর অসুস্থ শিশুদের জন্য ভালো। কিন্তু সেখানেই বিজ্ঞান শেষ হয়, যেখানে বাস্তবতা গ্রহণ করে। জ্বর রোগটিকে প্রায় সর্বজনীনভাবে একটি খারাপ রোগ হিসেবে দেখা হয়। টাইলেনল জাতীয় ওষুধ দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন সত্ত্বেও কোনো পিতামাতা, কোনো রোগী, কোনো ডাক্তার এবং অবশ্যই কোনো ওষুধ কোম্পানি জ্বরকে দূর করা উচিত নয়, এমন বক্তব্যের সমর্থন করবে না। এই মতামতটি পরিচিত বিজ্ঞানের মতামতের সাথে মেলে না ।

অধ্যায় ॥ ১২

সারপ্রাইজ

স্ট্যানফোর্ডের অধ্যাপক স্কট সেগান একদা মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেকেরই যারা অর্থনীতি বা বিনিয়োগের বাজার বিশ্লেষণ করেন, তাদের ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা উচিত: যা আগে কখনো ঘটেনি, তা সবসময় ঘটতে পারে। ইতিহাস বেশিরভাগই বিস্ময়কর ঘটনার অধ্যয়ন। তবে এটিকে প্রায়শই বিনিয়োগকারী এবং অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যতের জন্য একটি অনুপম গাইড হিসেবে ব্যবহার করেন।

বিড়ম্বনা দেখছেন? আপনি সমস্যা দেখতে পান কী? অর্থনৈতিক এবং বিনিয়োগের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইতিহাস আমাদের প্রত্যাশাগুলোকে স্যালিব্রেট করতে সাহায্য করে, মানুষেরা কোথায় ভুল করে তা অধ্যয়ন করে এবং বর্তমানে আমাদের কী ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করা দরকার, তার একটি মোটামুটি গাইডলাইন অফার করে। ইতিহাস আমাদেরকে ভবিষ্যতের মানচিত্র অর্পণ করে। অনেক বিনিয়োগকারীরা ফাঁদে পড়ে যান, যাকে 'ইতিহাসবিদরা ভাববাদী' বিভ্রান্তি বলে থাকেন: একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির সংকেত হিসেবে অতীতের অর্থনৈতিক ডেটা বিশ্লেষণের উপর অত্যধিক নির্ভর করা হয়, যা উদ্ভাবন, পরিবর্তন এবং অগ্রগতির প্রাণশক্তি।

আপনি যদি বিনিয়োগের বিষয়টিকে একটি কঠিন অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হিসেবে দেখেন, তাহলে ইতিহাস আপনার ভবিষ্যতের জন্য

একটি নিখুঁত গাইড লাইন হিসেবে গণ্য হবে। ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবী গ্রহের এক বিলিয়ন বছরের ইতিহাসগত তথ্য উদঘাটন করতে পারেন এবং পৃথিবী গ্রহটি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার একটি সম্ভাব্য মডেল তৈরি করতে পারেন।

আবহাওয়াবিদরাও তাই করতে পারেন। ডাক্তাররা ২০২০ সালে কিডনি রোগের চিকিৎসা একইভাবে করেন, যেভাবে তারা ১০২০ সালে করতেন। কিন্তু শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করা অর্থনীতির কঠিনতম বিজ্ঞান নয়; অর্থাৎ এখানে ধরাবাঁধা কোনো রুলস নেই। রিচার্ড ফাইনম্যান, মহান পদার্থ বিজ্ঞানী, একদা মন্তব্য করেন—ভাবুন, ইলেকট্রনের যদি অনুভূতি থাকতো, তাহলে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি কতোটা কঠিন হতো। বিনিয়োগকারীদের অনুভূতি আছে, তারা আমাদের মতোই মানুষ। এ কারণেই এমন মানুষেরা অতীতে যা করেছে, তার উপর ভিত্তি করে তারা পরবর্তীতে ভবিষ্যতে কী করবে, তা অনুমান করা অনেক কঠিন। অর্থনীতির মূল নীতিমালা হলো এই যে, সম্পদের চাহিদা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, কারণ বাজারের অদৃশ্য হাত যেকোনো পণ্যের চাহিদা ও যোগান রেখা নিয়ন্ত্রণ করে। বিখ্যাত বিনিয়োগকারী বিল বোনার পুঁজিবাদী মার্কেট কীভাবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করেন: বাজারের চাহিদা ও যোগান বিধি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। মানুষের চাহিদার লেভেল সবসময় স্থির থাকে না। এটি সংস্কৃতি এবং প্রজন্মের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। মানুষের চাহিদার লেভেল সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট ইভেন্টের অভিজ্ঞতায় আপনার পরবর্তীতে কী ঘটবে, তা জানার কোনো সুযোগ নেই।

আসলে এমনটি খুব কমই হয়, কারণ অভিজ্ঞতা আপনাকে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। বিনিয়োগকারী মাইকেল ব্যাটনিক বিষয়টিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এই যুক্তির মুখোমুখি হয়ে যে, খুব কম বিনিয়োগকারীরা

সুদের হার বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত, কারণ তারা কখনই পূর্বেকার পরিস্থিতি এমন ঘটনা দেখেননি—ক্রমবর্ধমান সুদের হারের শেষ আলোচিত ঘটনাটি ঘটে প্রায় ৪০ বছর আগে তিনি যুক্তি দেন যে, এমনকি অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা কিংবা ঘটনা ভবিষ্যতের কোনো নির্দেশিকা হিসেবে কাজ নাও করতে পারে, কারণ যখন ঋণের সুদের হার বাড়বে, তখন কী হবে: তাহলে কী ঘটতে পারে? বর্তমান সুদের হার বৃদ্ধি কী পূর্বেকার ঘটনার মতো হবে, নাকি ভিন্ন কিছু হবে?

একদিকে, ১৯৮৭, ২০০০ এবং ২০০৮ সালের ঘটনাগুলো থেকে বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, সম্ভবত এমন অভিজ্ঞতা বিনিয়োগকারীদেরকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে? আপনি ভুল স্বীকার করতে অক্ষম হতে পারেন? আপনি যদি বিনিয়োগের পূর্বেকার ঘটনার উপর খুব বেশি নির্ভর করেন, তাহলে আপনি দুটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন।

১. আপনি সম্ভবত এমন ইভেন্টগুলো মিস করবেন, যা সবচেয়ে • বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক,

ঘটনা, রেকর্ড-ব্রেকিং ঘটনা। যে ঘটনাগুলো অর্থনীতিতে এবং স্টক মার্কেটে আলোড়ন তৈরি করেছে। আমি যখন বইটি লিখছি, তখনো আমেরিকার অর্থনীতিতে মহা মন্দা চলছে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে মহামন্দা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ ১২ বছর অবদি মহামন্দা চলমান রয়েছে। কেন মন্দার পরিস্থিতি ঘন ঘন সৃষ্টি হচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রচুর অর্থনৈতিক তত্ত্ব রয়েছে। একটি তত্ত্ব মোতাবেক ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের ফলে মহামন্দার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। আরেকটি তত্ত্ব মোতাবেক ভারী-লেভেলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গত ৫০ বছরে অর্থনীতির বাজারে আধিপত্য করছে। হতাশাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, আমাদের বর্তমান মহামন্দা দিন দিন অতীতের মহামন্দার তুলনায় আরো বেশি শক্তিশালী হচ্ছে।

অর্থনীতির এমন ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলো কীভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে, তা দেখানোর জন্য, এমন একজন ব্যক্তির থিওরি বিবেচনা করুন, যাকে অনেকেই বিশ্বাস করে যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ : যেমন-বেঞ্জামিন গ্রাহাম।গ্রাহামের ক্ল্যাসিক বই, 'দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর', এর মধ্যে তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনার উপর বেশি ফেকাস করা হয়েছে। তার বর্ণিত সূত্রগুলো বিনিয়োগকারীরা স্মার্ট বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করতে পারেন। আমি কিশোর বয়সে গ্রাহামের বই পাঠ করি; প্রথমবার বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারি। বইটিতে উপস্থাপিত সূত্রগুলো আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল, কারণ এতে আক্ষরিক অর্থে ধনী হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে করণীয় নির্দেশাবলি ছিল। শুধু নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন। এটি আপনার কাছে সহজ কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু প্রয়োগ করার জটিলতা স্পষ্ট হয় তখনই, যখন আপনি এই সুত্রগুলোর কিছু সূত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন: আসলে এমন সূত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি সূত্র কাজ করে। গ্রাহামের তত্ত্বগুলোতে একজন রক্ষণশীল

বিনিয়োগকারীকে ১:৫ গুণের বেশি মূল্যের জন্য স্টক ট্রেডিং পরিহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি গত এক দশক ধরে এই নিয়মটির বিপরীত নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহলে আপনার কাছে বিমা এবং ব্যাংক স্টক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পৃথিবীর এমন কোনো বাজার ব্যবস্থাপনা নেই, যেখানে এমন নীতিমালার বিপরীত নীতিমালা প্রযোজ্য হতে পারে। দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর' বইটি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমি এমন কোনো বিনিয়োগকারীকে চিনি না, যিনি গ্রাহামের প্রকাশিত সূত্রগুলো ভালোভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। বইটি জ্ঞানের দিক থেকে পরিপূর্ণ-সম্ভবত অন্য যেকোনো বিনিয়োগসংক্রান্ত বইয়ের চেয়ে তুলনামূলক বেশি প্রকাশিত বই। কিন্তু, এখানে কীভাবে গাইড করতে হয়, সে বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা নেই।

তাহলে কী হলো? গ্রাহাম কী কেবলমাত্র একজন শোম্যান ছিলেন, যিনি ভালো বলতে পারেন, কিন্তু যার পরামর্শ কাজ করে না? একেবারেই এমনটি নয়। তিনি নিজেই একজন সফল বিনিয়োগকারী ছিলেন। তবে তার ব্যবহারিক জ্ঞান কম ছিল। জে অ্যাসন জেড ওয়েইগ—যিনি গ্রাহামের বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে একটি টীকা লেখেনএকবার লিখেছিলেন: গ্রাহাম ক্রমাগত পরীক্ষা করেন তার অনুমানগুলোকে পুনরায় পরীক্ষা করেন—পরীক্ষাগুলো কীভাবে কাজ করে, তা অনুসন্ধান করেন—গতকাল অর্থনীতি কেমন ছিল তা নয়, বরং আজ অর্থনীতিতে কী ঘটতে চলেছে তা। দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর বইয়ের প্রতিটি সংশোধিত সংস্করণে, গ্রাহাম পূর্ববর্তী সংস্করণে যে সূত্রগুলো উপস্থাপন করেন, তা বাতিল করে দেন এবং সেগুলোকে নতুন সূত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। অথচ তার পূর্বেকার সূত্রগুলোই এখন ভালো কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। গ্রাহামের বইটির একটি সাধারণ সমালোচনা হলো এই যে, তার বইটির ১৯৭২ সালের সংস্করণে উল্লিখিত সমস্ত সূত্র এখন পুরানো হয়ে গেছে। তিনি ১৯৬৫ সালের সংস্করণের সূত্রগুলো দিয়ে ১৯৭২ সালের সংস্করণের সূত্রগুলোকে প্রতিস্থাপন করেন, যেগুলো ১৯৫৪ সালের সংস্করণে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

অধ্যায় ॥ ১৩

ভুল করার সুযোগ

স্মার্ট আর্থিক আচরণের কিছু সেরা উদাহরণের একটি সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে : লাস ভেগাস ক্যাসিনো। অবশ্য সব খেলার মধ্যে এমন সুযোগ পরিলক্ষিত নয়। ব্লজ্যাক খেলোয়াড়দের একটি ক্ষুদ্র দল, যারা কার্ড গণনার অনুশীলন করে সাধারণ মানুষদেরকে অর্থ পরিচালনার বিষয়ে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শেখাতে পারেন: ত্রুটির সুযোগ রাখার গুরুত্ব। ব্লজ্যাক কার্ড গণনার মৌলিক বিষয়গুলো সহজ: ডিলার পরবর্তীতে কোনো কার্ড তুলবেন, তা নিশ্চিতভাবে কেউ জানতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে যে কার্ডগুলো ডিল করা হয়েছে, সেগুলো ট্র্যাক করে আপনি গণনা করতে পারেন, যেকোনো কার্ডগুলো তোলা হতে পারে।

গণনা করার মাধ্যমে আপনি ডিলারের তোলা একটি নির্দিষ্ট কার্ডের প্রতিকূলতা নির্ধারণ করতে পারেন। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আপনি বাজি ধরতে পারেন, যখন আপনার পছন্দের কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার পক্ষে থাকে। ব্লজ্যাক খেলোয়াড়েরা মনে করে, যেকোনো বিশেষ কার্ডে তাদের চালবাজি সঠিক হওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে, তবে তারা জানেন যে, এখানে তাদের ভুল করারও সুযোগ রয়েছে। কার্ড কাউন্টিং সিস্টেম কাজ করে, কারণ আপনি এর মাধ্যমে কোন কার্ডটি চালবেন, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রতিকূলতা আপনার পক্ষে মনে হয়, তাহলে বেশি বাজি ধরবেন না। আপনি যদি বার বার সিদ্ধান্তে ভুল করেন তাহলে আপনি এতোটাই হারাবেন যে, আপনার কাছে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ

আর থাকবে না। এমন মুহূর্ত কখনই আসবে না যে, আপনি এতোটাই সঠিক যে, আপনার বাজিতে পরাজিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রকৃতি কারও প্রতিই সর্বদা সদয় হয় না—ধারাবাহিকভাবে ভাগ্য কারও অনুকূল হয় না। আপনাকে ভুল করার স্কোপ রাখতে হবে। আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকল্পনা না করে, বাস্তবতার আলোকে আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে।

কেভিন লুইস, একজন সফল কেসিনো কার্ড জুয়াড়ি-তার বিখ্যাত বই Bringing Down the House-এর মধ্যে লিখেছেন: যদিও কার্ড গণনা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে কাজ করে মর্মে প্রমাণিত, তথাপি এখানে গ্যারান্টি নেই যে আপনি প্রতিবার জয়লাভ করতে পারবেনক্যাসিনোতে আপনাকে আপনার ভাগ্যের উপর নির্ভর হতে হবে।

আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, যেকোনো দুর্ভাগ্য মোকাবিলা করার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে। ধরা যাক, আপনার ক্যাসিনোতে মোটামুটি ২ শতাংশ প্রান্ত রয়েছে। এর মানে এখনো ক্যাসিনো ৪৯ শতাংশ সময়ে জিতবে। অতএব, আপনার বিরুদ্ধে যেকোনো বৈকল্পিক সুইং সহ্য করার জন্য আপনার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকতে হবে। অঙ্গুষ্ঠের একটি নিয়ম হলো, আপনার কমপক্ষে একশত মৌলিক ইউনিট থাকতে হবে। ধরে নিচ্ছি আপনি দশ হাজার ডলার দিয়ে শুরু করছেন, আপনি আরামে একশ ডলারের ইউনিট খেলতে পারবেন। ইতিহাসে সাধারণত ভালো ঘটনাগুলো স্থান পায়, যেখান থেকে আপনি খারাপ বা নেতিবাচক ঘটনাগুলোকে আলাদা করতে পারবেন না। ভুল করার সুযোগ রাখার অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ আমাদের জীবন 'অজানা রহস্যে ঘেরা।

এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় হলো, ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলে আপনি মনে করেন, তার সাথে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, তার ব্যবধান তৈরি করা।

বেঞ্জামিন গ্রাহাম অর্থনীতিতে নিরাপত্তার মার্জিন তত্ব ধারণার প্রবর্তনের জন্য সুপরিচিত। তিনি তত্ত্বটিকে গাণিতিক মডেল আকারে

ব্যাখা করেছেন। কিন্তু তার তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ফুটে উঠেছে একটি সাক্ষাঙ্কারে থেকে, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন মার্জিন নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস প্রদান করা।' তার এমন সাধারণ বক্তব্য অনুধাবন করা কতোটা কঠিন, তা আপনি প্রথমদিকে বুঝবেন না। নিরাপত্তার মার্জিন তত্ত্বকে আপনি ত্রুটির সুযোগ কিংবা প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বও বলতে পারেননিশ্চয়তার তত্ত্ব নয়; প্রতিকূলতার মাধ্যমে পরিচালিত বিশ্বকে নিরাপদে নেভিগেট করার একমাত্র কার্যকর উপায়। এই পৃথিবীতে বিদ্যমান অর্থের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সবকিছুরই নির্ভুলতার সাথে পূর্বাভাস দেওয়া অনেক কঠিন। এটি কার্ড বাজি ধরার মতো গেমে সুস্পষ্ট, কারণ সম্ভবত কেউই জানতে পারে না যে, পরবর্তী কোনো কার্ড খেলার টেবিলে তোলা হবে। আগামী ১০ বছর পর স্টক মার্কেটের গড় বার্ষিক রিটার্ন কতো হবে? তা কেউই বলতে পারবে না। আমরা যা করতে পারি তা হলো, প্রতিকূলতা সম্পর্কে আগেভাগে চিন্তা করে পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন গ্রাদের যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এর সাথে মানুষেরা কীভাবে ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারে, তার গল্প সম্পৃক্ত করা হয়। যখন সামনের সারির ট্যাঙ্কগুলোর বোমা নিক্ষেপের সক্রিয়তা নিদারুণ প্রয়োজন ছিল, তখন এমন কিছু ঘটেছিল, যা সবাইকে অবাক করে দেয়: এগুলোর প্রায় সব ট্যাঙ্কই অকেজো ছিল। ইউনিটের ১০৪টি ট্যাঙ্কের মধ্যে ২০টিরও কম ট্যাঙ্ক চালু ছিল। প্রকৌশলীরা দ্রুত সমস্যাটি খুঁজে পান।

ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ক্রেইগ লিখেছেন: 'সামনের লাইনের ট্যাঙ্কগুলোতে মাঠের ইঁদুরগুলো ভিতরে বাসা বেঁধেছিল এবং বৈদ্যুতিক তারগুলোকে আবৃত করে খেয়ে ফেলেছিল। যেগুলো জার্মানদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল, সেগুলোকে ছোট ইঁদুর অকেজো করে দেয়। জার্মানিরা সেখানে ইদুরের কাছে পরাজিত হয়। আপনি তাদের হতবাক হওয়ার মাত্রা কল্পনা করতে পারেন? ট্যাঙ্ক ডিজাইনার কী ধরনের মাউস সুরক্ষা সম্পর্কে ভাবেন?

যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু এমন ঘটনা সবসময় ঘটে না। আপনি সমস্ত কিছুতে ঝুঁকি গ্রহণের পরিকল্পনা করতে পারেন; তবে এমন কিছুতে নয়, যা আপনার মনকে অতিক্রম করার জন্য পাগল। এই পাগল জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে, কারণ সেগুলো আপনার ভাবার আগেই ঘটে থাকে। কীভাবে এগুলো মোকাবিলা করা যায়, সে সম্পর্কে আপনার কোনো পরিকল্পনাও নেই।

২০০৬ সালে ওয়ারেন বাফেট তার নিজেকে চূড়ান্ত প্রতিস্থাপনের জন্য একটি অনুসন্ধানের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, তার এমন কাউকে প্রয়োজন জিনগতভাবে প্রোগ্রাম করে গুরুতর ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করা এবং পরিহার করার জন্য। কিন্তু এ কাজটি আদৌ সম্ভব নয়। একটি কোম্পানির কার্যালয় তিনবার ভাঙা হয়েছে। একটি কোম্পানিকে তার উৎপাদন কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। একজন গ্রাহক দোকানে প্রবেশের পর দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ তিনি পছন্দ করেননি যে, অন্য গ্রাহক একটি কুকুর ভেতরে নিয়ে আসবেন।

একজন সিইওর ইমেল একটি তহবিল সংগ্রহের মাঝখানে জালিয়াতি করা হয়, যার জন্য তার সমস্ত মনোযোগ বিভ্রাট ঘটে। এই ইভেন্টগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে কোম্পানির ভবিষ্যতের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কোনটিই পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না, কারণ এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য সিইওদের সাথে আগে কেউ মিটিং করেনি। এ ধরনের অজানা ঝুঁকি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। আপনি যা কল্পনা করতে পারবেন না, তার জন্য আপনি প্রস্তুত হতে পারবেন না। জীবনে কিছু অর্জনের জন্য একটি ভালো নিয়ম হলো এই যে যা ভেঙে যেতে পারে, তা শেষপর্যন্ত ভেঙে যাবে; তাই আগেভাগে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই, যদি আপনি এমন কোনো ব্যবসায়িক কাজের উপর নির্ভর করেন, যেটি যেকোনো সময় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে; তাহলে আপনি বিপর্যয়ের দিন গুণছেন। এটি ব্যর্থতার একক পয়েন্ট। কিছু লোক ব্যর্থতার একক পয়েন্ট মোকাবিলা করতে অত্যন্ত দক্ষ। বিমানের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ।

সিস্টেমে ব্যাকআপ থাকে এবং ব্যাকআপগুলোতে প্রায়শই ব্যাকআপ থাকে। আধুনিক জেটগুলোতে চারটি অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি একটি ইঞ্জিন দিয়ে উড়তে পারেন এবং প্রযুক্তিগতভাবে কোনটি ছাড়াই অবতরণ করতে পারেন, কারণ প্রতিটি জেটকে অবশ্যই তার ইঞ্জিন থেকে থ্রাস্ট রিভার্স ছাড়াই তার ব্রেকসহ রানওয়েতে থামতে সক্ষম হতে হবে। একইভাবে, সাসপেনশন ব্রিজ পড়ে না গিয়ে এর অনেক তার বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অর্থের সাথে ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় একক পয়েন্ট হলো, স্বল্পমেয়াদি ব্যয়ের প্রয়োজনগুলোতে তহবিলের ব্যবস্থা করার জন্য একটি পেচেকের উপর নির্ভর করা, আপনার খরচগুলি এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন, তার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করা। যে কৌশলটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়—এমনকি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরাও, যা আমরা অধ্যায় ১০-এ দেখেছি: তারা বুঝতে পারে না যে, অর্থ সংরক্ষণ করার জন্য তাদের নির্দিষ্ট কারণের প্রয়োজন নেই। একটি গাড়ি কিংবা একটি বাড়ি কিংবা অবসর গ্রহণের জন্য সঞ্চয় করা ভালো।

কিন্তু এমন জিনিসগুলোর জন্য সঞ্চয় করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা আপনি সম্ভাব্য আকারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বা এমনকি বুঝতেও পারবেন না—তাদের আর্থিক সমতা।

অধ্যায় ॥ ১৪

আপনিই পরিবর্তন করবেন

আমি এমন এক বন্ধুর সাথে বড় হয়েছি, যে বিশেষাধিকার কিংবা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো পরিবার থেকে আসেনি, কিন্তু আমি জানতাম, সে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী লোক। এই লোকদের শেখানোর অনেক কিছু আছে, কারণ তাদের সফলতার রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চিতে একটি অনাবৃত বোঝা রয়েছে। কিশোর বয়সে তার জীবনের লক্ষ্য এবং স্বপ্ন ছিল একজন ডাক্তার হওয়া। | তার স্বপ্ন অর্জনে প্রতিকূলতা আঘাত হানে। তখনকার সময়ের কোনো যুক্তিসংগত ব্যক্তি বলবেন না যে, তার মতো কোনো পরিবারের সন্তান ডাক্তার হতে পারবে। কিন্তু সে কঠোর পরিশ্রম করলো—অবশেষে সে একজন ডাক্তার হয়। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সবচেয়ে মহৎ পেশাগুলোর মধ্যে একটি অর্জন করা থেকে কতোটা পরিপূর্ণতা আসে? আমি কয়েক বছর আগে তার সাথে কথা বলেছিলাম। কথোপকথনটি এমন ছিল: আমি : অনেক দিন কথা নেই! তুমি কেমন করে নক করলে—'সে : 'ভয়াবহ ক্যারিয়ার।

'আমি : হাহা, আচ্ছা' সে : 'ভয়াবহ ক্যারিয়ার, সবচেয়ে কষ্টের পেশা।' এভাবে চললো ১০ মিনিট। মানসিক চাপ এবং কাজের ঘণ্টা তাকে মাটিতে ধৃত করেছিল। ১৫ বছর আগে সে নিজেকে যেখানে রাখতে চেয়েছিল, আজকে সে সেখানেই আছে; কিন্তু আজকে তাকে হতাশ বলে মনে হয়। মনোবিজ্ঞানের একটি ভিত্তি হলো এই যে, মানুষেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আনাড়ি। একটি লক্ষ কল্পনা করা অনেক সহজ, কিন্তু এমন লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন

করা অনেক কঠিন। বাস্তবতা ভবিষ্যতের আর্থিক লক্ষ্যগুলো নির্ধারণে আমাদের পরিকল্পনা করার সক্ষমতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে।

একটি পাঁচ বছর বয়সি ছেলে বড় হয়ে ট্রাক্টর চালাতে চায়। একটি অল্পবয়সি ছেলের চোখে অল্প কিছু কাজই ভালো দেখায়, যার মনের মধ্যে একটি ভালো চাকরির করার ধারণা নেই এবং ভরুম রুম, বিপ বিপ, বড় ট্রাক্টর, এখানে আমি এসেছি! কী মজা!'। তারপর যখন এমন শিশু বড় হয় এবং বুঝতে পারে যে, একটি ট্রাক্টর চালানো সম্ভবত সেরা ক্যারিয়ার নয়, তখন সে হয়তো তারা আরো মর্যাদাপূর্ণ বা লাভজনক কিছু ক্যারিয়ার হিসেবে অর্জন চায়।।

অনেকে কিশোর বয়সে আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এমন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তারা তাদের পরিকল্পনা সেট করে। আইনের স্কুল পড়াশোনা এবং খরচ বহন করে তারা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে। তারপর একজন জুনিয়র আইনজীবী হিসেবে তারা এতো দীর্ঘ কর্মঘণ্টার মুখোমুখি হয় যে, তারা খুব কমই তাদের পরিবারের দেখাশোনা করার সুযোগ পান। তাই, তারা নমনীয় কর্মঘণ্টার মধ্যে একটি কম বেতনের চাকরি নেন। তারপর তারা বুঝতে পারে যে, তাদের সন্তান লালন-পালন করা অনেক ব্যয়বহুল। তারপর ৭০ বছর বয়সে তারা বুঝতে পারে যে সারাজীবন অর্থ উপার্জন করা সত্তে তারা এখনো অবসর গ্রহণের জন্য অপ্রস্তুত। আমাদের মধ্যে অনেকেই একই ট্রাজেক্টোরিতে জীবন অতিবাহিত করে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মতে, কলেজ গ্র্যাজুয়েশনদের মধ্যে মাত্র ২৭% এ্যাডুয়েট তাদের মেজর সাবজেক্টে চাকরি পান। ২৯ শতাংশ বাবা-মার কাছে কলেজ ডিগ্রি রয়েছে। আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, ৩০ বছর বয়সি একজন অভিভাবক জীবনের লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে এমনভাবে চিন্তা করতে পারেন, যেভাবে ১৮ বছর বয়সি একজন গ্র্যাজুয়েট চিন্তা করতে পারবেন না। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু সবকিছু পরিবর্তিত হয়— আপনার চারপাশের জগৎ এবং আপনার নিজের জীবনের লক্ষ্য এবং

ইচ্ছা উভয়ই। আমরা জানি না আমাদের ভবিষ্যতে কী আছে। এমন কি আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি নিজেই আজ জানেন না যে, এমনকি আপনি ভবিষ্যতে কী চান। দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক কঠিন যখন আপনি ভবিষ্যতে কী চান, সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারেন না।

মনোবিজ্ঞানীদের দাবি যে, মানুষ অতীতে কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিত্ব, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যগুলো কতোটা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা অবমূল্যায়ন করে।

হার্ভার্ডের মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল গিলবার্টের মতে : আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিই, যা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তারপর যখন আমরা আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হই, তখন আমরা আর আমাদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে রোমাঞ্চিত হই না। তাই তরুণরা শরীরে ট্যাটু লাগানোর জন্য টাকার ব্যবস্থা করে-মধ্য বয়সিরা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে যায় প্রাপ্তবয়স্করা বিয়ে করতে চায় মধ্যবয়সিরা অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

অধ্যায় ॥১৫

জগতের কোনোকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না

সবকিছুরই একটা দাম আছে। টাকা দিয়ে অনেক কিছু ক্রয় করার চাবিকাঠি হলো, সেই দামটা কী তা খুঁজে বের করা? সমস্যা হলো এই যে, অনেক কিছুর মূল্যই স্পষ্ট নয়। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি ২০০৪ সালে বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানি ছিল; বর্তমানে যার মূল্য এক ট্রিলিয়ন ডলার থেকে এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। কোম্পানিটি বিগত ১০ বছরে কর্পোরেট অভিজাততন্ত্রের পুঁজিবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। তারপর সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটে GE-এর অর্থায়ন বিভাগ কোম্পানির অর্ধেকেরও বেশি মুনাফা সরবরাহ করেছিল সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

এটি শেষপর্যন্ত নিলামে বিক্রয় করা হয়। ২০০৭ সালে GE-এর স্টক মূল্য ৮ ৪০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৮ ৭-এ নেমে এসেছে। এর সিইও জে ইফ ইমেল্ট—যিনি ২০০১ সাল থেকে কোম্পানিটি পরিচালনা করেন—তা দোষারোপ করা হয়—তাকে তার নেতৃত্ব, তার অধিগ্রহণ, লভ্যাংশ কাটা, শ্রমিক ছাঁটাই এবং অবশ্যই নিমজ্জিত স্টক মূল্যের জন্য সমালোচনা করা হয়।

ঠিক তাই : যারা রাজবংশীয় সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত হন, যখন সময় ভালো থাকে, তারা জোয়ারের বাইরে গেলে দায়ভারের বোঝা বহন করতে বাধ্য হন। তিনি ২০১৭ সালে পদত্যাগ করেন।

কিন্তু ইমেল্ট পদত্যাগ করার সময় সমালোচকদের জবাবে কিছু মন্তব্য করেন—যারা বলেছিল যে, তার কাজগুলো ভুল ছিল এবং তার যা করা উচিত, তা সে করেনি। ইমেল্ট তার সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে বললেন—“প্রতিটি কাজ সহজ দেখায়, যখন আপনি বাস্তবে কাজটি করছেন না। প্রতিটি কাজ সহজ দেখায় যখন আপনি এটি করছেন না, কারণ মাঠের কর্মী যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তা প্রায়ই অন্যদের কাছে অদৃশ্য থাকে। স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আমলাতন্ত্রের বিরোধপূর্ণ দাবিগুলোর সাথে মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়।
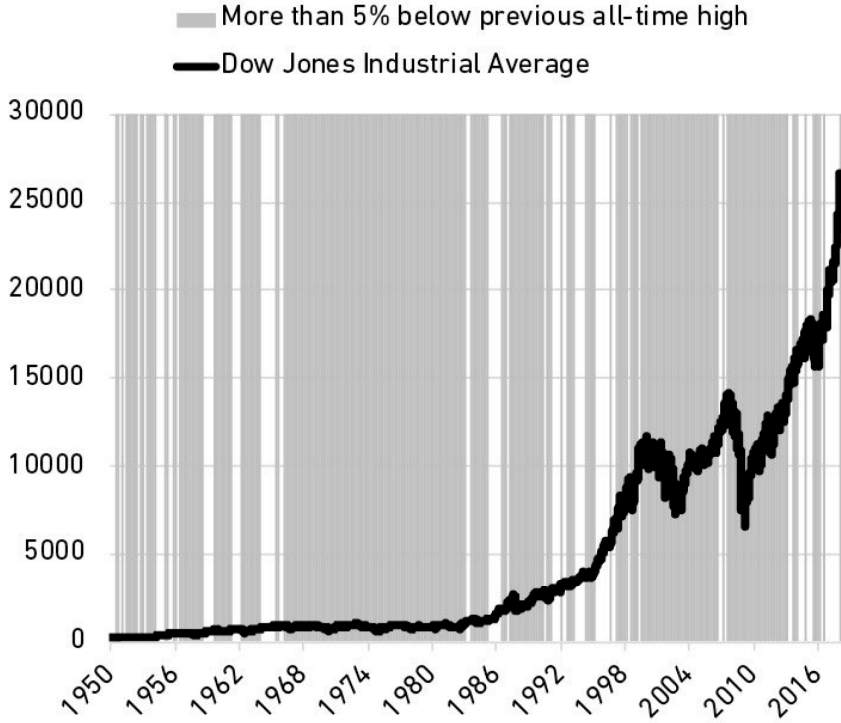
ইমেল্টের উত্তরসূরি , যে ১৪ মাস স্থায়ী হয়, সেও এমন অভিজ্ঞতার বিষয়ে শেয়ার করে। বেশিরভাগ জিনিসই থিওরির তুলনায় অনুশীলন করা অনেক কঠিন। কখনো কখনো এমনটি হয়, কারণ আমরা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী।

আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, সূক্ষ্ম চিন্তা করে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সফল বিনিয়োগ করা সহজ মনে হবে, যখন আপনি বাস্তবে এমনটি করবেন না; বাস্তবে বিনিয়োগের কাজটি অনেক কঠিন। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্টক ধরে রাখা অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু আপনি কী জানেন যে, যখন শেয়ারের মূল্য কমে যায়, তখন দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা কতোটা কঠিন? সবকিছুর মতোই একজন সফল বিনিয়োগকারী হওয়া অনেক কঠিন কাজ। অস্থিরতা, ভয়, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা এবং অনুশোচনা যেগুলোকে আপনার মোকবিলা করতে হবে।

বিনিয়োগের একটি মূল্য আছে, তা চিনতে না পারা আমাদের বিনামূল্যে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করার মতো। মনে করুন যে, আপনি একটি নতুন গাড়ি ক্রয় করতে চান। এর দাম ৩০,০০০। আপনার কাছে তিনটি অপশান আছে :

১. এর জন্য ৩০,০০০ প্রদান করুন

২. একটি সস্তা ব্যবহৃত গাড়ির সন্ধান করুন কিংবা

৩. একটি গাড়ি চুরি করুন।

এক্ষেত্রে ৯৯% লোক তৃতীয় বিকল্পটি পরিহার করতে জানে, কারণ একটি গাড়ি চুরি করার পরিণতি উল্টোদিকে হতে পারে। কিন্তু মনে করুন যে, আপনি আগামী ৩০ বছরে ১১% বার্ষিক রিটার্ন অর্জন করতে চান, যাতে আপনি শান্তিতে অবসর নিতে পারেন। এমন মুনাফা কি আপনি বিনামূল্যে অর্জন করতে পারবেন? অবশ্যই না। পৃথিবী কখনই এতো সুন্দর হয় না।

চিত্র : ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতির বিবরণ।

অধ্যায় ॥ ১৬

আপনাকে এবং আমাকে

১৯৯০-এর দশকে Yahoo ডটকমে বিনিয়োগ করা, কিংবা ইয়াহু কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা পাগলামি হিসেবে গণ্য করা হতো। অনেক বিনিয়োগকারী যারা ইয়াহু কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতেন, তাদের নিয়ে উপহাস করা হতো। কারণ, এর রিটার্ন পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু বর্তমান দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বিপরীত।

পূর্বে এর শেয়ার মূল্য ছিল $ ৫০০ ডলার, বর্তমানে প্রায় ১০০ গুণ বেড়েছে। মূল্যের এমন পরিবর্তন বছরের পর বছর ধরে হয়েছে। ফাইন্যান্সের একটি নিয়ম হলো এই যে, অর্থের পিছনে ছুটলে, তা যতোটা সম্ভব ফেরত আসে। যদি একটি বিনিয়োগকৃত সম্পদের গতি থাকে—এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে-এর মূল্য উপরে চলে উঠে যাবে।।

মোমেন্টাম মুনাফার অফার একটি যুক্তিসংগত উপায়ে স্বল্পমেয়াদি ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে। তারপর, কিছুদিনের মাথায় এর রেস বন্ধ হয়ে যায়। যখন স্বল্পমেয়াদি রিটার্নের গতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, তখন বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ থেকে বেশিরভাগ স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। যেহেতু ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদি আয় বৃদ্ধি পায়, সেহেতু ব্যবসায়ীরা আরো বেশি আকর্ষণবোধ করে।।

১৯৯৯ সালে মিউচুয়াল ফান্ডের বার্ষিক গড় টার্নওভার ছিল ১২০%, পরবর্তীতে যখন এই রেট কমে যায়, তখন ব্যক্তিগত

বিনিয়োগকারীরা যারা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতেন, তারা বিনিয়োগে অনীহা প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক সংকটেও যারা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করেন, আপনি তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বলতে পারেন। বিশাল ঝুঁকি নিতে তাদের ইচ্ছার উপর আপনি মাথা নাড়তে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আপনি তাদের সবাইকে অযৌক্তিক বলতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে অযৌক্তিকভাবে অংশগ্রহণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের বিকল্প ব্যবস্থা থাকে।

ইতিহাসবিদ ডেইড্রে ম্যাকক্লোস্কি দাবি করেন যে—আশাবাদ পোষণ করা বেশিরভাগ মানুষের জন্য সেরা বাজি, কারণ বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের জন্য বেশিরভাগ সময় ভালো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা প্রায়ই অসম্ভব। মানুষেরা এমন কথা শুনতে পছন্দ করে যে, পৃথিবী নরকে যাচ্ছে ।'

ইতিহাসবিদ ডেইড্রে ম্যাকক্লোস্কি।।

তবে, হতাশাবাদ আমাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। হতাশাবাদ আশাবাদের চেয়ে বেশি কমন নয়। এটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চিত্তাকর্ষক—এর ফলে যে কোনো বিনিয়োগের ঝুঁকির উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। আমরা আরো এগিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের সংজ্ঞায়িত করা উচিত যে, আশাবাদ কী? সত্যিকারের আশাবাদীরা বিশ্বাস করেন না যে, সবকিছু দুর্দান্ত হবে। এটাই আত্মতুষ্টি।

আশাবাদ হলো এমন একটি বিশ্বাস যে, একটি ভালো ফলাফল সময়ের সাথে সাথে আপনার পক্ষে থাকবে, এমনকি যখন পথের ধারে বিপত্তি দেখা দেয়, তারপরও। সকালে ঘুম থেকে উঠে যেকোনো বিষয়ে নেতিবাচক চিন্তা না করে, কিছুটা ভালো এবং উৎপাদনশীল চিন্তা করার চেষ্টা করাই হলো আশাবাদের মূল ভিত্তি। এটা জটিল নয়। এটি নিশ্চিতও নয়। এটি বেশিরভাগ মানুষের জন্য সবচেয়ে যুক্তিসংগত বাজি, বেশিরভাগ সময়ে নয়। প্রয়াত পরিসংখ্যানবিদ হ্যান্স রোজলিং

বিষয়টিকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন: 'আমি আশাবাদী নই। আমি খুব গুরুতর সম্ভাবনাবাদী।' ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮।

আধুনিক ইতিহাসে অর্থনীতির সবচেয়ে খারাপ বছর অপেক্ষা করছে। বিশ্বের শেয়ারবাজারে ধস নেমেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবন সমর্থনের উপর নির্ভর হয়ে গেছে। বেকারত্ব বাড়ছে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক জে ওরনাল (একজন রুশ লেখক) লিখেছেন:

২০১০-এর শেষের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছয় টুকরো হয়ে যাবেআলাস্কা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ফিরে যাবে। ক্যালিফোর্নিয়া নিউক্লিয়াস শক্তি গঠন করবে, যাকে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া প্রজাতন্ত্র হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন, চীনের অংশ চীনা প্রভাবাধীনে থাকবে। টেক্সাস হবে 'দ্য টেক্সাস রিপাবলিক'-এর প্রাণকেন্দ্র হবে মেক্সিকো ওয়াশিংটন, ডিসি এবং নিউইয়র্ক শহর আটলান্টিক আমেরিকা' এর অংশ হবে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিবে। কানাডা উত্তর রাজ্যের একটি গ্রুপ দখল করবে, যাকে অধ্যাপক প্যানারিন (একজন রুশ লেখক) দ্য সেন্ট্রাল নর্থ আমেরিকান রিপাবলিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাওয়াই, তিনি পরামর্শ দেন, জাপান কিংবা চীনের একটি সংরক্ষিত অঞ্চল হবে এবং আলাস্কা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। লেখকের এমন দাবি কল্পনাতীত;, মোটেও বাস্তবসম্মত নয়।

অধ্যায় ॥ ১৭

হতাশাবাদের প্রলোভন

নৈরাশ্যবাদের আদলে একটি গল্প তৈরি করা অনেক সহজ, কারণ গল্পের অংশগুলোকে আরো নতুন এবং সাম্প্রতিক করে তোলা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু আশাবাদীদের আদলে একটি গল্প তৈরি করা সহজ নয়। যেমন মেডিকেল চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতির কথা বিবেচনা করুন। গত বছরের দিকে তাকালে দেখবেন, বর্তমানে এই খাতে আরো কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। আবার, এই খাতটি কোনো এক দশকে বেশি ভালো করবে না। কিন্তু গত ৫০ বছরের দিকে তাকালে, অসাধারণ কিছু দেখা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের মতে, ১৯৬৫ সাল থেকে হৃদরোগে মৃত্যুর হার ৭০%-এরও বেশি কমেছে। কিন্তু যেহেতু মেডিকেল খাতের এই অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে ঘটেছে; তাই সন্ত্রাসবাদ, বিমান দুর্ঘটনা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো দ্রুত, আকস্মিক মৃত্যু হারের তুলনায় এটি কম মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমরা প্রতি সপ্তাহে পাঁচবার হারিকেন ক্যাটরিনার মতো দুর্যোগের মুখোমুখি হই কল্পনা করুন যে, এমন পরিস্থিতিতে মেডিকেল খাতের ধীরগতিসম্পন্ন উন্নয়ন কতোটা মনোযোগ পাবে?

এই একই ঘটনা ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে একটি পণ্য কিংবা কোম্পানি কতোটা অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা বুঝতে কয়েক বছর সময় লাগে; কিন্তু ব্যর্থতা রাতারাতি ঘটতে পারে। স্টক মার্কেটে,

যেখানে একটি শেয়ারের দাম রাতারাতি ৪০% কমে যেতে পারে, সেখানে একর ১৪০% মূল্য বৃদ্ধি পেতে প্রায় ছয় বছর কেটে যাবে। কর্মজীবনে যেখানে খ্যাতি অর্জন করতে সারাজীবন লাগে, সেখানে এমন খ্যাতি ধ্বংস হতে মাত্র একটি ইমেল কেলেংকারিই যথেষ্ট। এই বইটিতে পূর্বে বর্ণনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আবারও বর্ণনা করছি: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মুনাফা লাভের সম্ভব্য মাত্রা চিহ্নিত করতে হবে-প্রবৃদ্ধির দীর্ঘ পটভূমির মধ্যে অস্থিরতা এবং ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

২০০৪ সালে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় স্টিফেন হকিং-এর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তিনি সেই বিজ্ঞানী, যার নিরাময় অযোগ্য মোটর নিউরন রোগের কারণে তিনি ২১ বছর বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কথা বলতে অক্ষম হন। তার কম্পিউটারের মাধ্যমে, হকিং বললেন যে, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে বই বিক্রি করতে অনেক আগ্রহী ছিলেন। আপনি কি সবসময় এমন প্রফুল্লতা অনুভব করে? টাইমসের জিজ্ঞাসা? আমার প্রত্যাশা এখন শূন্যে নেমে গেছে।

মনে করুন, একটি এলিয়েনকে পৃথিবী গ্রহে পাঠানো হলো। তার কাজ হলো, আমাদের অর্থনীতির ওপর নজর রাখা। সে নিউইয়র্ক সিটির উপর পাখির মতো চক্কর দেয়, অর্থনীতির আকার বোঝার চেষ্টা করে এবং ২০০৭-২০০৯ অর্থবছরের মধ্যকার পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা

করে।

২০০৭ সালের নববর্ষের প্রাক্কালে সে টাইমস স্কোয়ারে ঘুরে বেড়ায়। সে চারদিকে উজ্জ্বল আলো, বিশাল বিলবোর্ড, আতশবাজি এবং টিভি ক্যামেরায় বেষ্টিত হাজার হাজার আনন্দিত পার্টিগামীদের দেখে। আবারও সে ২০০৯ সালের নববর্ষের প্রাক্কালে টাইমস স্কোয়ারে ফিরে আসে। সে দেখতে পায়, হাজার হাজার আনন্দিত পার্টির লোকজন, চারদিকে উজ্জ্বল আলো, বিশাল বিলবোর্ড, আতশবাজি এবং টিভি ক্যামেরাম্যান। দৃশ্যগুলো প্রায় একই থেকে যায়। সে খুব একটা পার্থক্য

দেখতে পায় না। সে প্রায় একই সংখ্যক নিউইয়র্কবাসীকে শহরের চারপাশে হাসাহাসি করতে দেখে। সেই ব্যক্তিদের একই সংখ্যক অফিস বিল্ডিং রয়েছে, যেখানে একই সংখ্যক কম্পিউটার, একই সংখ্যক ডেস্ক, একই সংখ্যক ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে।

শহরের বাইরে সে একই সংখ্যক কারখানা এবং গুদাম দেখতে পায়, একই মহাসড়ক, একইসংখ্যক ট্রাক। সে একটু কাছে গিয়ে দেখে যে একই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই বিষয়গুলো শেখায় এবং একইসংখ্যক শিক্ষার্থীদেরকে একই ডিগ্রি প্রদান করে। সে একই সংখ্যক পেটেন্টে একই যুগান্তরকারী ধারণার সংরক্ষণ করতে দেখে। সে লক্ষ করে যে, কেবলমাত্র প্রযুক্তি খাত উন্নত হয়েছে; এমন পরিস্থিতে আপনি বলুন, আমেরিকার অর্থনীতিতে কী উন্নয়ন হয়েছে, নাকি অর্থনীতি স্থির অবস্থানে রয়ে গেছে।

অধ্যায় ॥ ১৮

যখন আপনি যেকোনো কিছু বিশ্বাস করবেন

২০০৯ সালের পর থেকে প্রত্যেকেই এখন স্মার্টফোন বহন করে, যা ২০০৭ সালে ছিল না। কম্পিউটার এখন সব অফিসেই পাওয়া যায়। সোলার এবং ফ্র্যাকিং প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত লেখক গ্রাহাম তার উপসংহারে বলেন, ২০০৯ সালেও আমেরিকার অর্থনীতি প্রায় একই রয়ে গেছে, সম্ভবত অতীতে আরো ভালো ছিল। তারপর তিনি বেকারত্বের হার দেখেন। তিনি হতবাক যে, ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে মার্কিন বেকারত্বের হার অনেক বেশি। তিনি হতবাক যে, আরো ১০ মিলিয়ন আমেরিকান বেকার হতে চলেছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যখন তিনি জানতে পারেন যে, স্টক মার্কেটের মূল্য গত দুই বছর আগে যা ছিল, বর্তমানে তার অর্ধেক কমে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। যে, তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত পূর্বাভাস ব্যর্থ হয়েছে। ‘আমি এমনটি প্রত্যাশা করিনি, তিনি নিজে নিজে বললেন। আমি আমেরিকার শহরগুলোকে এমন দেখিনি।

আমি কারখানাগুলো দেখেছি। আপনি বলছেন, একই জ্ঞান, একই সরঞ্জাম, একই ধারণা বিদ্যমান। কিছুই পরিবর্তিত হয়নি! তাহলে আপনি কেন গরিব? আপনি কেন বেশি হতাশাগ্রস্ত? ২০০৭ সাল এবং ২০০৯ সালের মধ্যে আমেরিকার অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন এসেছে: অর্থনীতি সম্পর্কে আমরা নিজেদেরকে যে গল্পগুলো বলেছিলাম, তা মিথ্যে হলো ।

১. ২০০৭ সালে আমরা আবাসন মূল্যের স্থিতিশীলতা, ব্যাংকারদের বিচক্ষণতা এবং সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণে আর্থিক বাজারের সক্ষমতা সম্পর্কে একটি গল্প বলেছিলাম। ২০০৯ সালে আমরা সেই গল্পটি বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এটিই একমাত্র জিনিস যা পরিবর্তিত হয়েছে। বাড়ির দাম বাড়তে থাকবে, এমন প্রত্যাশা মিথ্যে প্রমাণিত হলো, বন্ধকী ঋন খেলাপি বেড়ে গেল, তারপর ব্যাংকগুলো অর্থ হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেল, তারপর ব্যাংক অন্যান্য ব্যবসায় ঋণ দেওয়া কমিয়ে দিল; ফলে কোম্পানিতে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হলো, এভাবেই অর্থনৈতিক সংকট চলতে থাকে। তারপর, ৮০ বছরের মধ্যে আমেরকািার অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি ১৯৪৫ সালে জার্মানির সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকেও বেশি কিছু যারা আমেরিকার উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়।

২০০৯ সালে আমরা সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এটি বিদ্যমান সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটি। যখন আমরা অর্থনীতি, ব্যবসা, বিনিয়োগ এবং কেরিয়ারের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা বাস্তব জিনিসগুলো সম্পর্কে চিন্তা করি—আমাদের কতোটা সম্পদ আছে এবং আমরা কী করতে সক্ষম?

২. প্রত্যেকেরই বিশ্বের প্রতি একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞানের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য বিশ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে মর্মে দাবি করি। আমি বইটি যখন লিখছি, তখন আমার মেয়ের বয়স প্রায় এক বছর। সে সবকিছু সম্পর্কে অনেক কৌতূহলী এবং সে খুব দ্রুত শিখছে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি এমন সব জিনিস নিয়ে ভাবি, যা সে বুঝতে পারে না।

তার কোনো ধারণা নেই, কেন তার বাবা প্রতিদিন সকালে কাজে যায়? বিল, বাজেট, ক্যারিয়ার, পদোন্নতি এবং অবসরের জন্য সঞ্চয়ের ধারণা তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা। তার কাছে ফেডারেল রিজার্ভ, ক্রেডিট ডেরিভেটিভস কিংবা NAFTA ব্যাখ্যা করার কথা ভাবুন।

তাকে এসব বোঝানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তার পৃথিবী অন্ধকার আচ্ছন্ন নয়। সে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায় না। এমনকি এক বছর বয়সেও, সে কীভাবে সবকিছু কাজ করে, তানিজের অভ্যন্তরীণ অনুভব দিয়ে বর্ণনা করে। কম্বল তাকে উষ্ণ রাখে, মায়ের স্নেহ তাকে নিরাপদ রাখে এবং খেজুরের স্বাদ তার ভালো লাগে। সে যা কিছু দেখেছে, তা তার শেখার প্রক্রিয়া কয়েক ডজন মানসিক মডেলের একটিতে প্রযোজ্য হতে পারে। আমি যখন কাজ করতে যাই, তখন সে ভাবে না, বেতন এবং বিল কী? তার পরিস্থিতির একটি স্ফটিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে: বাবা আমার সাথে খেলছেন না এবং আমি চেয়েছিলাম যে, সে আমার সাথে খেলুক, তাই আমি দুঃখ অনুভব করছি।

যদিও সে খুব কম জানে, কিন্তু তার কম জানার বিষয়টি সে উপলব্ধি করে না, কারণ সে যে সামান্য কিছু জানে, তার উপর ভিত্তি করে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে সে নিজেকে একটি সুসংগত গল্প বলে। আমরা সবাই, আমাদের বয়স যাই হোক না কেন, নির্বিশেষে, একই জিনিস করি। ঠিক আমার মেয়ের মতো, আমি যা জানি না, তা আমি জানি না।

তাই আমি আমার হাতে থাকা সীমিত মানসিক মডেলগুলোর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করার মতোই সংবেদনশীল। তার মতো, আমি যা কিছু পেয়েছি, তার মধ্যে আমি সবচেয়ে বোধগম্য কারণগুলোর সন্ধান করি। তার মতো, আমার অনেক ধারণা ভুল হতে পারে, কারণ আমি যতটা ভাবি, তার চেয়ে পৃথিবী যেভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে আমি অনেক কম জানি। এটি চিরন্তন সত্য। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। এটি ইতোমধ্যে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পুনঃগণনা মাত্র। কিন্তু বি. এইচ, লিডেল হার্ট লিখেছেন, আমরা ইতিহাস থেকে শিখি না? ইতিহাস] কল্পনা এবং অন্তদৃষ্টির সাহায্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রমাণের নিছক পরিমাণ এতোই অপ্রতিরোধ্য যে, নির্বাচন অনিবার্য। যেখানে নির্বাচন আছে, সেখানে শিল্প আছে। যারা ইতিহাস

পড়েন, তারা এমন বিষয়গুলোর খোঁজ করেন, যা তাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয় এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত মতামত নিশ্চিত করতে চায়। তারা ইতিহাসভিত্তিক ঘটনার আনুগত্য করে। তারা যেকোনো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিংবা কোনো ধারণাকে কাউন্টার করার উদ্দেশ্য নিয়ে বই পড়ে। তারা অসুবিধাজনক সত্যকে প্রতিরোধ করে, যেহেতু প্রত্যেকেই ফেরেশতাদের পাশে থাকতে চায়। ঠিক যেমন আমরা যুদ্ধ শুরু করি, সব যুদ্ধ শেষ করার জন্য। ড্যানিয়েল কাহনেম্যান একবার আমাকে সেই গল্পগুলো সম্পর্কে বললেন, যা মানুষ অতীতকে বোঝানোর জন্য বলে থাকেন। তিনি বলেছেন: পশ্চাদৃষ্টি, অতীত ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা, আমাদের এই বিভ্রম তৈরি করে যে, বিশ্ব আমাদের বোধগম্য নয়। এটি আমাদের মধ্যে বিভ্রম তৈরি করে যে, পৃথিবী অর্থবোধ এবং জটিল একটি গ্রহ।

বেশিরভাগ মানুষ, যখন তারা বুঝতে পারে না, এমন কিছুর মুখোমুখি হয়, তখন তারা বুঝতে পারে না যে, তারা এটি বুঝতে পারে না, কারণ তারা এমন একটি ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, যা তাদের নিজস্ব অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বোঝা যায়, যদিও তাদের এমন অভিজ্ঞতা সীমিত হয়। আমরা সকলেই চাই যে, আমরা যেই জটিল বিশ্বে বসবাস করি, তা বোঝা সহজ হোক। তাই অন্ধ জ্ঞানের শূন্যস্থান পূরণ করতে আমরা নিজেদেরকে মিথ্যে গল্প বলি। এই গল্পগুলো আমাদেরকে আর্থিকভাবে যে অবস্থায় পরিণত করে, তা আকর্ষণীয় এবং ভয়ংকর উভয়ই হতে পারে। আমি যখন অর্থনৈতিক বিশ্ব কীভাবে কাজ করি, সে বিষয়ে জ্ঞানের দিক থেকে অন্ধ হয়ে যাই, তখন আমি সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝতে পারি যে, কেন স্টক মার্কেট এমন আচরণ করছে।

স্টক মার্কেট এবং অর্থনীতির ভবিষ্যদ্বাণী করার কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো, আপনি বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মনে করেন যে, বিশ্ব আপনার মতো করে পরিচালিত হয়। আপনি যখন এমন

কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, কারণগুলো আমি বুঝতে পারি না, তখন আমি আপনাকে অন্ধভাবে এমন একটি সিদ্ধান্তে অনুসরণ করতে পারি, যা আপনার পক্ষে সঠিক কিন্তু আমার জন্য বিপর্যয়কর।

যেমনটি আমরা ১৬তম অধ্যায়ে দেখেছি, কীভাবে অর্থনীতিতে সংকট তৈরি হয়? আপনি যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে শর্তে আসা মানে আপনি অন্ধ হয়ে চুক্তিতে সম্মত হচ্ছেন।

অধ্যায় ॥ ১৯

এখনই সব একসাথে উদ্যোগ নিন এবং শুরু করুন

অভিনন্দন, আপনি এখনো বইটি পড়ছেন।

আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছি। এই অধ্যায়ে সারাংশ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি পাঠ তুলে ধরা হবে, যা আপনাকে আরো ভালো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

প্রথমে, আমি আপনাকে একটি ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে একটি গল্প বলি, যা ভয়ানকভাবে বিভ্রান্তিকর ছিল। আপনার অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাণীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ক্লারেন্স হিউজ নামক একজন রোগী ১৯৩১ সালে একজন ডেন্টিস্টের কাছে যান। ডেন্টিস্ট তার ব্যথা কমানোর জন্য তাকে অপরিশোধিত অ্যানেস্থেসিয়া ইনজেকশন দেন।

ক্লারেন্স যখন কয়েক ঘণ্টা পর ঘুম থেকে জেগে উঠেন, তখন তিনি দেখেন যে, তার মাড়ির ১৬টি দাঁত নেই এবং তার টনসিলগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। তারপরের কোনো কিছুই তার মনে নেই। অস্ত্রোপচার জটিলতার ফলে ক্লারেন্স এক সপ্তাহ পর মারা যান। ফলে তার স্ত্রী ডেন্টিস্টের বিরুদ্ধে মামলা করেন, কিন্তু মামলাটি করা হয় অস্ত্রোপচারে ত্রুটির কারণে নয়, এমন অস্ত্রোপচারে তার সম্মতি নেওয়া হয়নি। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি অস্ত্রোপচারে মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল।

১৯৩১ সালে মামলাটির আগ পর্যন্ত ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে সম্মতি সাদা-কালো-স্ট্যাম্পের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো না। আদালত

এই ধারণা পোষণ করে যে, ডাক্তারদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন: এমন স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা মেডিকেল বিজ্ঞানে অগ্রগতি অর্জন করতে পারতাম না। ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ব্যাপী ওষুধ ব্যবহারের নীতি ছিল এমন যে, ডাক্তারের কাজ হচ্ছে রোগীকে চিকিৎসা করা এবং রোগী ডাক্তারের চিকিত্সা পদ্ধতি সম্পর্কে কী ভাবছেন, তা প্রাসঙ্গিক ছিল না।

ডক্টর জে এ কাটজ তার বিখ্যাত বই 'দ্য সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ড বিটুইন ডক্টর এন্ড পেশেন্ট'—এ মেডিকেল দর্শন সম্পর্কে লিখেছেন: ডাক্তাররা অনুভব করেন যে, তাদের মেডিকেল পেশার উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য তারা তাদের রোগীদের শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময় করতে বাধ্য। তাদের রোগীদের সাথে পরামর্শ না করেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। রোগীরাও তাদের ডাক্তারদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করবেন, এমন ধারণা কখনই মেডিকেল চিকিৎসা নীতির অংশ ছিল না। এ বিষয়ে কোনো প্রকার বিদ্বেষ ছিল না। সবাই এক পয়েন্টে বিশ্বাসী ছিল: প্রতিটি রোগীকে সুস্থ হতে হবে। রোগীদের নিরাময়ের একটি সর্বজনীন এবং সঠিক উপায় রয়েছে। আপনি যদি এই পয়েন্টে বিশ্বাস করেন, তাহলে চিকিৎসা পরিকল্পনায় রোগীর সম্মতির প্রয়োজন

হওয়াটা বোধগম্য। গত ৫০ বছরে মেডিকেল স্কুলগুলো সূক্ষ্মভাবে মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থাকে রোগের চিকিৎসা থেকে রোগীদের চিকিৎসার দিকে সরিয়ে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, চিকিৎসার পরিকল্পনার বিকল্প কিছু তৈরি করা এবং তারপর রোগীকে এগিয়ে যাওয়ার সেরা পথটি নির্ধারণ করতে দেওয়া।

এই প্রবণতাটি আংশিকভাবে রোগী-সুরক্ষা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আংশিকভাবে মেডিকেল খাতে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।।

Katz লিখেছেন : এমন ব্যবস্থা খুবই বিপজ্জনক। কারণ শিল্প ও বিজ্ঞান অনুশীলনে উদ্যোক্তা এবং চিকিৎসকরা স্বাধীন না হলে, তারা

তাদের কাজ সৃজনশীল ও সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না। যে শেষ লাইনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চিকিত্সা একটি জটিল পেশা এবং চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও অত্যন্ত জটিল। আপনি কি জানেন যে, চিকিৎসা পেশা এবং আর্থিক পরামর্শ প্রদানমূলক পেশা একই ধরনের? আপনাকে টাকা দিয়ে কী করতে হবে, তা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি আপনাকে চিনি না। আমি জানি না আপনি কি চান? আমি জানি না, আপনি কখন এটি চান? আমি জানি না, কেন আপনি এটি চান? তাই আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি না যে, আপনাকে টাকা দিয়ে কী করতে হবে?

আমি আপনাকে এমনভাবে অর্থনৈতিক পরামর্শ দিতে চাই না, যেভাবে একজন ডেন্টিস্ট ক্ল্যারেন্স হিউজের চিকিৎসা করেছেন।

ডাক্তার এবং রোগীদের নিজস্ব জ্ঞান আছে। তাদেরও মতভেদ আছে। তারা জানেন, তারা কী কাজ করছেন, এমনকি বর্তমানে রোগীরা তাদের জন্য কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিক সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত দেন।

আর্থিক উপদেষ্টারাও একই ধরনের কাজ করেন। অর্থের ব্যবহারসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু সার্বজনীন সত্য নীতিমালা রয়েছে, এমনকি যদি মানুষেরা এই সত্য নীতিমালাগুলোকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে প্রয়োগ করতে চায়, তাহলেও তাদরকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

অধ্যায় ॥ ২০

স্বীকারোক্তি

স্যান্ডি গোটেসম্যান, একজন বিলিয়নিয়ার বিনিয়োগকারী, যিনি কনসালটেন্সি গ্রুপ ফার্স্ট ম্যানহাটন প্রতিষ্ঠা করেন, তার বিনিয়োগ দলের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়: আপনি কিসের মালিক এবং কেন?', কিংবা আপনি কি স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করা সস্তা বলে মনে করেন? কিংবা; কেন অর্থনীতিতে মহামন্দা হতে চলেছে? আপনি আপনার নিজের টাকা দিয়ে কী করেন, তা আমাকে দেখান।

আমি এই প্রশ্নগুলো পছন্দ করি, কারণ এগুলো হাইলাইট করে যে, আমরা প্রায়শই যা বুঝি, তার সাথে বাস্তবতার বিরাট পার্থক্য রয়েছেমানুষেরা আপনাকে তাই করার পরামর্শ দেন যা তাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয় যা তারা আসলে করে থাকে। মর্নিং স্টারের মতে, মার্কিন মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিও পরিচালকদের অর্ধেকও তাদের নিজস্ব অর্থের এক শতাংশও তাদের তহবিলে বিনিয়োগ করেন না। কিন্তু এ ধরনের জিনিস আপনি যা ভাবেন তার চেয়ে বেশি সাধারণ। USCএর মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক, ২০১১ সালে কীভাবে ডাক্তাররা মারা যান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে দেখানো হয় যে, ডাক্তাররা তাদের রোগীদের জন্য সুপারিশকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে। নিজের জন্য ভিন্নতর চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেন।

ডাক্তার আমাদের বাকিদের মতো মারা যাবেন না, তিনি। লিখেছেন। তাদের সম্পর্কে অস্বাভাবিক বিষয় হলো, বেশিরভাগ আমেরিকানদের তুলনায় তারা কতোটা বেশি চিকিৎসা সুবিধা পায় তা নয়; বরং তারা কতোটা কম চিকিৎসা সুবিধা পায়? অন্যের মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা যতোটা সময় ব্যয় করে, তারা নিজেরাই মৃত্যুর মুখোমুখি হলে ততোটা কম সময় পায়। তারা ঠিক কী ঘটতে চলেছে তা জানে।

একজন ডাক্তার তার রোগীর ক্যান্সারের ফলে রান্নাঘরের সিঙ্ক ফেলে দিতে বলবেন, কিন্তু নিজের জন্য এটিকে উপশমকারী উপকরণ হিসেবে বেছে নিতে পারেন। কেউ আপনাকে যা করার পরামর্শ দেয় এবং তার নিজের জন্য যা করে, তার মধ্যকার পার্থক্য সবসময় খারাপ নয়। এটি শুধুমাত্র প্রতীয়মান করে যে, জটিল এবং মানসিক সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার সময়; যা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করে, চিকিৎসা পদ্ধতিসংক্রান্ত কোনো সঠিক উত্তর নেই। কোনো সার্বজনীন সত্য চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। কিছু মৌলিক নীতিমালা আছে, যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে—এটি অর্থনীতি এবং ওষুধের ক্ষেত্রে সত্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তগুলো স্প্রেডশিটে কিংবা পাঠ্যপুস্তকে নেওয়া হয় না। এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো রাতের খাবার টেবিলে। গ্রহণ করা হয়। এগুলো প্রায়শই সর্বাধিক আয়ের অভিপ্রায়ে গ্রহণ করা হয় না।।

এই ধরনের জিনিসগুলোকে চার্ট কিংবা সূত্র আকারে সংক্ষিপ্ত করা। অনেক কঠিন; এগুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভেদে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। একজন ব্যক্তির জন্য যা ইতিবাচভাবে কাজ করে তা অন্যের জন্য কাজ নাও করতে পারে। আপনার জন্য কি ইতিবাচ ভাবে কাজ করে, তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার জন্য কী ইতিবাচভাবে কাজ করে, তা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পরিবার কীভাবে সঞ্চয় সম্পর্কে চিন্তা করে, তা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে।

চার্লি মুঙ্গের একদা মন্তব্য করেন যে আমি ধনী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিনি। আমি শুধু স্বাধীন হতে চেয়েছিলাম। আমরা ধনী হওয়ার স্বপ্ন বাদ দিতে পারি, কিন্তু স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন বাদ দিতে পারি না। সর্বোচ্চ আয়ের পিছনে ছুটতে কিংবা সবচেয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে আমার সম্পদের সঠিক ব্যবহার আমার কাছে খুব বেশি আগ্রহমূলক বিষয় নয়। আমি চাই প্রতিদিন আমার পরিবার-সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমি আমার ইচ্ছে অনুপাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই। আমার প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এই লক্ষ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আমার বাবা-মা প্রাপ্তবয়স্কে বছর দুটি পর্যায়ে বেঁচেছিলেন : দরিদ্র এবং মাঝারি লেভেলে।

আমার বাবা যখন ৪০ বছর বয়সে একজন ডাক্তার হন, তখন ইতোমধ্যেই তার তিন সন্তান ছিল। আমার বাবা একজন ডাক্তার হিসেবে উপার্জন ও খরচের দিক থেকে মিতব্যয়ী ছিলেন। আমার বাবা স্বল্প পরিসরে স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমার বাবা ছিলেন একজন ইমার্জেন্সি রুমের ডাক্তার; আমি কল্পনা করতে পারি, এমন একটি সর্বোচ্চ চাপের পেশা, যেখানে রাত-দিন কঠোর ডিউটি পালন করতে হয়। দুই দশক পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তার যথেষ্ট অর্থ উপার্জিত হয়েছে, তাই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। এর কিছুদিন পর তিনি মারা যান। তার জীবনের পরবর্তী পর্যায় এভাবেই কেটে যায়।

পোস্টস্ক্রিপ্ট : মার্কিন ভোক্তাদের যেকোনো পণ্যের উপর প্রতিক্রিয়া জানানোর কারণগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; তারা পণ্যগুলোকে যেভাবে ভাবে/গ্রহণ করে।

আধুনিক ভোক্তার মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য এবং পরবর্তীতে কী হতে যাচ্ছে, তা বোঝার জন্য, আপনাকে জানতে হবে, পণ্যগুলো কীভাবে এখানে এসেছে? কীভাবে আমরা সবাই পণ্যগুলিকে এখানে পেয়েছি।

আপনি যদি ১৯৪৫ সালে ঘুমিয়ে পড়েন এবং ২০২০ সালে জেগে উঠেন, তাহলে আপনি আপনার চারপাশের বিশ্বকে চিনতে পারবেন

। সেই সময়কালে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তা কার্যত বর্তমানে নজিরবিহীন। আপনি যদি নিউইয়র্ক এবং সানফ্রান্সিসকো শহরের সম্পদের মাত্রা দেখেন, আপনি হতবাক হবেন। আপনি যদি এটিকে ডেট্রয়েটের দারিদ্র্য সূচকের সাথে তুলনা করেন, আপনি হতবাক হবেন। আপনি যদি বাড়ির দাম, কলেজের টিউশন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতগুলো দেখেন, আপনি হতবাক হবেন। আপনি যদি দেখেন যে, আমেরিকানরা সাধারণভাবে সঞ্চয় এবং ব্যয় বিষয়টিকে কীভাবে চিন্তা করে; আপনি হতবাক হবেন।

আপনি যদি এমনটি কীভাবে ঘটেছিল, তার একটি যুক্তিসংগত কারণ বর্ণনা করার কথা ভাবার চেষ্টা করেন, আমার অনুমান আপনি সম্পূর্ণ ভুল করবেন। কারণ এটি স্বজ্ঞাত নয় এবং এটি পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আমেরিকায় যা ঘটেছে, তা আমেরিকান ভোক্তাদের গল্প; যে গল্পকে কার্যকারণ দ্বারা ব্যাখা করা যাবে না।

গল্পটির সারমর্ম হলো : সম্পদগুলোর যোগান খুব অনিশ্চিত ছিল। তারপর সেগুলোর যোগান খুব ভালো ছিল—তারপর বেশ খারাপ ছিলতারপর সত্যিই ভালো ছিল—তারপর সত্যিই খারাপ ছিল এবং বর্তমানে আমরা মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছি। আমি মনে করি, এখানে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে, যা এই সমস্ত ঘটনাকে একত্রিত করেছে। বিশদ বিবরণ নয়।

এখানে লক্ষ্য নাটকের প্রতিটি অধ্যায় বর্ণনা করা নয়; একটি খেলা পরেরটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বর্ণনা করা। আধুনিক ভোক্তা বর্তমান অবস্থানে কীভাবে এসেছেন, তা দেখানো।

১. আগস্ট, ১৯৪৫। যখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লেখা হয় হিটলারের আত্মসমর্পণ ছিল আমেরিকান ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের দিন। কিন্তু প্রবাদ আছে, ইতিহাস একের পর এক জঘন্য জিনিস। যুদ্ধ সমাপ্তির আনন্দ দ্রুত এই প্রশ্নের সাথে মিলিত হয়ে যায়—এখন কী হবে? যোলো মিলিয়ন আমেরিকান জনসংখ্যার ১১% যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় আট মিলিয়ন জনগণ শেষপর্যন্ত বিদেশেই অবস্থান করে। তাদের গড় বয়স ছিল ২৩ বছর।

১৮ মাসের মধ্যে, তাদের মধ্যকার ১.৫ মিলিয়ন জনগণ বাদে বাকি সবাই ইউনিফর্মের বাইরে থাকবে; বেকার থাকবে। তারপর কী হবে? তারা পরবর্তীতে কী করতে যাবে? তারা কোথায় কাজ করতে যাবে? তারা কোথায় বাস করতে যাবে? এগুলো ছিল তখনকার সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,

এর দুটি কারণ রয়েছে।

এক, কেউ এমন প্রশ্নের উত্তর জানতো না।

দুই, যদি প্রশ্নগুলোর দ্রুত উত্তর দেওয়া না যায়, তাহলে সম্ভবত অনেক অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে—আমেরিকার অর্থনীতি আবারও গ্রেট ডিপ্রেশনে চলে যাবে।

২. যুদ্ধের সময় তিনটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল : এ সময়ে আবাসন নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়।

কারণ কার্যত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ ও তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৩ সালের পর থেকে প্রতি মাসে গড়ে ১২,০০০টিরও কম বাড়ি নির্মাণ করা হয়। প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যরা তীব্র আবাসন সংকটের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের সময় সম্পাদিত কাজগুলো জাহাজ, ট্যাঙ্ক এবং প্লেন তৈরি করা যুদ্ধের পর আকস্মিকভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যবসায় খুব কম গতি দেখা যায়। সৈন্যরা কোথায় কাজ করবে, তা স্পষ্ট ছিল না। | যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ পরবর্তীতে বিবাহের হার বৃদ্ধি পায়। সৈন্যরা তাদের মায়ের বেসমেন্টে ফিরে যেতে চায়। তারা একটি ভালো চাকরি করে তাদের নিজেদের বাড়িতে একটি পারিবারিক জীবন শুরু করতে চায়।

নীতিনির্ধারণ করা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে যেহেতু মহামন্দা তখনো কাটেনি; মাত্র পাঁচ বছর আগে শেষ হয়েছে। ১৯৪৬ সালে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট আগামী এক থেকে চার বছরের মধ্যে করনীয় কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। ঐরম্যানের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর তারা ১৯৪৭ সালে একটি পৃথক মেমোতে লিখেছিল: আমরা হয়তো এমন এক ধরনের মন্দার সময়ে রয়েছি, যেখানে মন্দার ফলে আমাদের ইতিবাচক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলো হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের খুব নিশ্চিত হওয়া উচিত।

১৯৫০-এর দশকে পারিবারিক ঋণ ২০০০-এর দশকের ঋণ সারপ্লাসের তুলনায় ১.৫ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Year	Total US Household Debt
1945	$29.4 billion
1955	$125.7 billion
1965	$331.2 billion

তিন. ক্রেডিট এবং ডেবিট পদ্ধতি ১৯৩০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৩০-এর দশক ছিল আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক দশক। ফলে একটি রৌপ্য আস্তরণ প্রবর্তিত হয় যা প্রয়োজন অনুসারে, মহামন্দা, সম্পদ, উৎপাদনশীলতা এবং উদ্ভাবন ব্যবস্থাকে সুপারচার্জ করে।

আমরা ৩০-এর দশকে উৎপাদনশীলতার ইতিবাচক দিকে এতোটা মনোযোগ দিইনি, কারণ প্রত্যেকেই অর্থনীতি কতোটা খারাপ ছিল, তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা ৪০-এর দশকে উৎপাদনশীলতার ইতিবাচক দিকে মনোযোগ দিইনি, কারণ সবাই যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করেছিল।

তারপরে-১৯৫০-এর দশক আসে এবং আমরা হঠাৎ বুঝতে পারি, 'বাহ, আমাদের কিছু আশ্চর্যজনক নতুন আবিষ্কার রয়েছে। আমরা এগুলো তৈরি করতে সত্যিই অত্যন্ত দক্ষ।' যন্ত্রপাতি, গাড়ি, ফোন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র , বিদ্যুৎ। যুদ্ধের সময় অনেক গৃহস্থালি পণ্য ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ কারখানাগুলোকে বন্দুক এবং জাহাজ তৈরিতে রূপান্তরিত করা হয়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জিনিসপত্রের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়। বিবাহিত নতুন দম্পতিরা এমনভাবে কেনাকাটা শুরু করে, যেন তাদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে।

' ফ্রেডরিক লুইস অ্যালেন তার 'দ্য বিগ চেঞ্জ' বইতে লিখেছেন : এই যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে একজন কৃষক একটি নতুন ট্রাক্টর, একজন ভুনা চাষকারী একটি নতুন বৈদ্যুতিক মিল্কিং মেশিন ক্রয় করেন; তারা খামার ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেন। কৃষকের স্ত্রী একটি চকচকে সাদা বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর পান, যা তিনি সর্বদা চেয়েছিলেন। তবে, মহামন্দার সময় কখনো এমন পরিবারগুলো এমন বৈদ্যুতিক আসবাবপত্র ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। তারা আপ-টু-ডেট ওয়াশিং মেশিন এবং ডিপফ্রিজ ইউনিট ক্রয় করতে পারেনি। তবে, শহরতলির পরিবারগুলী আপ-টু-ডেট ওয়াশিং মেশিন এবং ডিপ-ফ্রিজ ইউনিট ক্রয় করতে সক্ষম হয়। তারা পাওয়ার লনমাওয়ারে বিনিয়োগ করতে সক্ষম ছিল। শহরের পরিবারগুলো লড্রোম্যাটের গ্রাহক হয় এবং তারা তাদের বসার ঘরের জন্য একটি টেলিভিশন সেট ক্রয় করতে সক্ষম হয়। তাদের অফিস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। গ্রাম এবং শহরের ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার পার্থক্যগত এই ঢেউ কতোটা বড় ছিল, তা বোঝানো অনেক কঠিন। বাণিজ্যিক গাড়ি এবং ট্রাক উৎপাদন কার্যত ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ২১ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি ও বিক্রি করা হয়। ১৯৫৫ সাল নাগাদ আরো ৩৭ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি ও বিক্রি করা হয়। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দুই মিলিয়নেরও কম বাড়ি তৈরি করা হয়। তারপর, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ৭ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি করা হয়।

১৯৫৫ সালের মধ্যে আরো ৮ মিলিয়ন বাড়ি নির্মিত হয়। জিনিসপত্রের যোগানের জন্য চাহিদা মোতাবেক নতুন কোম্পানি গঠন করা হয়। নতুন জিনিস তৈরি করার সক্ষমতা নবগঠিত কোম্পানিগুলো

নতুন করে চাকরির বাজার তৈরি করে, যা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈনিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল: ১৯৫০ সাল নাগাদ, আবাসিক গৃহ নির্মাণসহ মোট ভোক্তাদের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২০৩ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৪৪ সালের ব্যয়ের স্তরের তুলনায় ৪০ শতাংশেরও বেশি।

মস্ত সৌনিকরা যুদ্ধের পর কী করতে চলেছে? এমন প্রশ্নের উত্তর তখন স্পষ্ট হয়। তারা অতিরিক্ত হারে পারিবারিক জিনিসপত্র ক্রয় করবে। তাদের চাকরি থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে তারা নতুন জিনিস-পত্র ক্রয় করবে। তারা আরো বেশি জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবে; এতে অর্থনীতির চাকা সচল হবে।

৪. উদ্যোক্তাদের মাঝে ডিভিডেন্ড আগের চেয়ে আরো বেশি সমানুপাতিক হারে বন্টিত হয়। ১৯৫০-এর দশকে অর্থনীতির সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, দেশটি দরিদ্রদেরকে আরো দরিদ্র করেছে এবং ধনীদেরকে আরো ধনী করেছে। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত গড় মজুরি দ্বিগুণ হয়েছে, তারপর ১৯৬৩ সালের মধ্যে আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী-গরিবের মধ্যকার ব্যবধান অস্বাভাবিক হারে প্রসারিত হয়েছে।

৫. লুইস অ্যালেন ১৯৫৫ সালে লিখেছেন : অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার বেকারত্ব হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। শিল্প-কলকারখানার শ্রমিকরা পূর্বের তুলনায় অধিক অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেযেমন একটি ইস্পাত কারখানার শ্রমিকের যে পরিবার আগে বাৎসরিক ৮ ২,৫০০ অর্থ উপার্জন করতো, সেই পরিবার এখন বছরে ৮ ৪,৫০০ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে। কারখানার উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মেশিনটুল অপারেটর শ্রমিকের যেই পরিবার আগে বাত্সরিক ৮ ৩,০০০ অর্থ উপার্জন করতো সেই পরিবার এখন বছরে ৮ ৫,৫০০ পরিমাণ অর্থ কিংবা তারও বেশি পরিমাণ অর্থ খরচ করতে পারেন। এদের মধ্যে শীর্ষ এক শতাংশ শ্রেণি রয়েছে, যারা সত্যিকার অর্থে সচ্চল এবং ধনী, যারা

বছরে মোটামুটি ১৬,০০০ পরিমাণ অর্থ উপার্জন কিংবা তারও বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম। এখন কিছু জিনিস ক্রয় করে মজুদ রাখার উপযুক্ত সময়, কারণ এগুলোর চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে: আমেরিকা প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। পূর্বে আমেরিকার অর্থনীতি কখনো এতোটা বিস্তৃত হয়নি। যদিও বিভিন্ন কোম্পানির ঋণের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি এখনো এমন ঋণের পরিমাণ তাদের আয়ের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে আমেরিকার অর্থনীতিতে এটি একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে যে, ঋণ সত্যিকার অর্থে কোনো ভীতিকর জিনিস নয়।।

৬. ১৯৭৩ সালই প্রথম বছর যখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমেরিকার অর্থনীতি একটি নতুন দিগন্তে হাঁটতে শুরু করেছে। সেই বছর শুরু হওয়া মন্দা ও বেকারত্বের হার ১৯৩০-এর দশকের পর থেকে সৃষ্ট মন্দা ও বেকারত্বের হারের তুলনায় সর্বোচ্চে ছিল। অর্থের মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও আমেরিকাতে এতোটা মুদ্রাস্ফীতি ছিল না। স্বল্পমেয়াদি ঋণের উপর সুদের হার ১৯৭৩ সালে ৮% ছিল, যা এক দশক আগে ২% ছিল—তারপর ৫% ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আমেরিকান সিভিল ওয়ার এবং মার্টিন লুথার কিং, ববি কেনেডির হত্যাকাণ্ডের সময়কালেও সুদের হার এতো বেশি ছিল না। এটি ছিল আমেরিকার অর্থনীতির অন্ধকার যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় দুই দশক ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমেরিকার আধিপত্য ছিল। অনেক বড় বড় ক্ষমতাধর দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের আবির্ভাবের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হয়। চীনের অর্থনীতি বিশ্ব বাজারে উন্মুক্ত হয়। মধ্যপ্রাচ্য তেল রপ্তানি করে স্বাবলম্বী হয়।

একটি নতুন প্রজন্ম অর্থনীতির এমন স্বাভাবিক আঘাতের বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টি থেকে দেখে। তারা নৈরাশ্যবাদী অর্থনীতিবিদদের দলভুক্ত। জীবনধারা এবং ভোগ-বিলাসিতায় সমতা; আমেরিকান অর্থনীতিবিদদের

ধারণা যে, পরিবারের ৫০% সদস্য অর্থ উপার্জন করছেন, এমন পরিবারের উচিত হবে না ৮০% কিংবা ৯০% সদস্য অর্থ উপার্জন করছেন, এমন পরিবারের তুলনায় নাটকীয়ভাবে আলাদা বিলাসবহুল জীবনযাপন করা। বর্তমানে আমেরিকাতে, ৯৯% সদস্য অর্থ উপার্জন করছেন, এমন পরিবার তুলনামূলকভাবে ভালো জীবনযাপন করলেও ৫০% সদস্য অর্থ উপার্জন করছেন, এমন পরিবারের তুলনায় তারা জীবনকে ভালোভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পান না। ১৯৪৫-১৯৮০ সালের সময়কালে বেশিরভাগ সময় আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন ছিল। আপনি এটিকে নৈতিকভাবে সঠিক কিংবা ভুল যাই, মনে করেন

কেন: তা বিবেচ্য নয়। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমেরিকার অর্থনৈতিতে সত্যিকার অর্থে এমনটাই ঘটেছে।

আমাদের প্রত্যাশা সর্বদা সত্যের/বাস্তবতার তুলনায় ধীরগতিতে চলে।

১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকের বছরগুলোর অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনধারার তারতম্য আরো অসম হয়ে উঠে। তবুও একজন ব্যক্তির জীবনধারাকে তার সহকর্মীর জীবনধারার সাথে কীভাবে তুলনা করা উচিত, সে সম্পর্কে মানুষের প্রত্যাশা পরিবর্তিত হয়নি।

৭. আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বুষ্ট-আপ আবারও শুরু হয়েছে, কিন্তু এটি পূর্বের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৪ সালে আমেরিকার জন্য সকাল বিনির্মাণ শিরোনামে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপনে ঘোষণা দেন যে, আমেরিকাতে আবারও সকাল হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে আজকের দিনে আমেরিকার সবচেয়ে বেশি নারী-পুরুষ কল-কারখানায় কাজ করতে যায়।

১৯৮০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সুদের হারে—আজকে প্রায় ২,০০০ আমেরিকান পরিবার নতুন বাড়ি কিনবে, যা গত চার দশকের

সুদের হারের তুলনায় অনেক বেশি। আজ বিকেলে, হ্যা আজ বিকেলেই ৬,৫০০ জন আমেরিকান যুবক-যুবতীর বিয়ে হবে। মাত্র চার বছর আগে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতির হার বর্তমানে অর্ধেকেরও কম হলে, তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আত্মবিশ্বাসের সাথে অপেক্ষা করতে পারবে। এটা আমেরিকান অর্থনীতির হাইপারবোল জিডিপি প্রবৃদ্ধি।

আমেরিকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১৯৫০-এর দশকে সর্বোচ্চ ছিল। ১৯৮৯ সাল নাগাদ বর্তমানের তুলনায় ৬ মিলিয়ন আমেরিকান কম বেকার ছিল। ১৯৮২ এবং ১৯৯০-এর মধ্যে আমেরিকার জিডিপি প্রায় চারগুণ বেড়েছে।

১৯৯০-এর দশকে মোট প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১৯৫০-এর দশকের তুলনায় প্রায় ৪০% বনাম ৪২%-এর সমান ছিল।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ২০০০ সালে স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে গর্ব করে বলেন : আমরা ২০ মিলিয়নেরও বেশি নাগরিকরেদকে নতুন চাকরি দিয়ে নতুন শতাব্দীর সূচনা করেছি; ৩০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি; ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বেকারত্বের হার অর্জন করেছি; ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দরিদ্রতার হার অর্জন করেছি; রেকর্ড মোতাবেক সর্বনিম্ন আফ্রিকান আমেরিকান এবং হিস্পানিক নাগরিকদের বেকারত্বের হার অর্জন করেছি; ৪২ বছর ধরে প্রাথমিক লেভেলে ব্যাক-টু-ব্যাক উদ্বৃত্ত অর্জন করেছি।

একটি সময়ে যখন মাধ্যমিক লেভেলের চাকরির মজুরি সমতল ছিল; তখন মধ্যম আয়ের আমেরিকান পরিবারগুলোর বাড়ির সংখ্যা এবং আয়তন ৫০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে নতুন করে নির্মিত আমেরিকান বাড়িগুলোতে এখন বাড়ির বাসিন্দাদের তুলনায় বাথরুম বেশি রয়েছে। প্রায় প্রতি একজনের জন্য চারটি কিংবা তারও বেশি বেডরুম রয়েছে। যা ১৯৮৩ সালের তুলনায় ১৮% এরও বেশি। ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যবর্তীতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে, গড়ে গাড়ি ক্রয় করার ঋণ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে; ১২,৩০০ মূল্য থেকে বর্তমানে ২৭,৯০০ মূল্যে উপনীত হয়েছে।

আপনি জানেন, কলেজের টিউশন ফি এবং স্টুডেন্ট ঋণের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত স্টুডেন্ট ঋণের হার। পারিবারিক ঋণের তুলনায় প্রায় ৪/১% ছিল। তারপর ১৯৭৩ সালের পর থেকে পারিবারিক ঋণের হার প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পায় এবং ২০০৭ সালের মধ্যে পারিবারিক ও স্টুডেন্ট ঋণের হার ১৩০%-এর ও বেশি হয়েছে। এমনকি ১৯৮০-এর দশকের শুরু থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সুদের হার হ্রাস পেলেও ঋণ সেবা পেমেন্টের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি নিম-আয়ের জন গোষ্ঠীদের জন্য অত্যন্ত তির্যক ছিল।

অর্থনীতিবিদ হাইম্যান মিনস্কি ঋণ সংকটের সূচনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : ঋণ সংকটের সূচনা হয় সেই মুহূর্ত থেকে, যখন মানুষেরা সেবা গ্রহণের তুলনায় বেশি হারে ঋণ গ্রহণ করে।

গত ২০ বছরে ইনকাম ট্যাক্স আরোপের বিষয়টি উচ্চ আয়ের মানুষদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। উচ্চ আয়ের মানুষেরা তাদের বাচ্চাদের সেরা কলেজে পাঠায়। ফলে এই বাচ্চারা অধিক অর্থ উপার্জন করতে এবং কর্পোরেট ঋণে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।
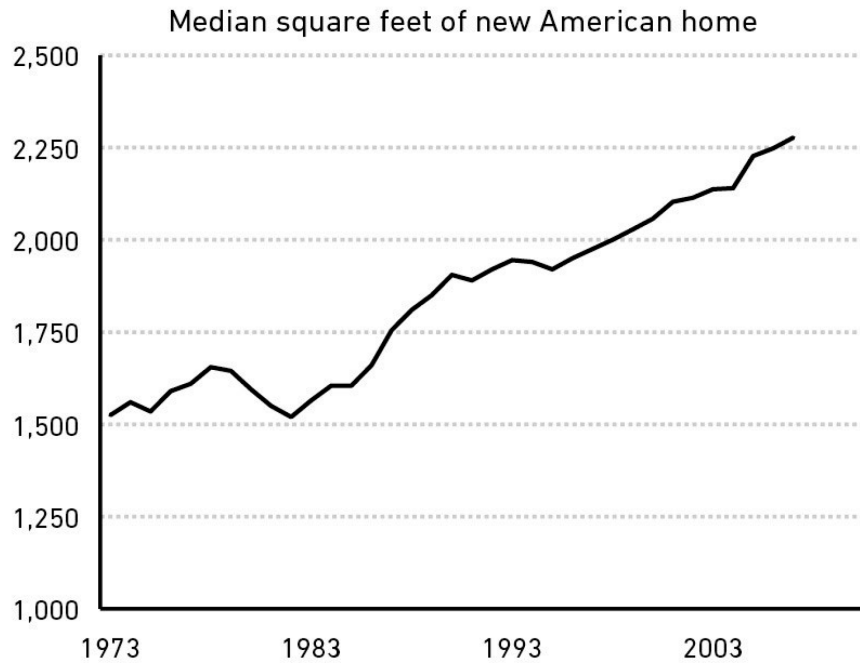
১৯৮০ সালের শুরুর দিকে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে, তা লক্ষণীয় : আমেরিকান অর্থনীতি কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য অন্যদের তুলনায় ইতিবাচকভাবে কাজ করেছে। সফলতা এখন আর আগের মতো মেধার মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং রাজনীতি আর লবিস্টের মাধ্যমে এখন সফলতা নির্ধারিত হয়। তবে, সত্যিকারের প্রতিভাবানদেরকে কখনো দমন করা যায় না। তারা যেকোনো উপায়ে তাদের প্রত্যাশিত সফলতা অর্জন করে নেয়।

আপনি ট্রাম্পের উত্থানকে শুধুমাত্র আমেরিকান নাগরিকদের আয়বৈষম্যের দৃষ্টিকোন থেকে উপহাস করতে পারেন। আপনার উচিত, বিষয়টিকে কেবলমাত্র এমন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। এই বিষয়গুলো সর্বদা অর্থনৈতিক সমীক্ষার জটিলতর ফলাফল। তবে, আমেরিকান। নাগরিকদের মাথায় সর্বদা একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—'আমি যে বিশ্বের প্রত্যাশা করেছি, আমি কি সেই বিশ্বে বসবাস করছি?

প্রাপ্তি স্বীকার

সমস্ত বইয়ের মতোই, 'দ্য সাইকোলজি অফ মানি' বইটি লেখার ক্ষেত্রে অগণিত মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা রয়েছে, যাদের সহযোগিতা ব্যতীত বইটি লেখা সম্ভব হতো না। তাদের সবার তালিকা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। তবে, কয়েকজন যারা বিশেষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ব্রায়ান রিচার্ডস, ক্রেগ শাপিরো অন্যতম। | গ্রেচেন হাউসেল, যার অটুট সমর্থন ছিল। জে এনা আবড়ু, যেকোনো বিনিময় ছাড়াই আমাকে সাহায্য করেছে।

ক্রেগ পিয়ার্স, যে আমাকে উৎসাহিত করেছে, গাইড করেছে এবং বইটির ভিত্তিগত আইডিয়া শেয়ার করেছে।

জে এমি কেথারউড, জে শা ব্রাউন, বিয়েন্ট বিশোরি, বেরি রিথোলটি, বেন কার্লসন, ক্রিস হিল, মাইকেল বেটানিক জে এমিস ওসরনি, যাদের বইটির উপর প্রদত্ত ফিডবেক অমূল্য ছিল।

-ধন্যবাদ।